AL EMARAH আল ইমারাহ

Al Emarah

আমরা তাগুতের ইবাদত বর্জন করি

ADMIN OF THE GROUP

GURABA NABIL
ABDUL MALEK AWLAKI

জান্নাতি হুরয়াইন
আব্দুল্লাহ গালিব আযযাম

PALASH PALASH
আবু ওয়ালিদ
SAYMA MALAKANI

মোঃ রেদওয়ানুল ইসলাম

HR GALIB

MOLLA ABU AFIA
মোহাম্মদ বেলায়েত হোসেন নোয়াখালী
FAHIMA JAHAN
জাগ্রত কবি জাগ্রত কবি

গুরাবা
WORLD CUP 2018

SK MUHIB GURABA

ABDULLAH AL MAHMOOD TANBIR
MODERATOR

আমাদের Group এর
সম্মানিত ও শ্রদ্ধেয়
মুফতি জামিল হাসান হাঃ

AL EMARAH আল ইমারাহ

AL EMARAH

সুচীপত্র

ভুল মানুষ করেই।কোথায় ভুল পেলে ক্ষমার চোখে দেখবেন//

AL EMARAH

আল ইমারাহ

بيغان

আল ইমারাহ গ্রুপের এডমিনদের পক্ষ থেকে
আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ

★

আল ইমারাহ গ্রুপের দাওয়াত কি এবং যে উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য এটি খোলা হয়েছে:
আমরা জুলুম ও ফাসাদ শেষ করার জন্য, আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্য এবং নিজেদের প্রতিপালক আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালাকে খুশি করার জন্য গ্রুপটি খুলেছি।

.

আমাদের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য হলো মুসলমান জনসাধারনের পথপ্রদর্শন, তাঁদের প্রতিরক্ষা, ও তাঁদের কল্যানকামিতা। আজ এই ভূখন্ডে জুলুম, ফিতনা, ফাসাদ যেভাবে ছেয়ে গেছে, তার সমাপ্তি আল্লাহ তায়ালা জিহাদের মাঝে রেখেছেন। জিহাদ হবে তো এগুলো বন্ধ হবে আর যদি জিহাদ না হয় তাহলে এগুলো দিনে দিনে বৃদ্ধি পেতে থাকবে আর ধ্বংস ও বিপর্যয় হতে থাকবে।

.

তাই এই গ্রুপের মাধ্যমে আমরা সকলের সামনে যা তুলে ধরতে চাই তা হলো:

.

★ - তাওহিদের সম্পূর্ণ ও সঠিক ব্যাখ্যা উম্মাতের সামনে সহজ ও সুন্দরভাবে তুলে ধরা। বিধান এবং সার্বভৌমত্ব যে কেবল একমাত্র আল্লাহরই - এ বিষয়টি তাদেরকে জানিয়ে দেওয়া..!

.

★ - গণতন্ত্রের বাস্তবতা, গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার প্রতারণা, গণতন্ত্র ও ইসলামের সংঘাত এবং সর্বোপরি মানব রচিত ব্যবস্থার বিভ্রান্তির মোকাবেলায় আসমানী বিধানের সৌন্দর্য ও শ্রেষ্ঠত্ব মানুষের সামনে তুলে ধরা হবে.. । বিভিন্ন মানবরচিত মতবাদের অনুসরণকারী দলের সাহায্য- সমর্থনের ঈমান-বিধ্বংসী পরিণাম সম্পর্কে মুসলিম জনগণকে সচেতন করে তোলা হবে...!

.

★ - ইসলামভিত্তিক ভ্রাতৃত্ববোধ ও সকল ভূমিসমূহের মুসলমানদের ঐক্যের উপর গুরুত্বারোপ করা হবে..!

.

★ - আল্লাহর রাহে ভালোবাসা এবং আল্লাহর রাহে শত্রুতার মূলনীতি সম্পর্কে উম্মাহকে অবহিত করা হবে... ।

.

★ - তাগুতী শাসনব্যবস্থা ও মুরতাদ শাসকগোষ্ঠীকে, জায়নবাদী, ক্রুসেডার, ধর্মনিরপেক্ষ সেকুলার, মুশরিক, ধর্মহীন জোটের বিরুদ্ধে উম্মাতকে উদ্বুদ্ধ করা হবে....

.

তাই আমাদের উদ্দেশ্য হলো আমরা জুলুম ফেতনা ফাসাদ খতম করতে চাই আমরা আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করার মাধ্যমে দ্বীন প্রতিষ্ঠা করতে চাই, আর এই সব লক্ষ্য অর্জনের শরীয়তসম্মত একমাত্র রাস্তা হল দাওয়াত ও জিহাদ বা দাওয়াত ও কিতাল। যা একটি আরেকটির পরিপূরক।"এটাই আমাদের মানহায"। এটার দিকেই মুসলিম উম্মাহর প্রতি আমাদের আহবান। এই দাওয়াত ও জিহাদের আহবানের মাধ্যমেই আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা এখানকার দলিত, পীরিত মাজলুম জনসাধারনের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতের সফলতার রাস্তা খুলে দিবেন, এবং ফাসাদের এই কালরাত্রিকে ন্যায়পরায়ণতা, নিরাপত্তা, ও বরকতে পরিপূর্ণ ভোরে পরিবর্তন করে দিবেন ইনশাআল্লাহ।

.

গ্রুপ লিংক: https://www.facebook.com/groups/689693388087699

.

আল ইমারাহ'র সংবাদ গ্রুপে যোগ দিন.!
গ্রুপ লিংক: https://www.facebook.com/groups/2062254274099603

.

লেখা: আপনাদের বোন উম্মে ইমারাহ

সংগ্রহশালাঃ
★ কোন জামা'আর সাথে জিহাদ করবো? বাংলাদেশে কি উপযুক্ত জামা'আ আছে যারা সঠিক ভাবে জিহাদ করছে?
https://justpaste.it/Ansar_AQ
.
★ কেন আমরা আল কায়েদাকে বাছাই করলাম???
https://justpaste.it/w79k
.
আল ফজর প্রকাশনার ২২ টি বই এর PDF পাবেন এই লিংকে: https://justpaste.it/ AlFajrBangla
★
বই লিষ্ট:
১)সতর্কতার মধ্যম পন্থা
শায়খ আবু মুহাম্মাদ আসিম আল মাকদিসি হাফিজাহুল্লাহ
.
২) যুদ্ধরত কাফিরদের বেসামরিক নাগরিক হত্যার বিধান
শায়খ আনওয়ার আল আওলাকি রহঃ
.
৩) মুজাহিদের প্রকার
শায়খ আবু আসমা আল কুবি রহঃ
.
৪) আল্লাহ কাফিরদের আক্রোশ দমন করবেন
শায়খ ইব্রাহিম আর রুবাইশ রহঃ
.
৫) একাকী জিহাদের বিধান
শায়খ হামুদ আত তামিমি হাফিজাহুল্লাহ
.
৬) পথপ্রদর্শনকারী কিতাব ও সাহায্যকারী তরবারী
শায়খ ইব্রাহিম আর রুবাইশ রহঃ
.
৭) জিহাদে নারীর ভূমিকা
শায়খ ইব্রাহিম আর রুবাইশ রহঃ
.
৮) খিলাফতের অন্তরালে
শায়খ আবু কাতাদা আল ফিলিস্তিনি হাফিজাহুল্লাহ
.
৯) জিহাদের উদ্দেশ্যসমূহ
শায়খ আতিয়াতুল্লাহ আল লিবি রহঃ
.
১০) ইসলামের দৃষ্টিতে ৯/১১
আল্লামা হামুদ বিন উক্বলা আশ শুয়াইবি রহঃ
.
১১) মুসলিম রক্তের পবিত্রতা
শায়খ আতিয়াতুল্লাহ আল লিবি রহঃ
.
১২) খাওয়ারিজ এবং জিহাদ
শায়খ আবু হামজা আল মাসরি (ফাক্কাল্লাহু আসরাহ)
.
১৩) কিভাবে বসে থাকা সম্ভব
শায়খ ইব্রাহিম আর রুবাইশ (রহিমাহুল্লাহ)
.
১৪) বর্তমান মুসলিমপ্রধাণ রাস্ট্রগুলো দারুল হারব কেন?
ফকিহুন নফস রশিদ আহমাদ গাঙ্গুহি (রহিমাহুল্লাহ)'র ফতোয়ার আলোকে
.
১৫) সৌদি জাতীয়তাবাদ আমার পদতলে
শায়খ ফারিস আয-যাহরানি (রহিমাহুল্লাহ)
.
১৬) জিহাদ ত্যাগকারী আলেম ও তালিবুল ইলমদের
বিরল ও বিস্ময়কর সংশয়
শায়খ খালিদ আল হুসাইনান (রহিমাহুল্লাহ)
.
১৭) শরবত ও মিষ্টান্ন (পিডিএফ)
.
১৮) ইবনে বাজঃ কল্পনা বনাম বাস্তবতা
.
১৯) শুকনো খেজুর দিয়ে তৈরি গণতন্ত্রের মূর্তি
.
২০) ৯/১১ কি সাজানো নাটক?
.
২১) কেন আই এস কে খারেজি বলা হয়?
.
২২) ফিদায়ী হামলার বিধান
প্রকাশনা : আল ফজর
*
উপরের সব গুলো ডাউনলোড লিংক: https://justpaste.it/ AlFajrBangla (স্পেস মুছে নিন)
★
বিশুদ্ধ দ্বীন জানতে আরও কিছু সহায়ক বই ডাইনলোড করুন: https://justpaste.it/bangla_kitab
.
★★★★ গুরুত্বপূর্ন ওয়েব সাইট সমুহ★★★★
★dawahilallah. com
★http://ummahnetwork. net
★islamiboi.wordpress. com
★http://nobodhara. net
★ http://darulilm. org
★http://gazwah. net
-

নির্দেশনাঃ
বর্তমান গোটা মুসলিম বিশ্ব জুড়েই বর্তমানে বিশ্বাস ও মতাদর্শের এক মনস্তাত্ত্বিক লড়াই চলছে...
ইসলামের বিরুদ্ধে পশ্চিমা ক্রুসেডার, যায়নবাদি ইহুদি ও ব্রাহ্মণ্যবাদি শক্তির চালানো বর্তমান এই যুদ্ধের বাস্তবতা হল এই যে, এ যুদ্ধ হল এক সর্বাত্মক ও সর্বব্যাপী যুদ্ধ। এটি নিছক দুটি বিরোধী পক্ষের মাঝে যুদ্ধ নয়, বরং এ হল এমন দুটি আদর্শের অস্তিত্বের লড়াই যে আদর্শদ্বয় সহাবস্থান করতে পারে না। এ হল হক্ব ও বাতিলের চিরন্তন যুদ্ধ, যাতে তৃতীয় কোন পক্ষ নেই। এই যুদ্ধ একই সাথে অস্ত্র ও আদর্শের। এ যুদ্ধ যেমন তলোয়ারের, তেমনি কলমেরও। এ যুদ্ধ হলো সামরিক ও মনস্তাত্ত্বিক।
.
এ যুদ্ধের বাস্তবতা চিন্তাশীল সকলের কাছেই পরিষ্কার হয়ে গেছে। ইসলাম বিদ্বেষী কাফির-মুশরিক এবং তাদের আজ্ঞাবহ মুরতাদ ও মুনাফিক গোষ্ঠী তাদের অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও প্রচারমাধ্যমের সকল শক্তি প্রয়োগ করছে ইসলামকে মুসলমানদের জীবন,
রাষ্ট্র, সমাজ ও মানসপট থেকে মুছে দেয়ার জন্য। আর যদি তারা তাদের সামরিক আগ্রাসন সাময়িক ভাবে কখনো বন্ধ রাখেও, তবু তাদের মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ তারা নিরন্তর চালিয়ে যায়।
.
এ বিষয়টি আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে, আমেরিকার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক চতুর্মাসিক রিপোর্টে নজর দিলে!
.
সেখানে বলা হয়েছে,
"ইউনাইটেড স্টেট বর্তমানে এমন এক যুদ্ধে লিপ্ত যা একই সাথে সামরিক ও আদর্শিক। এ যুদ্ধে চূড়ান্ত বিজয় কেবল তখনই অর্জিত হওয়া সম্ভব যখন চরমপন্থিদেরকে (মুজাহিদদেরকে) তাদের নিজ জাতি ও পরোক্ষ সমর্থক ও আপন জণগণের চোখে খারাপ ও কলঙ্কিত করে তোলা যাবে।"
.
আর তাদের এই ষড়যন্ত্র রুখে দিতে আমাদের সর্বাত্বক ভাবে সজাগ থাকতে হবে...
.
আল্লাহ সুবহানাহুতা'য়ালার অসীম করুণায় এবং তার ওয়াদা অনুযায়ী কাফের- মুশরিক ও তাদের সহযোগী সকল ইসলাম বিদ্বেষীরা আমাদের সাথে সকল সামরিক যুদ্ধে পরাজিত হয়ে থাকে...
ফলে, তারা মিডিয়ার সাহায্যে তাদের এই ষড়যন্ত্রের সুফল পেতে চায়...
.
তাই, তাদের ষড়যন্ত্র এবং মিথ্যাচার রুখে দিতে এখানেও (মিডিয়ায়) আমাদের আঘাত করতে হবে..
★
আল কায়দার পক্ষ থেকে মিডিয়া বিষয়ে উম্মাহর প্রতি আহবানঃ
.
এ ভূখন্ডে যাদেরকে আল্লাহ তাওহিদ ও জিহাদের ব্যাপারে হেদায়েত দান করেছেন তাদের সকলের জন্য আবশ্যক হল সাধ্যমত মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করা। তাই সকল তাওহিদবাদী ভাই-বোনদের আমরা এ যুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহনের আহবান জানাচ্ছি। মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ন ময়দান হল মিডিয়া। মনস্তাত্ত্বিক ময়দানে তথা মিডিয়া জিহাদের ক্ষেত্রে মুজাহিদ ভাইদের বিশেষভাবে যে বিষয়গুলোর দিকে গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজনঃ
.
- সাধারণ মুসলিম জনগণকে সামনে রেখে মিডিয়া কার্যক্রমের ভিত্তি স্থাপন করুন। জনবিচ্ছিন্ন প্রচারণা, জনবিচ্ছিন্ন গেরিলার চাইতেও দুর্বল। মনে রাখুন, আমরা নিজেদেরকে উম্মাহর মাঝে অভিজাত কিছু বলে মনে করি না, বরং নিজেদেরকে উম্মাহর অংশ মনে করি। মিডিয়ার কার্যক্রম তখনই কার্যকর হয়, যখন তা গণমানুষের বোধগম্য করে উপস্থাপন করা হয়।
.
- আগ্রাসী ক্রুসেডার, যায়নবাদি ও ব্রাহ্মণ্যবাদি গোষ্ঠীর চক্রান্ত সম্পর্কে জনগনকে সচেতন করে তুলুন। তাদের অনুগত শাসকগোষ্ঠী ও নিরাপত্তা বাহিনী এবং কাফির-মুশরিকদের আজ্ঞাবাহী মিডিয়ার অপকর্ম জনগণের সামনে তুলে ধরুন।
.
- তাওহিদের সম্পূর্ণ ও সঠিক ব্যাখ্যা উম্মাতের সামনে সহজ ও সুন্দরভাবে তুলে ধরুন। বিধান এবং সার্বভৌমত্ব যে কেবল একমাত্র আল্লাহরই - এ বিষয়টি তাদেরকে জানিয়ে দিন।
.
- গণতন্ত্রের বাস্তবতা, গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার প্রতারণা, গণতন্ত্র ও ইসলামের সংঘাত এবং সর্বোপরি মানব রচিত ব্যবস্থার বিভ্রান্তির মোকাবেলায় আসমানী বিধানের সৌন্দর্য ও শ্রেষ্ঠত্ব মানুষের সামনে তুলে ধরুন। বিভিন্ন মানবরচিত মতবাদের অনুসরণকারী দলের সাহায্য-সমর্থনের ঈমান-বিধ্বংসী পরিণাম সম্পর্কে মুসলিম জনগণকে সচেতন করে তুলুন।
.
- ইসলামভিত্তিক ভ্রাতৃত্ববোধ ও সকল ভূমিসমূহের মুসলমানদের ঐক্যের উপর গুরুত্বারোপ করুন। উম্মাহর উপর ক্রুসেডার, হিন্দু, বৌদ্ধ ও ইহুদিদের আক্রমণের ব্যাপারে আপনার চারপাশের মুসলিমদেরকে,
উলামায়ে কিরামকে নিয়মিত অবহিত করুন।
.
- আল্লাহর রাহে ভালোবাসা এবং আল্লাহর রাহে শত্রুতার মূলনীতি সম্পর্কে উম্মাহকে অবহিত করুন। উম্মাহর এই কঠিন সময়ে যেন প্রত্যেকে তার সামর্থ্য অনুযায়ী উম্মাহর সাহায্যে এগিয়ে যায়, এর জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা ব্যয় করুন।
.
- তাগুতী শাসনব্যবস্থা ও মুরতাদ শাসকগোষ্ঠীকে প্রত্যাখ্যান করতে উম্মাতকে উদ্বুদ্ধ করুন। নিশ্চয় এ হল নবীওয়ালা একটি দাওয়াতী কাজ। আর এরা তো এমন পর্যায়ের তাগুত যারা মুজাহিদিনের বিরুদ্ধে মুশরিকদের আরাধ্য দেবী 'দুর্গার' কাছে প্রার্থনা করার আহবান জানায়। আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কোন উপাস্যের কাছে দুয়া করার আহবান জানানোর ধৃষ্টতা এ জমিনের অন্য কোন তাগুত এখন পর্যন্ত দেখাতে পারেনি। হে মুসলমানগণ, এদেরকে সর্বাত্মকভাবে পরিহার করুন।
.
- শিথিলতা ও চরমপন্থা থেকে মুক্ত সঠিক মানহাজ, উম্মাহর কল্যাণের জন্য আত্মত্যাগকারী মুজাহিদিন এবং উম্মাহর উপর জোরপূর্বক কর্তৃত্ব দাবিকারীদের মাঝে পার্থক্য সাধারণ মুসলিমদের সামনে স্পষ্টভাবে তুলে ধরুন। নিশ্চয়ই এ দুটি অসম বিষয়কে সমান প্রমাণ করতে দাজ্জালী মিডিয়া সর্বদা সচেষ্ট।
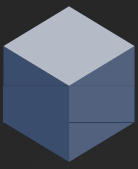
- উম্মাহর প্রতি নবীওয়ালা মহব্বত রেখে দাওয়াতী কাজ পরিচালনা করুন, কঠোরতা পরিত্যাগ করুন। দাওয়াত পৌছানোর ক্ষেত্রে উত্তম আদব বজায় রাখুন। অত্যাধিক হাসি-তামাশা, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয়ে বাক-বিতন্ডা ইত্যাদি পরিত্যাগ করুন। নিশ্চয়ই সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) ছিলেন উত্তম আদব ও আখলাকের অধিকারী। তারা আরামপ্রিয় কিংবা অলস ছিলেন না। নিশ্চয় তারা তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না, যারা যৌবনে পদার্পনের পরও অধিকাংশ সময়ই কিশোরদের মতো দায়িত্বজ্ঞানহীন আমোদ-প্রমোদে মেতে থাকে। তারা ছিলেন উগ্রতা ও ভাঁড়ামিপূর্ণ আচরন থেকে মুক্ত।

.

- অনলাইনে ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দাওয়াহ ইলাল্লাহ জারি রাখুন। বিভিন্ন ই-মেইল গ্রুপ, ফেইসবুক, টুইটার, ব্লগ ইত্যাদির মাধ্যমে তাওহীদ ও জিহাদের দাওয়াহ, এ সংক্রান্ত বই, প্রশ্নোত্তর, অডিও, ভিডিও ছড়িয়ে দিন। মুজাহিদিনের প্রচারনার কাজে ইন্টারনেট, বিশেষ করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একই সাথে সময়ের অপচয় এবং অন্তরে নিফাক্ব ও রিয়া সৃষ্টির ক্ষেত্রেও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের প্রভাব ব্যাপক। এ হল এমন এক অস্ত্র যা অস্ত্রধারনকারী এবং শত্রু উভয়েরই ক্ষতি করতে সক্ষম। এ মাধ্যমকে কিভাবে আপনি ব্যবহার করবেন তা সম্পূর্ণভাবে আপনার সিদ্ধান্ত।
মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধের এ ময়দানে আপনি সময় কাটাতে পারেন ইখলাসের সাথে আল্লাহর দ্বীনকে এবং মুজাহিদিনকে নুসরত করার কাজে অথবা আপনি এ মাধ্যমকে ব্যবহার করতে পারেন অলস বিনোদন, মূল্যহীন আড্ডা আর অপ্রয়োজনীয় কথার মাধ্যমে সময় নষ্ট করে।

.

- মনস্তাত্ত্বিক ও মিডিয়া জিহাদের এ ময়দানে উল্লেখিত কাজগুলোর গুরুত্ব যতটুকু, এগুলোর প্রচারের গুরুত্ব তার চেয়ে কোন অংশে কম নয় বরং অনেক ক্ষেত্রেই বেশি। কোন মিডিয়ার সফলতা শুধুমাত্র প্রকাশনার সফলতার উপর নির্ভর করে না, এর প্রচারনার উপরও অনেকাংশে নির্ভর করে। আর তাই শুধুমাত্র প্রকাশনা তৈরি করলেই হবে না, এসকল প্রকাশনাকে সাধারণ মানুষের মাঝে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে। তাই তাওহীদ ও জিহাদের উপর অনলাইনে মজুদ বই-প্রবন্ধ-অডিও-ভিডিও, বিশেষ করে মুজাহিদিনের সাথে সংযুক্ত বিভিন্ন মিডিয়ার প্রকাশনা যথাসম্ভব ছড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করুন। মুজাহিদিনের বক্তব্য,
বিশ্লেষন ও বার্তা প্রচারের মাধ্যমে উম্মাহর সামনে সঠিক দিক-নির্দেশনা তুলে ধরুন।

.

- শিক্ষাব্যবস্থা ও পাঠ্যবইয়ের মধ্যে শিরক, কুফর ও ইসলামবিদ্বেষী যে সকল বিষয় ইসলামের শত্রুরা অন্তর্ভূক্ত করেছে, সেগুলো জনগণের সামনে তুলে ধরুন। কাফির-মুশরিক এবং তাদের আজ্ঞাবহ মুরতাদ ও মুনাফিক গোষ্ঠী দীর্ঘদিনের প্রচারনার মাধ্যমে ব্যক্তি ও সমাজিক জীবনে যে সকল কুফর, শিরক ও ঈমান-বিধ্বংসী বিষয়ের স্বাভাবিকীকরন করেছে, সেগুলো সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করুন।

.

- সকল দাওয়াতি ও মিডিয়া কার্যক্রমের ক্ষেত্রে আমীরুল মুজাহিদীন শাইখ আইমান আয-যাওয়াহিরির (হাফিজাহুল্লাহ) এর 'জিহাদের ব্যাপারে সাধারণ দিক-নির্দেশনা'তে বর্ণিত নির্দেশনাসমূহের আলোকে আপনার কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করুন। যেমনঃ উম্মাহকে আগ্রাসী ক্রুসেডার,
যায়নবাদী ও ব্রাহ্মণ্যবাদীদের ব্যাপারে সচেতন করা, উম্মাহর মধ্যে তাওহীদ ও জিহাদের মানহাজের প্রচার ও এর যৌক্তিকতা দলীল-আদিল্লাসহ তুলে ধরা, মুসলিম উম্মাহর বিভিন্ন অঞ্চলের জনগণের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ ও ঐক্যের গুরুত্ব তুলে ধরা এবং বর্তমান মুরতাদ শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহে উম্মাহকে তাহরীদ করা।

.

উল্লেখ্যঃ শুধুমাত্র মুজাহিদিনের আন্তর্জাতিক বিভিন্ন মিডিয়ার প্রকাশনা বা অডিও-ভিডিওর অনুবাদ কিংবা ডাবিং এর মাধ্যমে এই কাজ সম্পূর্ন হবে না যদিও এটা একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। মিডিয়ার মাধ্যমে যে বার্তাটি আপনি সাধারণ মুসলিমদের কাছে পৌছে দিতে চাচ্ছেন তা আপনাকে সাজাতে হবে এদেশের মানুষের উপযোগী করে, তাদের চিন্তা-চেতনা, তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করে। অন্যথায় শত প্রচেষ্টার পরও আপনার দাওয়াতি কাজ কিংবা মিডিয়ার প্রকাশনা দেশের আপামর জনগণের মনে রেখাপাত করতে সক্ষম হবে না। শিক্ষা গ্রহণ করুন মুজাহিদিনদের ইমাম মুহাম্মাদ (সাঃ) এর উদাহরন থেকে, যিনি মরুবাসী বেদুঈনের সাথে কথা বলতেন তার বোধগম্য ভাষায় এবং শহরবাসী সম্ভ্রান্তদের সাথে কথা বলতেন তাদের বোধগম্য ভাষায়। বাংলাদেশের পূর্ববর্তী জিহাদি সংগঠনগুলোর ইতিহাস এবং জোরপূর্বক খিলাফতের দাবিদারদের সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করুন। আর নিশ্চয় মুমিন একই গর্ত থেকে দুইবার দংশিত হয় না।

.

- আপনি সাধারণ মুসলিম জনগণের ইলম ও চিন্তা-চেতনাকে সামনে রেখে, তাদের উপযোগী দাওয়াতি ও মিডিয়ার প্রকাশনার প্রতি মনযোগী হোন। নিজেকে তাদের অবস্থানে কল্পনা করে চিন্তা করুন। স্মরণ করে দেখুন, সর্বপ্রথম তাওহীদ কিংবা জিহাদের দাওয়াত পাবার পর আপনার মনে কোন প্রশ্নগুলোর উত্তর জানা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল? প্রথমেই কি জিহাদের কোন ময়দানের সূক্ষ কোন খবর কিংবা দূরবর্তী কোন ময়দানের কোন উমারাহ কিংবা উলামার ব্যাপারে জানাটাই আপনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল? নাকি এই মানহাজ হক্ব হবার ব্যাপারে, এই মানহাজ কুরআন-সুন্নাহর অনুগামী ও ইসলামের জন্য কল্যাণকর হবার ব্যাপারে নানা প্রশ্নের উত্তর খুজে পাওয়া আপনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল? তাই, সাধারন জনগণের জন্য তাদের ভাষায়, তাদের অবস্থানে গিয়ে আপনাকে কথা বলতে হবে।

.

- একইভাবে বিভিন্ন ইসলামী দলের জন্য তাদের অবস্থান ও তাদের বিভিন্ন সংশয় ও ভ্রান্তি নিরসনের লক্ষ্যে কিছু প্রজেক্ট হাতে নিতে পারেন। এটা হতে পারে ছোট প্রবন্ধের আকারে কিংবা কোন ইমেজ কিংবা কয়েক মিনিটের একটা অডিও কিংবা ভিডিওর মাধ্যমে যা দিয়ে তাদের অন্তরে প্রভাব সৃষ্টি করা যায়।
তবে মনে রাখা উচিত, মানুষকে কথা দিয়ে আহত করে নিজের উদ্দিষ্ট দাওয়াত কবুল করানোর আশা বৃথা, বরং সেখানে থাকতে হবে উম্মাহর প্রতি নবী-ওয়ালা দরদ।

.

- বর্তমান যুগের গতিশীল জীবনপদ্ধতি ও কুফরপন্থী-ফাসেকী মিডিয়াগুলোর প্রভাবের কারণে যে কোন বিষয়ে সাধারণ মানুষ খুব অল্প সময়ই মনযোগ ধরে রাখতে পারে। তাই মিডিয়া কার্যক্রমের ক্ষেত্রে এই বিষয়টি বিবেচনা করা জরুরী। মিডিয়ার সফলতা নির্ভর করে দর্শকের কাছে নিজের বার্তা পৌছে দেয়া এবং দর্শককে এর দ্বারা প্রভাবিত করার মাধ্যমে। তাই অনেক বড় অডিও/ভিডিওর পরিবর্তে ছোট আকারের অডিও/ভিডিও তৈরী করা অধিকতর কার্যকরী হতে পারে। অনেক সময় একটা ছোট ইমেজ কিংবা একটা ছোট কথাও জনগণের মনে ব্যাপক সারা ফেলে। কারণ সাধারন মুসলিমদের ক্ষেত্রে দীর্ঘ সময় ধরে একটি উচ্চমানের বড় ভিডিও দেখার চাইতে একটি মধ্যমমানের ছোট ভিডিও দেখার সম্ভাবনা বেশি। আপনারা অনেকেই হয়তো লক্ষ্য করেছেন, আমিরুল মুজাহিদিন শায়খ আইমান আয-যাওয়াহিরি (হাফিজাহুল্লাহ) এর সাম্প্রতিক বয়ানগুলোও সংক্ষিপ্ত আকারের। তবে বছরে হয়তো দুই-একটা বড় ভিডিও তৈরী করা যেতে পারে কোন নির্দিষ্ট বিষয়কে পরিপূর্ণভাবে ফুটিয়ে তোলার জন্য।

.

- সর্বশেষ যে বিষয়টার দিকে আপনাদের মনযোগ আকর্ষন করবো তা হচ্ছে, মুজাহিদিনের মিডিয়ার প্রকাশনাগুলোকে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য আপনি বেশী বেশী চিন্তা-ফিকির করুন। অর্থাৎ কিভাবে তাওহিদ ও জিহাদের বার্তাকে সর্বস্তরের মানুষের কাছে পৌছে দেয়া যায় তা নিয়ে চিন্তা করুন। বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে কিভাবে আপনাদের তৈরী প্রকাশনাগুলোকে বেশী বেশী মানুষের কাছে পৌছানো যায়, এই ব্যাপারে আপনাদের মাশোয়ারাগুলো পরিচিত দ্বীনি ভাইদের কাছে তুলে ধরুন। এর গুরুত্ব বারংবার তাদের সামনে পেশ করুন। কারণ মিডিয়ার সাফল্য অনেকাংশেই তার প্রচারনার উপর নির্ভরশীল। সর্বোৎকৃষ্ট মানের একটি প্রকাশনাও যদি সাধারন মানুষের কাছে না পৌছায় তাহলে চূড়ান্ত হিসেবে মিডিয়া প্রকাশনা হিসেবে তা অনেকাংশেই ব্যর্থ, যদিও ব্যক্তিগতভাবে আল্লাহর কাছে এর জন্য প্রতিদান পাওয়া যাবে ইনশাআল্লাহ। আপনি কষ্ট করে একটি ইমেজ/অডিও/ভিডিও তৈরী করার পর যদি সেটা মাত্র একশত জনের কাছে পৌছায় তাহলে এই কষ্টের ফসলটা ঠিকমতো ঘরে তোলা হলো না। এর বিপরীতে যদি সেটা কয়েক হাজার কিংবা লক্ষাধিক মানুষের কাছে পৌছায়, তাহলে সেটা মূল উদ্দেশ্য অর্জনে অনেক বেশী এগিয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে।

★

সুতরাং, এ যুদ্ধের মনস্তাত্ত্বিক অক্ষ নিয়ে বিশেষভাবে মনোযোগী হোন। জিহাদী ময়দানের কেন্দ্রে অবস্থানকারী ব্যক্তিরাই হক্ব ও বাতিলের এ যুদ্ধে মিডিয়ার গুরুত্ব সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়েছেন। আল ইমাম ওয়াল মুজাদ্দিদ শায়খ উসামা বিন লাদিন রাহিমাহুল্লাহ, হাকিমুল উম্মাহ শায়খ ডঃ আইমান আয-যাওয়াহিরী হাফিযাহুল্লাহসহ অন্যান্য মুজাহিদিন উমারাহ ও উলামাগণের বিভিন্ন বক্তব্যে বারংবার যে বিষয়টি উঠে এসেছে তা হল, বর্তমান যুগে যুদ্ধের অর্ধেক কিংবা তার চেয়েও বেশী হল মিডিয়া। তাই এ মিডিয়া জিহাদের গুরুত্ব অনুধাবন ও হক্ব আদায় করা আমাদের সকলেরই একটি আবশ্য কর্তব্য। এটি এমন এক দায়িত্ব যার ব্যাপারে ময়দানে অবস্থান করা মুজাহিদিন আফসোস করেন! অতএব এ দায়িত্বকে, জিহাদি মিডিয়ার গুরুত্বকে খাটো করে দেখার কোন সুযোগ নেই।

.

মুজাহিদিন নেতৃবৃন্দ ও উলামাগণের দিকনির্দেশনা অনুযায়ী দাওয়াতি ও মিডিয়ার ময়দানে আপনি কাজ আঞ্জাম দিতে থাকেন, তাহলে আপাতত মুজাহিদিনের সাথে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপনে সক্ষম না হলেও আপনি এই জিহাদী কাফেলার গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবেই গণ্য হবেন। অতএব, আমাদের সাথে সংযুক্তিকে কাজ শুরু করার একটি পূর্বশর্ত না বানিয়ে, আপনার কাজকে সংযুক্তির একটি মাধ্যমে পরিণত করুন। মুজাহিদিন ভাইদের সাথে সম্পর্কিত হবার আগ পর্যন্ত মিডিয়ার জিহাদ জারি রাখুন।

.

সতর্কতার ক্ষেত্রে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করুন। নিরাপত্তা বজায় রাখুন। মনে রাখবেন, আমরা অনলাইনে কাউকে আমাদের সাথে শরীক করি না। চেষ্টা জারি রাখলে একদিন আপনি বাস্তবে মুজাহিদিনের সাথে শরীক হতে পারবেন ইনশাআল্লাহ।

-

★

-

আপনাদের দোয়ায় মুজাহিদ'দের ভুলবেন না...

Abdul Malek Awlaki
Admin D:11/5/18

ইসলামী গণতন্ত্রপন্থী বনাম মিল্লাতে ইব্রাহীম সংঘাত যেখানে!

মিল্লাতে ইব্রাহীম হলো সেই দ্বীন যার একনিষ্ঠ অনুসরণ করতে আল্লাহ তায়ালা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আদেশ করেছেন।
আবার সেই মিল্লাতের বর্ণনা আল্লাহ তায়ালা নিজেই দিয়েছেন
সূরা আল- মুমতাহিনাহর ৪ নং আয়াতে

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِىٓ إِبْرَٰهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُۥٓ إِذْ قَالُوا۟ لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءَٰٓؤُا۟ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدَٰوَةُ وَٱلْبَغْضَآءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَحْدَهُۥٓ

তোমাদের জন্যে ইব্রাহীম ও তাঁর সঙ্গীগণের মধ্যে চমৎকার আদর্শ রয়েছে। তারা তাদের (মুশরিক,, তাগুতের) অনুসারী সম্প্রদায়কে বলেছিলঃ তোমাদের সাথে এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার এবাদত কর, তার সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই।

আমরা তোমাদের মানি না। (মানিনা তোমাদের ভ্রান্ত মতবাদকে এবং তোমাদের কুফুরি সংবিধানকে।)

আমাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও হিংসা- বিদ্বেষ চিরদিনের জন্য শুরু হয়েছে যতক্ষণ না তোমরা আল্লাহ্‌তে -- তাঁর একত্বে-- বিশ্বাস না কর। (তার বিধানকে না মান এবং সকল তাগুতকে বর্জন না কর)

উক্ত আয়াতে থেকে মিল্লাতে ইব্রাহীমের মূল চিত্র ফুটে উঠেছে যথাঃ-
১/যারা মিল্লাতে ইব্রাহীমের অনুসারী হবে তারা তাদের সমকালীন সকল কাফির,, মুশরিক,, এবং তাগুতের অনুসারীদের সাথে সম্পর্ক ছিন্নের ঘোষণা দিবে।

২/এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে যেসমস্ত তাওয়াগীতদের(বাতিল ইলাহ) ইবাদত করা হয় তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্নের ঘোষণা দিবে।

৩/তাগুত এবং তার অনুসারীদের না মানা,, এবং তাদের রচিত কুফুরি ভ্রান্ত মতবাদকে এবং সংবিধানকে অস্বীকার করার ঘোষণা দিবে।

৪/সমস্ত তাগুত এবং তার অনুসারীদের সাথে শত্রুতা ও হিংসা- বিদ্বেষ চিরদিনের জন্য শুরু করার ঘোষণা দেওয়া যতক্ষণ না তারা আল্লাহ্‌তে -- তাঁর একত্বে-- বিশ্বাস না করে।
আপনারা যদি মিল্লাতে ইব্রাহীমের উক্ত নিতিগুলো ভালোভাবে বুঝে থাকেন তাহলে এবার লক্ষ করুন আমাদের বর্তমান সময়ের ইসলামী গণতন্ত্রপন্থী দলগুলোর দিকে।

পরিতাপের বিষয় হলেও সত্য যে তাদের মাঝে আপনি উক্ত নিতিগুলোর একটাও বাটি চালান দিয়েও খুজে পাবেন না!!
যদিও তারা উক্ত নিতির দাবীর কথা বলে মুখে ফেনা তুলে!!

এই দলগুলো কখনো কাফির, মুশরিক, তাওয়াগীতদের সাথে না সম্পর্ক ছিন্নের ঘোষণা দিয়েছে!!

আর না কখনো তাগুত এবং তার অনুসারীদের না মানা,, এবং তাদের রচিত কুফুরি ভ্রান্ত মতবাদকে এবং সংবিধানকে অস্বীকার করার ঘোষণা দিয়েছে!!
আর না সমস্ত তাগুত এবং তার অনুসারীদের সাথে শত্রুতা ও হিংসা-বিদ্বেষ চিরদিনের জন্য শুরু করার ঘোষণা দিয়েছে!!

বরং আপনি দেখবেন এই দলগুলোর কোন কোন দলকে মুশরিকিনদের জন্য মন্দির নির্মাণ করতে,, অথবা মূর্তি পূজার মন্দিরে নারকেল দান করতে কিছু ব্যালট পেপারের আশায়!!

আবার কোন কোন দলকে দেখবেন নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার জন্য তাগুতের নির্দেশে নিজেদের ইসলামী আদর্শকে বাতিল করতে ও কুন্ঠাবোধ করে না যেমন ইতি পূর্বে আপনারা দেখেছেন বাংলাদেশ জামাতে ইসলামীকে!!

যখন তাগুত নির্বাচন কমিশন সংবিধান ও গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশের সঙ্গে সাংঘর্ষিক জামায়াতের গঠনতন্ত্রের ২ ধারার ৫ উপধারা, ধারা ৩, ৫ ধারার ৩ উপধারা, ৬ ধারার ৪ উপধারা, ৭ ধারার ১ থেকে ৪ উপধারা, ১১ ধারার ২ উপধারা ও ১৮ ধারার ৪(চ) উপধারা সংশোধনের তাগাদা দেয় তখন তারা.......

গঠনতন্ত্রের ২ ধারার ৫ উপধারার একাংশে বলা ছিল, '(আল্লাহ ব্যতীত) কাহাকেও স্বয়ংসম্পূর্ণ বিধানদাতা ও আইন প্রণেতা মানিয়া লইবে না এবং আল্লাহর আনুগত্য ও তাঁহার দেওয়া আইন পালনের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত নয়, এমন সকল আনুগত্য মানিয়া লইতে অস্বীকার করিবে।' সংশোধিত গঠনতন্ত্রে এ অংশটি বাদ দেয়া হয়েছে।

৩ ধারায় দলের লক্ষ্য উদ্দেশ্য সম্পর্কে ভূমিকাসহ চারটি উপধারায় আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসুল (সা.) প্রদর্শিত দ্বীন (ইসলামী জীবনবিধান) কায়েমের প্রচেষ্টার কথা বলা ছিল। সেগুলো বাদ দিয়ে 'বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ন্যায় ও ইনসাফভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা এবং মহান আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জন' বাক্যটি সংযোজন করা হয়েছে।

৫ ধারার ৩ উপধারায় বলা ছিল, 'সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার মাধ্যমে বাংলাদেশে ইসলামের সুবিচারপূর্ণ শাসন কায়েম করিয়া সমাজ হইতে সকল প্রকার জুলুম, শোষণ, দুর্নীতি ও অবিচারের অবসান ঘটাইবার আহ্বান জানাইবে।' এ অংশ থেকে 'ইসলামের' শব্দটি বাদ দিয়ে তার পরিবর্তে 'গণতান্ত্রিক পদ্ধতি' কথাটি সংযোজন করা হয়েছে।

৬ ধারার ৪ উপধারায় 'ইসলামের পূর্ণাঙ্গ প্রতিষ্ঠাকল্পে গোটা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় বাঞ্ছিত সংশোধন আনয়নের উদ্দেশ্যে নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় সরকার পরিবর্তন এবং সমাজের সর্বস্তরে সত্ ও খোদাভীরু নেতৃত্ব কায়েমের চেষ্টা করা' এই বাক্য থেকে 'খোদাভীরু' বাদ দিয়ে 'চরিত্রবান' শব্দটি যোগ করা হয়েছে।

৭ ধারার ১ থেকে ৪ উপধারায় জামায়াতের সদস্য হতে হলে ইসলামে বিশ্বাস ও শরিয়তের নির্ধারিত ফরজ ও ওয়াজিব আদায়ের শর্ত দেয়া ছিল। এগুলো এখন বিলুপ্ত করা হয়েছে।

১১ ধারার ২ উপধারায় যেকোনো অমুসলিম নাগরিক কয়েকটি শর্ত পূরণের মাধ্যমে জামায়াতের সদস্য হতে পারবে বলা ছিল। এ উপধারাটি দলের গঠনতন্ত্রের মূল উদ্দেশ্যের সঙ্গে সাংঘর্ষিক ও স্ববিরোধী বলে জানায় কমিশন। জামায়াত এই উপধারা বিলুপ্ত করেছিল।
এখনো তাদের গঠনতন্ত্রে উক্ত বিষয়গুলোর অধিকাংশ বিলুপ্ত অবস্থায় বহাল রয়েছে।

এত কিছুর পরেও কিভাবে আমরা তাদেরকে মিল্লাতে ইব্রাহীমের একনিষ্ঠ অনুসারী বলতে পারি??

আর কিভাবেই বা তারা নিজেদেরকে মিল্লাতে ইব্রাহীমের একনিষ্ঠ অনুসারী বলে দাবী করার অধিকার রাখে!!

AL EMARAH
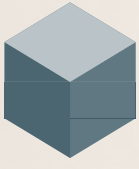
#আপনি_ কেন_ জঙ্গিদেরকে ভালবাসবেন?

১। আল্লাহ জঙ্গিদেরকে ভালবাসেন! তাই আ-প-নি-ও ভালবাসবেন!!

প্রিয় পাঠক ! শিরোনামটি পড়ে আশ্চর্যবোধ করছেন ? না! না!! আশ্চর্যবোধ করার কিছুই নেই। রব্বুল আলামিন তার প্রিয় মুজাহিদীন, মুক্বতিলিন বান্দাদের ব্যপারে সুস্পষ্টরূপে এমনটিই ঘোষণা করেছেন পবিত্র কোরআনে এরশাদ করেছেন-

ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص

অর্থঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ ভালবাসেন সেসকল লোকদেরকে, যারা যুদ্ধ করে তারই রাহে সারিবদ্ধ অবস্থায়, মনে হয় যেন তারা সীসাঢালা প্রাচীর। (সূরা সফ-৪)

প্রিয় পাঠক! শুধু যে রব্বুল আলামিনই তাঁদেরকে ভালবাসেন ব্যপারটি এমন নয় বরং তাঁরাও আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এবং আল্লাহর রাহে জিহাদ করাকে নিজেদের মাতা-পিতা, স্ত্রী-সন্তানাদী, ভাই-বোন, বসবাসের ঘরবাড়ি, ধন-সম্পদ এবং স্বীয় ব্যবসা-বাণিজ্যের চেয়েও অধিক ভালবাসেন।

#যেমনটি রব্বুল ইজ্জত পবিত্র কোরআনে এরশাদ করেছেন-

قل ان كان ابائكم وابنائكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتي يأتي الله بامره

অর্থঃ আপনি মুসলমানদেরকে বলে দিন! যদি তোমাদের পিতা-পুত্র, ভাইগন, স্ত্রীগন, তোমাদের স্বগোত্র, সে সকল ধন-সম্পদ, যা তোমরা অর্জন করেছো, সে ব্যবসা-বাণিজ্য যাতে তোমরা মন্দ পড়ার আশংকা করছো আর গৃহসমূহ যাতে তোমরা স্ববাস করা পছন্দ করছো, যদি (এ সকল জিনিস) তোমাদের নিকট আল্লাহ তা'আলা, তাঁর রাসূল ও আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা হতে অধিক প্রিয় হয়, তবে তোমরা অপেক্ষা করো এই পর্যন্ত যে, আল্লাহ তা'আলা শাস্তির নির্দেশ পাঠিয়ে দেন। আর আল্লাহ তা'আলা অমান্যকারীদের পথ প্রদর্শন করেন না। (সূরা তাওবাহ-২৪)

ফলশ্রুতিতে আল্লাহর এই প্রিয় বান্দারা তাঁদের জান-মাল সবকিছু জান্নাতের বিনিময়ে আল্লাহর কাছে বিক্রি করে দিয়েছেন। এ শর্তে যে, তাঁরা আল্লাহর দুনিয়ায় আল্লাহর দীনকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য লড়াই করতে থাকবে আর প্রাণ বিসর্জনের মাধ্যমে শাহাদাতের সুমধুর পেয়ালায় চুমুক দিতে থাকবে।

প্রিয় পাঠক! ঠিক এমনটিই এরশাদ হয়েছে মহাগ্রন্থ আল কোরআনুল কারিমে-

ان الله اشتري من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون

অর্থঃ নিশ্চয়ই! আল্লাহ তা'আলা জান্নাতের বিনিময়ে ক্রয় করে নিয়েছেন মুমিনদের জান ও মাল। অতএব তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করতে থাকবে, অতপর মারবে এবং মরবে। (সূরা তাওবাহ-১১১)

প্রিয় পাঠক! পবিত্র কালামুল্লাহর অন্যত্র রব্বুল আলামিন এরশাদ করেন-

يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اذلة علي المؤمنين اعزة علي الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم

অর্থঃ হে মুমিনগণ তোমাদের মধ্য হতে যে স্বীয় দীন হতে ফিরে যাবে, তবে অচিরেই আল্লাহ তা'আলা এমন সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন, তিনি যাদেরকে ভালবাসবেন এবং তাঁরাও তাঁকে ভালবাসবে, আর তাঁরা মুমিনদের প্রতি হবে সদয় এবং কাফেরদের প্রতি হবে কঠোর। তাঁরা জিহাদ করবে আল্লাহর পথে, আর তাঁরা ভয় করবে না কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারকে। এটা আল্লাহর অনুগ্রহ, তিনি যাকে চান তাঁকে (এই অনুগ্রহ) দান করেন। এবং আল্লাহ তা'আলা হচ্ছেন প্রাচুর্যময়, মহাজ্ঞানী। (সূরা মায়েদাহ-৫৪)

উল্লেখিত আয়াতে কারিমায় রব্বু যিল-জালাল الطائفة المنصورة তথা সাহায্যপ্রাপ্ত দলটির কি কি গুণ থাকবে তা সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করে দিয়েছেন।

১। আল্লাহ তাঁদেরকে ভালবাসেন।
২। তাঁরাও আল্লাহকে ভালবাসেন।
৩। তাঁরা মুমিনদের প্রতি সদয় হবে।
৪। আর কাফেরদের প্রতি হবে কঠোর।
৫। তাঁরা জিহাদ করবে আল্লাহর পথে।
৬। এবং জিহাদ করতে গিয়ে ভয় করবেনা কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারকে।

প্রিয় পাঠক! যদি আপনি একটু ইনসাফের দৃষ্টিতে বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতির দিকে তাকান, তাহলে আপনি দেখতে পাবেন পবিত্র কোরআনে বর্ণিত আল্লাহর প্রিয় ও ভালবাসার এই ছয়গুণ বিশিষ্ট লোকদেরকেই আজ উগ্রবাদী, সন্ত্রাসবাদী আসল কথায় জঙ্গিবাদী বলা হচ্ছে।

অথচ কোরআনের সুস্পষ্ট ঘোষণা আল্লাহ তাঁদেরকে ভালবাসেন এবং তাঁরাও আল্লাহকে ভালবাসেন। আর এটিই হচ্ছে সেই দল, যেই দল কিয়ামত পর্যন্ত হকের উপরে থাকবে। অতএব, আপনি যদি প্রকৃত মুমিন হয়ে থাকেন, তবে এ সকল জঙ্গিদেরকে আপনিও ভালবাসুন! এবং তাঁদের কথা শ্রবনে ও স্মরণে নিজেকে তিক্ত নয় বরং তৃপ্ত করুন। তবেই আশা করা যায় যে, ত্রিপক্ষের ভালবাসার মধুর মিলন আপনাকে জান্নাত পর্যন্ত পৌঁছে দেবে।

আমীন! ইয়া রব্বাল আলামিন!!

২। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁদেরকে ভালবাসেন, তাই আপনিও ভালবাসবেন!!

হ্যাঁ! প্রিয় পাঠক! যাদেরকে আল্লাহ ভালবাসেন, তাঁদেরকে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) ও ভালবাসবেন এটাই বাস্তবসম্মত ও বিবেকবোধ্য, কেননা আশেক আর মাশুকের ভালবাসার গতিপথ যদি অভিন্ন ও এক না হয়, তবে তো সেপথে পথ চলায় প্রতিটি কদমে কদমে দূরত্ব বাড়বে। সুতরাং আপনিও যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রকৃত আশেক হয়ে থাকেন, তবে অবশ্যই জঙ্গিদেরকে ভালবাসতে শিখুন।

আসুন আমরা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর মোবারক বাণীর প্রতি একটু চোখ বুলিয়ে আসি যে, তিনি কি বলেছেন-

 عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - « تَضَمَّنَ اللَّهُ لِمَنْ خَرَجَ فِى سَبِيلِهِ لاَ يُخْرِجُهُ إِلاَّ جِهَادًا فِى سَبِيلِى وَإِيمَانًا بِى وَتَصْدِيقًا بِرُسُلِى فَهُوَ عَلَىَّ ضَامِنٌ أَنْ أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ أَرْجِعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِى خَرَجَ مِنْهُ نَائِلاً مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ . وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا مِنْ كَلْمٍ يُكْلَمُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ إِلاَّ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَهَيْئَتِهِ حِينَ كُلِمَ لَوْنُهُ لَوْنُ دَمٍ وَرِيحُهُ مِسْكٌ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْلاَ أَنْ يَشُقَّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مَا قَعَدْتُ خِلاَفَ سَرِيَّةٍ تَغْزُو فِى سَبِيلِ اللَّهِ أَبَدًا وَلَكِنْ لاَ أَجِدُ سَعَةً فَأَحْمِلَهُمْ وَلاَ يَجِدُونَ سَعَةً وَيَشُقُّ عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِّى وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوَدِدْتُ أَنِّى أَغْزُو فِى سَبِيلِ اللَّهِ فَأُقْتَلُ ثُمَّ أَغْزُو فَأُقْتَلُ ثُمَّ أَغْزُو فَأُقْتَلُ »

অর্থঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় বের হয়, (আল্লাহ তা'আলা বলেন) তার ঘর হতে বের হওয়ার কারণ (যদি) আমার রাস্তায় জিহাদ করা, আমার উপর ঈমান আনয়ন করা ও আমার রাসূলগণকে সত্য জানা ব্যতিত আর কিছু না হয়, (তবে) আমি তার ব্যপারে এ দায়িত্ব গ্রহণ করছি যে, তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবো, অথবা আমি তাকে সাওয়াব ও গণীমতসহ তার ঐ ঘরে ফিরিয়ে আনবো, যে ঘর থেকে সে বের হয়েছে ।(রাসূলুল্লাহ সাঃ) এরশাদ করেছেন- ঐ স্বত্তার কসম! যার হাতে মুহাম্মদ (সাঃ) এর প্রাণ! আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় যে যখম হয়, কেয়ামতের দিন সে এমন অবস্থায় আসবে যে, যেন আজই যখম হয়েছে, তার রং হবে রক্তের রং কিন্তু তার সুগন্ধি হবে মেশকের সুগন্ধি ।

 "কসম সেই সত্তার! যার হাতে মুহাম্মদ (সাঃ) এর প্রাণ, যদি মুসলমানদের কষ্টের আশংকা না হতো, তবে আমি কখনোই আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় গমণকারী কোন সৈনিকের সাথে শরীক না হয়ে পেছনে পড়ে থাকতাম না,,

কিন্তু আমার নিকট এরূপ সচ্ছলতা নেই যে, সমস্ত লোকের জন্য বাহণের ব্যবস্থা করি । আর না তাঁদের নিজেদের সামর্থ আছে । আর তাঁদের জন্য আমার সাথে যেতে না পারা খুবই কষ্টকর (একটি বিষয়) ।

 কসম সেই সত্তার! যার হাতে মুহাম্মদ (সাঃ) এর প্রাণ! আমার তো ইচ্ছে হয় যে, আমি আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় জিহাদ করি এবং শহীদ হয়ে যাই । অতপর আবার জিহাদ করি আবার শহীদ হয়ে যাই । অতপর আবার জিহাদ করি আবার শহীদ হয়ে যাই আশা করি উল্লেখিত হাদীসটিই পাঠকবৃন্দের তৃষ্ণার্ত হৃদয়কে তৃপ্ত করবে ।

দএবং জঙ্গিদের তথা মুজাহিদীনদের প্রতি সম্মানিত পাঠকবৃন্দের ভালবাসার অগ্নিকে প্রজ্জলন করতে যথেষ্ঠ সহায়ক হবে । আমীন!!

শাইখ আবু উমার আল-সাইফ
- রহিমাহুল্লাহ -

মুসলমানদের বিরুদ্ধে মিডিয়ার প্রোপাগান্ডা...

আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, তার সম্মানিত কিতাবে কলিমাকে পূর্ণরূপে বর্ণনা করা হয়ছে... ঘটনার সত্যতা ও বিধানে ইনসাফের ক্ষেত্রে। তাই আল্লাহর কিতাবকে আকড়ে ধরা প্রত্যেক মুসলিমের উপর আবশ্যক। এবং ভ্রষ্টদের আধিক্যের কারণে তারা যাতে ধোকা না খায়.... জমিনে যাদের পরিমাণ অধিক এবং তাদের চাকচিক্যময় চিন্তা ও চেতনার যাতে অনুসরণ না করে।

কারণ তারা সঠিক ইসলাম থেকে মুসলিমদেরকে ফিরিয়ে নেয়ার জন্যে সমস্ত মিডিয়া, মুনাফিক সাংবাদিক, ভ্রষ্ট লিখক ও ইসলামের কাঠিন্যতা সংস্কারের দাবীকারীসহ সবাইকে পূর্ণ ভাবে ব্যবহার করছে।

- মুযাহারাতুল মুসলিমিন আলাল কাফিরীন-

@an_noor

AL EMARAH

ABDUL MALEK AWLAKI
ADMIN · MAY 8 ,18

ইসলাম ও ইখওয়ান/ জামাতে ইসলামী সংঘাত যেখানে!!

ইখওয়ান/জামাতে ইসলামী ও সমমনা দলগুলো মাসলাহাত, আধুনিকায়ন ও বাস্তবমুখী হবার নাম করে ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন আক্বিদা ও মানহাজগত বিচ্যুতির স্বাভাবিকীকরন করেছে।

প্রয়োজন মতো শারীয়াহর নসের বিকৃতি ও ভুল ব্যাখ্যা করেছে, আর যখন তা যথেষ্ট হয় নি তখন বিভিন্ন বুদ্ধিজাত ব্যাখ্যা- বিশ্লেষন আর রেটোরিক দিয়ে যা জায়েজ করা দরকার তা জায়েজ করে নিয়েছে।

যখনই তাদের এসব কার্যক্রমকে শরীয়াহর মানদণ্ডে বিচার করার চেষ্টা করা হয়েছে তারা বিভিন্ন ভাবে তা এড়িয়ে গেছে। নিজেদের কল্পিত বুদ্ধিবৃত্তিক উৎকর্ষ, "হিকমাহ" আর মাসলাহাতের বুলি আওড়ে অভিযোগকারীকে বোকা, নির্বোধ, বাস্তবজ্ঞান ও কান্ডজ্ঞানহীন প্রমাণে সচেষ্ট হয়েছে।

কিন্তু বাস্তবতা হল বারবার এটাই প্রমাণিত হয়েছে যে ইখওয়ান ও তাদের সমমনা দলগুলো না ইসলাম অনুসরণ করছে আর না সঠিক ভাবে সেক্যুলার রাজনীতির ময়দানে খেলতে পারছে।

বরং তারা দুই ময়দানেই ব্যর্থ হচ্ছে, যদিও তারা মনে করছে তারাই সফল, তারাই হক্বপন্থী। বাস্তবতা থেকে দু চোখ বন্ধ করে রেখে তারা মনে করছে, তারাই সবচেয়ে ভালোভাবে বাস্তবতা বুঝেছে।

রাজনীতির নাম দিয়ে তারা শরীয়াহ অনেক আগেই ছেড়েছে, কিন্তু সেই রাজনীতির ময়দানেও তাদের দেখানোর মতো কোন অর্জনই নেই। বরং মিশর থেকে বাংলাদেশে তারা ক্রমাগত মার খাচ্ছে। বুদ্ধিবৃত্তিক উৎকর্ষতা নিয়ে গর্ব করা এই ঘরানার লোকেরা আদতে এক বুদ্ধিবৃত্তিক নর্দমায় পড়ে আছে। গড়াগড়ি খাচ্ছে। আর নর্দমার আবর্জনাকে মেশক মনে করছে।

ABDUL MALEK AWLAKI
ADMIN · MAY 8 ,18
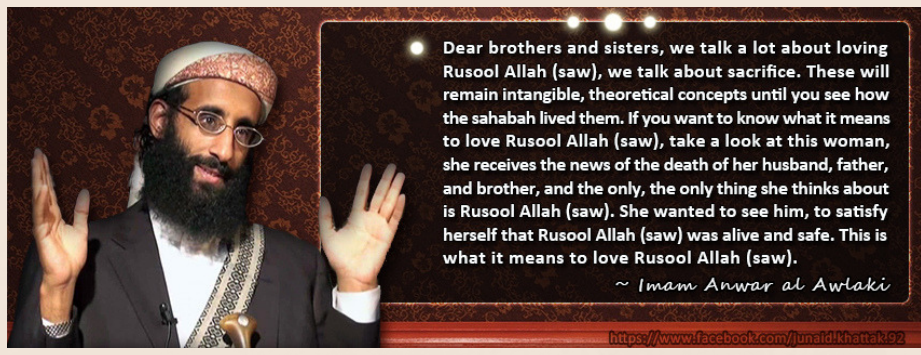
এক অন্ধকারের সুড়ঙ্গের গভীরে এই দল্গুলোর নীতিনির্ধারকেরা ঢুকে পড়েছে এবং আরো বেশি অন্ধকারের দিকে যাচ্ছে। আর যতোই তাদের বের হয়ে আসার জন্য বলা হচ্ছে, তারা গোঁ ধরে আরো দ্রুত অন্ধকারের দিকে ধাবিত হচ্ছে। আর সাথে সাথে লক্ষ লক্ষ নেতা-কর্মীকে নিয়ে যাচ্ছে।

অথচ দুনিয়া ও আখিরাত হারানো ছাড়া এই পথের আর কোন গন্তব্য নেই। বস্তুত ইখওয়ান ও জামাতে ইসলামির মতো দলের উচিৎ কিতাবুল্লাহর নিচের আয়াত নিয়ে গভীর ভাবে চিন্তা করা, এবং নিজেদের কর্মপদ্ধতি ও আক্বিদার পুনঃবিশ্লেষন করা –

আর ইয়াহূদী ও নাসারারা কখনো তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না, যতক্ষণ না তুমি তাদের মিল্লাতের অনুসরণ কর। বল, 'নিশ্চয় আল্লাহর হিদায়াতই হিদায়াত' আর যদি তুমি তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ কর তোমার কাছে যে জ্ঞান এসেছে তার পর, তাহলে আল্লাহর বিপরীতে তোমার কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী থাকবে না।
[আল বাক্বারা, ১২০]

আশা করি এই লিখাটি চিন্তাশীলদের জন্য উপকারি হবে ইনশা আল্লাহ।
আর ইখওয়ানি- জামাতি চিন্তা দ্বারা প্রভাবিত কিন্তু অন্ধ অনুসরণের রোগে আক্রান্ত নন, এমন ভাইরাও আশা করি লেখা থেকে উপকৃত হবেন।

ইসলাম ও ইখওয়ানঃ সংঘাত যেখানে

#শাইখ ডঃ তারিক আব্দুল হালিম

মোহাম্মদ বেলায়েত হোসেন নোয়াখালী
ADMIN · MAY 8 ,18

ছোট্ট একটি উপলব্ধি গণতন্ত্র এর ব্যাপারে
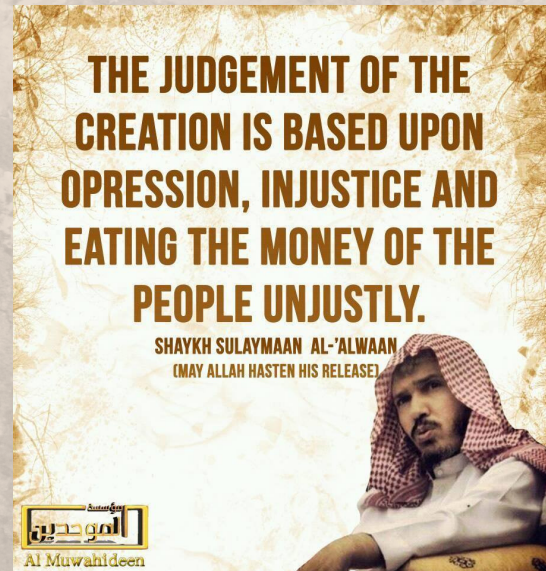
#গণতন্ত্র, #রাজতন্ত্র, #সমাজতন্ত্র হারাম।

গণতন্ত্র, রাজতন্ত্র, সমাজতন্ত্র করা মুসলমানদের জন্য হারাম ॥ মুসলমানদের কোশেশ করতে হবে খিলাফত আলা মিনহাজিন নুবুওয়াহ প্রতিষ্ঠার ।

↪#কুরআন শরীফ, হাদীছ শরীফ, ইজমা ও ক্বিয়াস বা ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে ভোট- নির্বাচন, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, রাজতন্ত্র তন্ত্রমন্ত্র সবই হারাম।
সমস্ত তন্ত্রমন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছে ইসলামের শত্রু ইহুদী, নাছারা, বেদ্বীন-বদদ্বীনরা। মুসলমানের দুশমন বেঈমান ইহুদী-নাছারার আইন নিয়ম-কানুন মুসলমানরা মানতে পারে না।
↪#মহান আল্লাহ পাক তিনি পবিত্র কুরআন শরীফ-এ ইরশাদ করেন-
"ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো ধর্ম বা নিয়ম কানুন যে তালাশ করে তার থেকে তা গ্রহণ করা হবে না এবং সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।"
এই আয়াত শরীফ দ্বারা প্রমাণিত হয়, কুফরী করা বা ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো ধর্ম বা তন্ত্রমন্ত্র পালন করা জায়িয নেই।
তাই বিশ্বের মুলমানদের উচিত হচ্ছে- হারাম গণতন্ত্র বা সব ধরনের তন্ত্রমন্ত্র ত্যাগ করে কুরআন শরীফ ও সুন্নাহ শরীফ-এর আলোকে খিলাফত আলা মিন হাজিন নবুওওয়াহ প্রতিষ্ঠা করার কোশেশ করা।
↪#_ মহান আল্লাহ পাক তিনি পবিত্র কুরআন শরীফ-এ ইরশাদ করেন,
"মহান আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীন তিনি ওয়াদা দিচ্ছেন যে, উনার বান্দাগণের মধ্যে থেকে যারা ঈমান আনবেন এবং আমলে ছালেহ করবেন মহান আল্লাহ পাক তিনি অবশ্যই উনাদেরকে যমীনে খিলাফত দান করবেন।" (সূরা নূর : আয়াত ৫৫)
✐এই আয়াত শরীফ-এ মহান আল্লাহ পাক তিনি ওয়াদা দিয়েছেন যারা ঈমান আনবে আমলে ছালেহ করবে তাদেকে মহান আল্লাহ পাক তিনি খিলাফত দান করবেন।
✴তাই মুসলমানদের জন্য ফরয-ওয়াজিব হচ্ছে- সব হারাম তন্ত্রমন্ত্র বা গণতন্ত্র ছেড়ে খিলাফত আলা মিনহাজিন নুবুওয়াহর জন্য চেস্টা করা।

মোহাম্মদ বেলায়েত হোসেন নোয়াখালী
Admin · May 3 ,18

#সালাহউদ্দিন (রহঃ) এর যুগের কিছু আলেম –
#ইমাম আনোয়ার আল আওলাকি (রহঃ)

#_ সালাহউদ্দিন আইয়ুবি (রহঃ) এর সময়ে তিনি একবার তাঁর সৈন্যবাহিনীর জন্য সেচ্ছাসেবক আহ্বান করলেন। এবং এতে কিছু আলেম ও তাদের ছাত্ররা যোগ দেন। এরপর খবর ছড়িয়ে পড়লো যে ক্রুসেডাররা সমগ্র ইউরোপ থেকে সৈন্যসমাবেশ করেছে। সে যুগের তিন শ্রেষ্ঠ রাজা রিচার্ড দি লায়ন হার্ট, ফ্রান্সের রাজা ফিলিপ ও জার্মানির রাজা ফ্রেডরিকের নেতৃত্বে তিনটি বৃহৎ সৈন্যবাহিনী ছিল।
#শুধু ফ্রেডরিকের সৈন্য সংখ্যাই ছিল ৩ লক্ষ। তাই যখন সেই আলেমরা এটি জানতে পারলেন তারা তখন মুসলিম বাহিনী ছেড়ে চলে গেলেন। সেই আলেমরা জানতেন যে তাদের উচিত যুদ্ধ করা, এই ব্যপারে ইসলামের হুকুম কি তা তাদের জানা ছিলো। কিন্তু শুধুমাত্র হুকুম জানা মানে এই নয় যে তারা লড়াই করবে।
#আল্লাহ বলেন,
“এবং (হে রাসুল!) তাদেরকে সেই ব্যক্তির ঘটনা পড়ে শোনাও, যাকে আমি আমার নিদর্শন দিয়েছিলাম, কিন্তু সে তা সম্পূর্ণ বর্জন করে। ফলে শয়তান তার পিছু নেয়। পরিণামে সে পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যায়।

আমি ইচ্ছা করলে সেই আয়াত সমূহের বদৌলতে তাকে উচ্চ মর্যাদা দান করতাম। কিন্তু সে তো দুনিয়ার দিকেই ঝুঁকে পড়ল এবং নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করল। সুতরাং তার দৃষ্টান্ত ঐ কুকুরের মত হয়ে গেল, যার উপর তুমি হামলা করলেও সে জিহ্বা বের করে হাঁপাতে থাকবে আর তাকে ছেড়ে দিলেও জিহ্বা বের করে হাঁপাবে। এই হল যে সব লোক আমার আয়াতসমুহ প্রত্যাখ্যান করে তাদের দৃষ্টান্ত। সুতরাং তুমি তাদেরকে এসব ঘটনা শোনাতে থাক, যাতে তারা কিছুটা চিন্তা করে”। (সুরা- আ’রাফঃ ১৭৫-১৭৬)

#এটি হচ্ছে একজন আলেমের ঘটনা যিনি হুকুম জানতেন কিন্তু তা মেনে চলতেন না। কেন? আল্লাহ বলেন, “কিন্তু সে তো দুনিয়ার দিকেই ঝুঁকে পড়ল এবং নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করল।”

#_ আল্লাহ তাকে কুকুর বলে সম্বোধন করেছেন। সুতরাং, শুধু ইলম থাকা বেঁচে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়, যে অনুযায়ী আমল করতে হবে। অনেক মানুষ এই বলে অবস্থান নেয় যে সেখানে কিছু করার জন্য ফতওয়া নেই, তাই তারা তা করবে না। এটি তোমাকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাবে না।

যদি তুমি জানো এটিই সত্য, আলেমরা এটি করেছেন নাকি করেননি সেটি আগ্রায্য করে তোমাকে অবশ্যই এটি করতে হবে।

আমাদের পরিচয় নিঃশেষ করে দিলো অভিসপ্ত জাতীয়তাবাদ

প্রিয় উপস্থিতি! আমাদের ইতিহাস গৌরব- উজ্জল ইতিহাস। আমাদের ইতিহাস বিজয়ের ইতিহাস। আমারা পুরো মুসলিম উম্মাহ্ ছিলাম এক ও অভিন্ন জাতি। অভিন্ন ভূখন্ডের মাঝেই আমরা ঐক্যবধ্য ছিলাম। আমরা কখনোই ভিন্ন ভিন্ন পরিচয়ে বিভক্ত ছিলাম না।

আমাদের পতাকার মাঝেও কোন ভিন্নতা ছিল না। আমাদের ছিল এক পতাকা। আমাদের পারাস্পরিক বন্ধন ছিল সীসাঢালা প্রাচীরের মত।

আমাদের সম্পর্কে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, "এক মুমিন অপর মুমিনের জন্য প্রচীরের মত। যার এক অংশ অপর অংশকে শক্তিশালী করে।"

আমাদের কেউ নির্যাতিত হলে আমরা সকলেই একসাথে শত্রুর উপর ঝাপিয়ে পরতাম। আমাদের একজনের যখমে আমরা সকলেই জর্জরিত হতাম। একজনের ব্যাথায় সবাই ব্যথিত হতাম।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের পরিচয় দিয়েছেন, "আমরা হলাম এক ব্যক্তির ন্যায়। আমরা হলাম এক দেহের ন্যায়।"

আমরা কারো এঁকে দেয়া নির্দিষ্ট সীমানার মাঝে সীমাবদ্ধ ছিলাম না। কোন কাঁটা তারের বেষ্টনী আমাদের মাঝে প্রতিবন্ধক ছিল না।

মহান আল্লাহ্ তা'য়ালা! আমাদেরকে আদেশ করছেন, "আর তোমরা সকলেই আল্লাহর রুজ্জুকে সুদৃঢ় ভাবে ধারন কর। পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইও না।"

আর আমরা মহান রবের এই আদেশ মতই এক রুজ্জুকে শক্তভাবে আকড়ে ছিলাম। তাওহীদের পতাকাতলে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ ছিলাম। রাসূল সাঃ এর আদর্শ ও সুন্নাহ্ ছিল আমাদের সভ্যতা সাংস্কৃতি, আমাদের ফ্যাসন আর স্টাইল। আমরা আঞ্চলিক কোন রীতি-রেওয়াজের অন্ধ ছিলাম না।

আমরা এই আয়াতের যথাযথ অনুসরন করতাম, "রাসূল তোমাদের যা দেন তা তোমরা গ্রহন কর এবং যা নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক।"

আমরা ছিলাম এক আমীরের নেতৃত্বে নির্ভিক দুঃসাহসী এক কাফেলা। কেউ আমাদের মা-বোনদের সম্ভম হানী করবে তা তো দূরের কথা আমাদের দিকে আঙ্গুল তুলার পর্যন্ত সাহস করত না।
কিন্তু আজ! কেন আজ আমাদের এই অবস্থ? কেন আমাদের এত রক্তক্ষরন? মা-বোনদের এত করুন আত্মচিৎকার! আজ কি আমাদের পরিচয়?

হে উম্মাহ শুনো! কেন আমাদের আজ এই দশা? সেই শুরু থেকেই আমাদের সুদৃঢ় ঐক্যের মাঝে চির ধারনের জন্য কুচক্রী কাফের আর মুনাফিকেরা সবসময় অপপ্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছিল। ধীরে ধীরে তারা না না অপকৌশল চালিয়ে আমাদের সর্বশেষ ঐক্যের নিশানা খেলাফতে ওসমানীয়া কে ধ্বংস করে ফেললো। আর তারা তা ঠিক তখনি করতে পেরেছিল যখন আমরা নিজেরাই আমাদের বিজয়ের পথ থেকে সরে পড়েছিলাম। দুনিয়ার মোহে আচ্ছন্ন হয়ে নিজেদের অস্তিত্ব নিজেরাই ভুলে গিয়েছিলাম।

এরপর এই উম্মাহকে তারা একে একে ৫৭টি রাষ্ট্রে পরিনত করল। কুচক্রী কাফিরেরা শুধু আমাদের পৃথক করেই ক্ষান্ত হয়নি, তারা আমাদের পরস্পরের মধ্যে বিভিন্ন আয়তনের সীমানা একে দিল। আমাদেরকে ৫৭ টি ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত করল।

আমরা হয়ে পড়লাম কেউ মিশরী, কেউ লেবাননী, কেউ পাকিস্তানী, কেউ বাংলাদেশী। আর আমাদের হাতে ধরিয়ে দেয়া হল বিভিন্ন রং এর পতাকা। কারো লাল-সবুজ, কারো সাদা-লালা-সবুজ, কারো চাঁদ-তারা এমন রং বেরং এর তামাশা!

#আল_ আকসা মুক্ত করার জন্য মূলতঃ কারা কাজ করছে? (একটি পর্যালোচনা)

.

ইসরায়েল নামক দখলদার ও অবৈধ রাষ্ট্রটির জন্মলগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামরিক সার্বিক দিক থেকে আমেরিকা যেভাবে এটিকে সুরক্ষা করে যাচ্ছে, তাতে পৃথিবীর প্রত্যেক সুস্থ-সজ্ঞান মানুষের কাছে এটি মেঘমুক্ত আকাশে মধ্য দিনের আলোর চেয়েও সুস্পষ্ট যে, যতক্ষণ পর্যন্ত ইসরায়েলকে নিরাপত্তা দেওয়ার মতো শক্তি-সামর্থ আমেরিকার অবশিষ্ট থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের ফিলিস্তিন, আমাদের আল-আকসা মুক্ত হবে না।

.

এমনকি প্রয়োজনে পুরো দুনিয়ার বিরুদ্ধে গিয়েও আমেরিকা ইসরায়েলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে,যার প্রকৃষ্ট প্রমাণ সাম্প্রতিক জাতিসঙ্ঘ নামক কুফফার সংঘের সাধারণ পরিষদে ট্রাম্প কর্তৃক জেরুজালেমকে ইসরায়েলের রাজধানী ঘোষণার বিরুদ্ধে প্রস্তাব পাস হওয়ার প্রেক্ষাপটে আমেরিকার অবস্থান এবং পদক্ষেপ।

.

মূলতঃ ইসরায়েল হচ্ছে আমেরিকার একটি সামরিক ঘাঁটি। সুতরাং আমেরিকার শক্তি খর্ব এবং আমেরিকাকে দূর্বল করা ব্যতীত যারা ফিলিস্তিনকে মুক্ত করার কথা বলছে, তারা হয় বেকুব নতুবা প্রতারক।

.

মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর যেসব শাসক ও নেতারা মুসলিমদেরকে এই দিবাস্বপ্ন দেখাচ্ছে যে, ওআইসি আর জাতিসঙ্ঘের বিভিন্ন প্রস্তাব পাশ, নিন্দা জানানো ও ভোটাভুটির মাধ্যমে ফিলিস্তিন উদ্ধার হবে, তাদেরকে আমি মোটেও বোকা বলতে পারি না বরং তারা যে প্রতারক, এ ব্যাপারে কোনো সংশয় নেই।

.

আমেরিকা তার সর্বশেষ গুলি দিয়ে হলেও ইসরায়েলকে নিরাপত্তা দিয়ে যাবে।

.

সুতরাং ইসরায়েলের দখল থেকে ফিলিস্তিন ও আল-আকসা উদ্ধার করার মানে হচ্ছে আমেরিকাকে পরাজিত করা, আমেরিকাকে আটলান্টিকের ওপারে তার নিজ ভূখণ্ডে তথা তার খোলসে ঢুকতে বাধ্য করা।

.

মুসলিম নামধারী শাসকগোষ্ঠীর মিলনমেলা এই মেরুদণ্ডহীন ওআইসি কিংবা জাতিসঙ্ঘ নামক কুফফার সংঘের এসব রাষ্ট্র কী কখনো ফিলিস্তিন ও আল-আকসা উদ্ধারের জন্য আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে কিংবা করতে সক্ষম?

.

না, কষ্মিনকালেও না।

তাহলে কীভাবে ফিলিস্তিন,জেরুজালেম, আল-আকসা উদ্ধার হবে! আমেরিকা ধ্বংস হওয়া ব্যতীত কিছুতেই ইসরায়েল ছেড়ে যাবে না।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আমেরিকাকে অর্থনৈতিক ও সামরিক দিক থেকে দুনিয়াতে কারা দূর্বল করছে?

যারা দূর্বল করছে, যারা আমেরিকার মেরুদণ্ডে আঘাত করছে, তারাই মূলতঃ ফিলিস্তিন উদ্ধারের লক্ষ্যে কাজ করছে।

.

যারা আমেরিকাকে (ওয়্যার অন টেরর তথা জিহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে) বিগত ১৬ বছর ধরে প্রতিদিন গড়ে ২৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার খরচ করিয়ে আমেরিকাকে অর্থনৈতিকভাবে চরমভাবে দূর্বল করে যাচ্ছে, যারা আমেরিকাকে হাজার হাজার সৈন্যের লাশ উপহার দিয়েছে, ফলে আমেরিকা আজ কোথাও এককভাবে নিজেদের সৈন্য পাঠাচ্ছে না। যারা গোটা দুনিয়াজুড়ে আমেরিকা ও তার দোসরদের বিরুদ্ধে এক চরম অসম লড়াই চালিয়ে আমেরিকা ও তার দোসরদের ঘুম হারাম করে যাচ্ছে এবং আল্লাহর অফুরন্ত রহমত ও বরকতময় ইচ্ছায় দিন দিন আরো শক্তিশালী হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে, তারাই আমাদের ফিলিস্তিন এবং আল-আকসাকে উদ্ধারের লক্ষ্যে কাজ করছে।

.

আলহামদুলিল্লাহ, উম্মাহর সেই মহানায়কেরাই আমেরিকা ও পৃথিবীর নতুন ইতিহাস তৈরির কারিগর। খোরাসান থেকে বের হওয়া তালিবান ও আল-কায়েদার সেই জামা'আত আজ দুনিয়াব্যাপী আমেরিকা ও তার দোসরদের মস্তক অবনত করার এক চূড়ান্ত লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়েছে।

.

তালিবান, আল-কায়েদার এই আত-ত্বয়িফাতুল মানসূরাহ তথা আল্লাহর সাহায্যপ্রাপ্ত জামা'আত ফিলিস্তিনের এক ইঞ্চি ভূমিও অভিশপ্ত ইহুদী ও তাদের দোসর নাসারাদের জন্য ছেড়ে দিবে না বি-ইযনিল্লাহ।

.

এই মানহাজেরই এক মহান সিংহ শাইখ আবু মুস'আব আয-যারক্বাওয়ী রাহিঃ ইরাকে আমেরিকার বিরুদ্ধে জিহাদের সময় বলেছিলেন,

نحن نقاتل في العراق ولكن عيوننا إلى بيت المقدس

অর্থাৎ "আমরা ইরাকে জিহাদ করছি কিন্তু আমাদের দৃষ্টি আকসার দিকে।"

এই মানহাজের মুজাদ্দিদ শাইখ উসামা বিন লাদেন রাহঃ ফিলিস্তিনের মুসলিমদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন,

إلى إخواننا في فلسطين نقول لهم: إن دماء أبنائكم هي دماء أبنائنا، وإن دمائكم دماؤنا، فالدم الدم، والهدم الهدم، ونشهد الله العظيم أننا لن نخذلكم حتى يتم النصر أو نذوق ما" "ذاق حمزة بن عبد المطلب، رضي الله عنه

অর্থঃ "ফিলিস্তিনে আমাদের ভাইদের প্রতি! আমরা তাদের উদ্দেশ্যে বলছি, নিশ্চয়ই আপনাদের সন্তানদের রক্ত মূলতঃ আমাদের সন্তানদের রক্ত। রক্ত রক্তই, আর ধ্বংস ধ্বংসই (রক্তের বদলে রক্ত,ধ্বংসের বদলে ধ্বংস) আর আপনাদের রক্ত মূলতঃ আমাদের রক্ত। সুমহান আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছি, আমরা কখনো আপনাদেরকে লাঞ্ছিত করবো না। যতক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ বিজয় সম্পন্ন না হবে অথবা আমরা সেই স্বাদ আস্বাদন করবো, যা করেছিলেন হামজা ইবনে আব্দুল মুত্তালিব রাঃ।"

.

মোহাম্মদ বেলায়েত হোসেন নোয়াখালী

ADMIN ·16 MAY,18

শাইখ উসামা বিন লাদেন রাহঃ আরো বলেছেন,

"أقسم بالله العظيم الذي رفع السماء بلا عمد، لن تحلم أمريكا ولا من يعيش في أمريكا بالأمن قبل أن نعيشه واقعا في فلسطين، وقبل أن تخرج جميع الجيوش الكافرة من أرض محمد صلى الله عليه وسلم".

অর্থঃ "সেই মহান আল্লাহর নামে কসম করছি, যিনি আকাশকে খুটি বিহীন সুউচ্চে স্থাপন করেছেন। আমেরিকা এবং আমেরিকার অধিবাসীরা কিছুতেই শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে বাস করার স্বপ্ন দেখতে পারে না, যে পর্যন্ত না আমরা (মুসলিমরা) ফিলিস্তিনে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে না পারবো এবং যে পর্যন্ত না মুহাম্মদ সাঃ এর ভূমি থেকে সকল কাফির সৈন্যবাহিনী বের না হবে।"

.

অন্যদিকে আমেরিকাকে সামরিক ও অর্থনৈতিকভাবে সহযোগিতাকারী প্রত্যেক ব্যক্তি,সরকার, সেনাবাহিনী, সংগঠন এবং রাষ্ট্র মূলতঃ ফিলিস্তিন ও আল-আকসাকে ইসরায়েলের দখলে থাকার জন্য সরাসরি সহযোগিতা করছে।

.

কিন্তু কী সেলুকাস! কী বিচিত্র এই দুনিয়া! যেই তুরস্ক ও এরদোগানের বাহিনী আমেরিকার নেতৃত্বে ন্যাটোর অধীনে আফগানিস্তানে ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধ করছে, যেই তুরস্ক আমেরিকাকে 'ইনসারলিংক' নামক সুবৃহৎ বিমানঘাঁটি প্রদান করে ইরাক-সিরিয়ায় সরাসরি মুসলিম হত্যা করছে এবং আমেরিকার হাতকে শক্তিশালী করছে!

.

যেই তুরস্ক সোমালিয়াতে আমেরিকা ও জাতিসঙ্ঘের মদদপুষ্ট দালাল-মুরতাদ বাহিনীকে সামরিক ও অর্থনৈতিকভাবে সরাসরি সহায়তা আমেরিকার বিরাট খেদমতে নিয়োজিত আছে, যেই তুরস্ক গতবছর ইসরায়েলে আগুন লাগার পর তা নিভানোর জন্য বিমান পাঠিয়েছিলো!

.

যেই সৌদি আরব তার দেশে আমেরিকাকে সামরিক ঘাঁটি দেওয়া থেকে শুরু করে গোটা দুনিয়াতে আমেরিকার অপরিসীম সেবায় নিয়োজিত রয়েছে! যেই সৌদি আরব আমেরিকার সাথে মিলে ইয়েমেনে আল-কায়েদার মুজাহিদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে যাচ্ছে।

.

যেই ইরান ইসলামের চরম দুশমন নাস্তিক্যবাদী রাশিয়ার সাথে মিলে সিরিয়া-ইরাক-ইয়েমেন-লেবান-ইরানে সুন্নী মুসলিমদেরকে নির্বিচার হত্যা করে যাচ্ছে!

যেই কাতার মধ্যপ্রাচ্যে আমেরিকাকে তার সর্ববৃহৎ বিমানঘাঁটি করার সুযোগ করে দিয়েছে!

.

যেই পাকিস্তান আমেরিকার পক্ষে গ্রাউন্ড ফোর্স হয়ে পাকিস্তানের পাহাড়ি এলাকায় (ওয়াজিরিস্তান, সোয়াত, মীর আলী সহ পুরো খাইবার পাখতুনখাওয়া প্রদেশে) মুসলিমদেরকে নির্বিচারে হত্যা ও নির্যাতন করে যাচ্ছে। আমেরিকার হয়ে জিহাদ ও মুজাহিদদের বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধ করে যাচ্ছে।

.

সেই তুরস্ক ও এরদোগান, সেই সৌদি আরব, সেই ইরান, সেই কাতার, সেই পাকিস্তান এবং ওআইসি নামক অথর্ব এক সংস্থা কর্তৃক 'জেরুজালেম' কে ফিলিস্তিনের রাজধানী ঘোষণা সম্ভবতঃ হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ উপহাস ছাড়া আর কিছুই নয়।

.

এরচেয়ে উপহাস ও প্রতারণা আর কী হতে পারে, যেসব দেশের শাসকেরা আমেরিকাকে বিভিন্নভাবে সরাসরি সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতা করছে, যারা আমেরিকার এজেন্ডা বাস্তবায়ন করছে, যারা আমেরিকার গ্রাউন্ড ফোর্সের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে দুনিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে মুজাহিদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে যাচ্ছে, তারাই আবার ফিলিস্তিন ও আকসার জন্য মায়াকান্না দেখাচ্ছে।

.

শুধু হাজার বছর নয় বরং সম্ভবতঃ এটি মানবেতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ উপহাসের অন্যতম।

মানুষের আকল ও বিবেকের সাথে কতটা নির্মম পরিহাস যে, যেসব লোকেরা দুনিয়াজুড়ে আমেরিকার ইসলামবিরোধী যুদ্ধের ঘনিষ্ঠ সহযোগী, যারা দুনিয়াজুড়ে আমেরিকার ঘনিষ্ঠ সেবক ও সেবাদাস, সেই তাদেরকেই আবার ফিলিস্তিন ও আল-আকসা উদ্ধারে উম্মাহর নেতা ভাবা হচ্ছে!

.

বিপরীতে উম্মাহর যেসব সিংহরা আল্লাহর ইচ্ছায় দুনিয়াজুড়ে আমেরিকা ও তার দোসরদের পরাজয়ের স্বাদ আস্বাদন করিয়ে যাচ্ছে, আমেরিকার অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড গুঁড়িয়ে দিচ্ছে, আমেরিকান সৈন্যদের অন্তরাত্মায় ত্রাসের সঞ্চার ঘটাচ্ছে, উম্মাহকে সেই সোনালী দিনের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে, দুনিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে তাদের নিয়ন্ত্রণে থাকা ভূমিগুলো আল্লাহর শরী আহ দিয়ে পরিচালনা করছে, আমেরিকা ও তার দোসরদের বিরুদ্ধে পবিত্র ও বরকতময় জিহাদে রক্তের নদী উপহার দিচ্ছে, সেই মহান ব্যক্তিদেরকে আমেরিকার সৃষ্টি,আমেরিকার তৈরি ইত্যাদি আখ্যা দেওয়া হচ্ছে!!!

.

সেসব মানুষেরা কী তাদের আকল,বিবেক সবকিছু হারিয়ে ফেলেছে?

.

হায় আফসোস! মানুষ যখন তার হৃদয় দিয়ে সত্যকে অনুধাবন করতে সক্ষম হয় না, মানুষ যখন তার চোখ দিয়ে সত্যকে দেখতে সক্ষম হয় না, মানুষ যখন তার কর্ণ দিয়ে সত্যকে শ্রবণ করতে সক্ষম হয় না, আল্লাহ তা আলা পবিত্র কুরআনে মানুষের এই অবস্থাকে চতুষ্পদ জন্তুর অনুরুপ বরং তার চেয়েও নিকৃষ্টতর আখ্যা দিয়েছেন (সূরাহ আ রাফ-১৭৯ দ্রষ্টব্য)।

.

মানুষ কী তাহলে পশুর মতো বোধশক্তিহীন হয়ে গেছে?

সুবহানাল্লাহ! উম্মাহর এক বিরাট অংশ কী চরম মাত্রায় চিন্তার বৈকল্যের শিকার।

.

উম্মাহ চিন্তার বদ্ধাত্ব ও বৈকল্য থেকে বের হয়ে আল-আকসার দোস্ত-দুশমন চিনে সে অনুসারে আল-ওয়ালা ওয়াল-বারা র আকীদার ভিত্তিতে আল-আকসার সহযোগিতায় অগ্রসর হোক, এই কামনা করছি।

.

আল্লাহ তা আলা আমাদের সকলকে আল-আকসা মুক্ত করার বাস্তব পদক্ষেপের সাথে যুক্ত থেকে আল-আকসা মুক্ত করার সৈনিক হিসেবে কবুল করুন।

আমীন, ইয়া রব্বাল' আলামীন।

.

পোস্ট লেখার তারিখঃ ০২ জানুয়ারি ২০১৮

কালেট.........Zamil hasan

.Mir Rakesh
New
Member ·
16 may,18

তাহলে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ হবে কাদের মাঝে? !

এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন। এর উত্তর জানা থাকা প্রতিটা মুসলমানের জন্য পরিস্থিতি বিবেচনায় কর্তব্য বলে মনে করছি। উপরের কথাগুলোতে আশা করি একটু হলেও স্পষ্ট হয়েছে যে কুফফার রাষ্ট্রগুলোর নিজেদের মাঝে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হবে না। মূলত তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ যার সূচনাপর্ব ইতিপূর্বেই শুরু হয়ে গেছে তা সংঘটিত হবে ইসলাম ও কুফরের অনুসারীদের মাঝে। আর বর্তমান বাস্তবতায় এ বিষয়টি সুস্পষ্ট। ইসলামের অনুসারীদেরকে আজ সারাবিশ্বের কুফরী শক্তিগুলো মিলে হত্যা করছে। মুসলিমদের ব্যাপারে বিশ্বের প্রতিটা রাষ্ট্রই আজ কঠোরনীতি অবলম্বন করে চলছে। এমনকি তথাকথিত মুসলিমরাষ্ট্রগুলোও মুসলিমদের ইমান- আমল, জান- মালের অপূরণীয় ক্ষতি সাধন করে যাচ্ছে। এই যুদ্ধটি একটি বিস্তৃত যুদ্ধ। যেখানেই ইসলাম ও মুসলিম আছে সেখানেই এই যুদ্ধের উত্তাপ ছড়িয়ে পড়ছে। যদিও, যুদ্ধটি এখনো কিছুটা একমুখী। কুফফার জাতিরাই মুসলিমদেরকে হত্যা করে যাচ্ছে। তবুও, এটাই হাদিসে উদ্ধৃত বিশ্বযুদ্ধের দিকে মোড় নিবে ইনশাআল্লাহ। আফগানিস্তান, সোমালিয়াসহ সারাবিশ্বে মুজাহিদীনের কার্যক্রম এটিই প্রমাণ করে। এই যুদ্ধটিকে বিশ্বযুদ্ধ বলার কারণ হলো এটিতে কেবল অধিকাংশ নয় বরং সমগ্র বিশ্বের মানুষের স্বার্থ জড়িত। এমনকি, এই যুদ্ধে কেবলই স্বার্থ জড়িত এমনটিও নয় বরং বিশ্বের প্রতিটা লোকই এই যুদ্ধে কোনো না কোনোভাবে জড়িত। বিশ্বের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত এই যুদ্ধের উত্তাপ ছড়িয়ে পড়ছে।

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

عن عبد الله بن عمرو قال: ملاحم الناس خمس، فثنتان قد مضتا ، وثلاث في هذه الأمة (1): ملحمة الترك، (2) وملحمة الروم، (3) وملحمة الدجال، ليس بعد الدجال ملحمة. (الفتن نعيم ابن حماد، ج: 2 ص: 548 ، السنن الواردة في الفتن) جميع رواة الحديث ثقاف، الا ان ابا المغيرة القواس فمجهول.

অনুবাদ: আব্দুল্লাহ বিন আমর (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন- (পৃথিবীর সূচনালগ্ন থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত) সর্বমোট পাঁচটি বিশ্বযুদ্ধ রয়েছে। তন্মধ্যে দুটি পূর্বে অতিবাহিত হয়ে গেছে, আর বাকি তিনটি এই উম্মতের যামানায় হবে। এক- তুরস্কের বিশ্বযুদ্ধ। দুই- রোমকদের সাথে বিশ্বযুদ্ধ। তিন- দাজ্জালের বিরুদ্ধে বিশ্বযুদ্ধ। দাজ্জালের পরে আর কোন বিশ্বযুদ্ধ নেই।

এই উম্মতের সর্বশেষ যুদ্ধ হবে দাজ্জালের বিরুদ্ধে। আর সেই যুদ্ধটিকে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিশ্বযুদ্ধ বলেছেন। সেই বিশ্বযুদ্ধ নিকটবর্তী, তবে তা কুফর এবং কুফরের মাঝে না বরং ঈমান এবং কুফরের মাঝে সংঘটিত হবে

#হে_ যুবক_ শুনো "
আমরা আর কত ঘরে বসে থাকবো। আমরা আর কত নিজেদের রক্ত দেখবো। আমাদের শরির থেকে আর কত রক্ত ঝরবে।কত রক্তের বন্যায় আর আমরা সাতার্ঁ কাটবো । আজকে আমাদের কে হত্যা করা হচ্ছে
আজকে আমাদের কে হত্যা করা হচ্ছে ফিলিস্তিনে।
আজকে আমাদের কে হত্যা করা হচ্ছে আফগানে।
আজকে আমাদের কে হত্যা করা হচ্ছে বার্মায়।
আজকে আমাদের কে হত্যা করা হচ্চে কাস্মিরে
আজকে আমাদের কে হত্যা করা হচ্ছে বাগদাদে।
আজকে আমাদের কে হত্যা করা হচ্ছে চেচনিয়ায়।

-হে ঈমানদারগণ, তোমরা যখন কাফেরদের
সাথে মুখোমুখী হবে, তখন পশ্চাদপসরণ
করবে না।(সূরা আনফালঃ১৫)

আজকে আমার ফিলিস্তিনী অসহায় ভাইয়েরা অস্ত্রের বদলে ইটপাটকেল নিয়ে যুদ্ধ করছে।
আজকে আমার শত শত ফিলিস্তিনী ভাই কে হত্যা করছে । আজকে আমার শত শত বোন কে তাদের শরির থেকে বোরকা টেনে ছিড়ে হত্যা করছে। আজ আমাদের শরিরের রক্তে কোন আঘাত লাগেনা ।
আজ আমাদের শরিরে আঘাত লাগে আমেরিকায় কিছু হলে
আজ আমার শরিরে আঘাত লাগে বৃটেনের কিছু হলে।
আজ আমার শরিরে আঘাত লাগে যুক্তরাজ্যের কিছু হলে
আজ আমার শরিরে আঘাত লাগে ফ্রান্সের কিছু হলে
আজ আমার শরিরে আঘাত লাগে ভারত ক্রিকেটে হারে গেলে।
আজ আমার শরিরে আঘাত লাগে শ্রিলংকা ক্রিকেটে হেরে গেল,

হে আমার ভাইয়েরা আমাদের কি হলো।
আমাদের কি হলো।
হে আমার বোনেরা তোমাদের কি হলো ।
আমরা কেন ভয় পেয়ে গিয়েছি।
অথচ আল্লাহ আমাদের বিজয়ের ব্যাপারে ওয়াদা করেছেন।
-হে নবী, আপনি মুসলমানগণকে উৎসাহিত
করুন জেহাদের জন্য। তোমাদের
মধ্যে যদি বিশ জন দৃঢ়পদ ব্যক্তি থাকে,
তবে জয়ী হবে দু'শর মোকাবেলায়। আর
যদি তোমাদের মধ্যে থাকে একশ লোক,
তবে জয়ী হবে হাজার কাফেরের উপর
থেকে তার কারণ ওরা জ্ঞানহীন।
(সূরা আনফালঃ৬৫)
=================

আজ আমাদের জিহাদের কথা শুনলে বুক কেপে উঠে।
আজ জিহাদের কথা শুনলে পা পিছিয়ে যায়।
আজ আমাদের জিহাদের কথা শুনলে বুক ধরফর করে,,,,
আর যুদ্ধ কর ওদের সাথে,আল্লাহ তোমাদের হস্তে তাদের শাস্তি দেবেন। তাদের লাঞ্ছিত করবেন,তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের জয়ী করবেন,এবং মুসলমানদের অন্তরসমূহ শান্ত করবেন। (সূরা তওবা :১৪।

অতএব : এজিবনের কোন মূল্য যদি ঘরে বসে বিছানায় ধুকে ধুকে মরতে হয়।

কালেক্ট.......*Mufti Bineamin Al Madani*

অচেনা মুসাফির
New Member
May 14,18

পর্বঃ ০১

The Dust Will Never Settle Down

রাসুল (সা) কে অবমাননার শাস্তি

আমি অভিশপ্ত শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে মহান আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই। পরম করুণাময় এবং অসীম দয়াময় মহান আল্লাহর নামে শুরু করছি।

.

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের এর জন্য সকল প্রশংসা। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ (সা), তাঁর সাহাবাগণ (রা) এর প্রতি এবং কিয়ামত পর্যন্ত আগত তাঁর অনুসারী সকল মু'মিন ভাই ও বোনদের প্রতি।

.

আমার প্রিয় ভাই ও বোনেরা!

.

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। আমরা আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করছি, তিনি যেন উপকারী ইলমকে আমাদের সকলের জন্য সহজবোধ্য,আমলযোগ্য করে দেন এবং এর থেকে আমাদের সবাইকে উপকৃত হওয়ার তৌফিক দান করেন।

.

কুরআন নাযিলের ব্যাপারে কাফিরদের উক্তি তুলে ধরে মহামহিমান্বিত আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কোরআনে বলেনঃ

.

"তারা বলতো যে, এই কোরআন কেন দু'টো জনপদের কোন প্রভাবশালী ব্যক্তির উপর নাযিল হলো না?" (সূরাঃ যুখরুফ, আয়াতঃ ৩১)

.

এটি কুরআনের একটু আয়াত যেখানে কাফিররা মক্কা ও তায়েফের কথা উল্লেখ করে এই প্রসঙ্গ তুলেছে। কুফফাররা নবুওয়তের জন্য দু'জনকে মনোনীত করেছিল। আর এ কারণেই তাদের মধ্যে কিছু লোক মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে নবী হিসেবে মানতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল। কিন্তু সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালা বলেনঃ
"আল্লাহ্ তা'য়ালা ভালো করেই জানেন তাঁর রিসালাত তিনি কোথায় রাখবেন।" (সূরাঃ আন'আম, আয়াতঃ ১২৪)

.

যাই হোক, কুফফাররা যাদেরকে মনোনীত করেছিল, তাদেরই একজন হচ্ছে উরওয়া বিন মাসুদ আস সাকাফী, যে তায়েফের অধিবাসী ছিল। অনেক দিন পর মক্কাবাসীরা উরওয়া বিন মাসুদ আস সাকাফীকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে একটি শান্তি আলোচনার প্রস্তাব দিয়ে পাঠিয়েছিল, একটি সাময়িক চুক্তি, যার নাম ছিলো হুদায়বিয়ার সন্ধি। যদিও সে কোন ঐক্যমত্যে আসতে সক্ষম হয়নি। পরবর্তীতে একই দায়িত্ব নিয়ে আসে সুহাইল বিন আমর এবং তার সাথে একটি ঐক্যমত্য হয়। কিন্তু উরওয়া বিন মাসুদ যখন আল্লাহর রাসূল (সা) কে হুদায়বিয়া (মক্কার দক্ষিণে এক দিনের রাস্তার দূরত্ব) – তে দেখল, সে যেন এক নতুন জগতে প্রবেশ করল।

.

উরওয়া বিন মাসুদ আস সাকাফী আল্লাহর রাসূল (সা) এর সাথে সাক্ষাত করতে এসে এমন কিছু দেখলেন যা তাকে অভিভূত করে ফেলল। যখন রাসূল (সা) ওযু করতেন, তখন তাঁর অঙ্গ- প্রত্যঙ্গ থেকে ঝরে পড়া পানি সঞ্চয় করতে এবং তা দ্বারা হাত ও মুখমন্ডল ধৌত করার মাধ্যমে রহমত পাওয়ার আশায় সাহাবাগণ (রা) ছুটে যেতেন। একটি চুল পড়লেও তারা তা লুফে নিতেন। তিনি কোন আদেশ করলে তা পালন করার জন্য সঙ্গে সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতেন।

.

উরওয়া বিন মাসুদ আস সাকাফী যখন রাসূলুল্লাহ (সা) এর সাথে কথা বলছিলেন সেখানে ছিলেন আপাদমস্তক বর্ম দ্বারা আবৃত একজন, যার শুধুমাত্র চোখ দু'টো দেখা যাচ্ছিল। কথার মাঝখানে যখনই উরওয়া বিন মাসুদ আস সাকাফী রাসূলুল্লাহ (সা) এর দাঁড়ি ধরতে উদ্যত হত তখনই রাসূল (সা) এর পাশে দাঁড়িয়ে থাকা বর্ম পরিহিত লোকটি তলোয়ারের শেষাংশ দিয়ে খোঁচা দিয়ে বলতো, "সরিয়ে ফেলো এই হাত যদি একে হারাতে না চাও।" এ অবস্থা দেখে উরওয়া বিন মাসুদ আস সাকাফী বলল, আমার মনে হয় এই লোকটি তোমাদের মাঝে সবচেয়ে গর্হিত ও অভদ্র, কে সে? তখন রাসূলুল্লাহ (সা) হাসলেন এবং বললেন, "এ তোমার ভ্রাতুস্পুত্র মুগিরাহ ইবনে শো'বা।"

.

এই ছিলো উরওয়া বিন মাসুদ আস সাকাফীর ভ্রাতুস্পুত্র! কিন্তু যেহেতু তিনি একজন মুসলিম, তাই তিনি আল্লাহর রাসূল (সা) এর নিরাপত্তায় এত নিবেদিত এবং সচেতন ছিলেন যে রাসূলুল্লাহ (সা) এর দাঁড়ির দিকে নিজের আপন চাচার বাড়িয়ে দেয়া হাতকেও গুটিয়ে নিতে বাধ্য করেছিলেন। এতে উরওয়া মারাত্মক একটি ধাক্কা খেলেন।

.

প্রিয় ভাই ও বোনেরা!

.

আপনারা আমাকে হয়তো বার বার এই কথা বলতে শুনবেন যে, যখনই আমরা এই ঘটনাগুলোর আলোচনা করি তখনই আমরা যেনো নিজেদেরকে সেই সমাজের দিকে নিয়ে চলি। নিজেকে তাঁদের অবস্থানে রেখে চেষ্টা করুন সেভাবে চিন্তা করতে, যেভাবে তাঁরা করতেন এবং তাঁদের চারপাশের পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতিকে বুঝার চেষ্ট করুন! এটি ছিলো একটি উপজাতীয় সমাজ ববস্থা এবং পারিবারিক বন্ধনই ছিলো এতে সবকিছু। উরওয়া বিন মাসুদ সাকাফী স্পষ্টতই বিস্মিত অবস্থায় ছিলেন যে ইসলাম কিভাবে তার নিজের ভ্রাতুস্পুত্রকে পরিবর্তিত করেছে! সে তার সাথে কি রকম আচরণ করেছে!!

.

উরওয়া বিন মাসুদ আস সাকাফী কুরাইশদের নিকট ফিরে গিয়ে বললেন, "ওহে কুরাইশ বংশের লোকেরা! আমি পৃথিবীর বহু রাজাদের দেশ সফর করেছি। আমি সিজার, কিসরা, পারস্যের সম্রাট এমনকি নাজ্জাশির দরবারও প্রত্যক্ষ করেছি। কিন্তু আমি কোন রাজার অনুচর, অনুসারীদের মধ্যে এরকম আনুগত্য আর বাধ্যতা দেখিনি যেমন মুহাম্মাদ (সা) এর ক্ষেত্রে তাঁর সাহাবাদের দেখেছি। যখনই তিনি কোন কথা বলতেন, তাঁরা নীরব থাকতো যেন তাদের সবার মাথার উপর কোন পাখি বসে আছে, যখনই তিনি ওযু করতেন তারা দ্রুত ছুটে যেতো সেই পানির বিন্দুগুলো সঞ্চয় করতে, যখনই তাঁর চুল পড়তো তাঁরা ছুটে গিয়ে তাও লুফে নিতো। ওহে কুরাইশ! মুহাম্মাদ তোমাদের একটি প্রস্তাব দিয়েছে তা গ্রহণ করো, কারণ আমার দৃঢ় বিশ্বাস তাঁর অনুসারীরা কখনও তাঁকে সমর্পণ করবে না, ছেড়েও যাবে না।" [সহীহবুখারী, ৩য়- খন্ড, ভলিয়ম-৫০,হাদীস নং-৮৯১]

.

কাফিররা যখনই মুসলিমদের সান্নিধ্যে যেত তখনি তারা মুসলিমদের ব্যাপারে এই একই অভিজ্ঞতা লাভ করতো যে, মুসলিমরা কখনই তাঁর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না, তাঁরা কখনও তাঁকে ত্যাগ করবে না! প্রয়োজনে তাঁরা লড়াই করবে, এমনকি তাঁদের শেষ ব্যক্তিটি জীবিত থাকা পর্যন্ত, তাঁদের কারো একজনের শিরায় রক্তপ্রবাহ বিদ্যমান থাকা পর্যন্ত তাঁরা তাঁদের প্রিয় নবীর নিরাপত্তার জন্য লড়াই করে যাবে।

.

কিন্তু সময় এখন ভিন্ন! প্রিয় ভাইও বোনেরা, এটি ছিল আল্লাহর রাসূল (সা) এর সময় উরওয়া বিন মাসুদ আস সাকাফীর সাক্ষ্য।

.

কয়েকদিন আগে একজন মার্কিন সৈন্য আল্লাহর কিতাবকে টয়লেটের টিস্যু পেপার হিসেবে ব্যবহার করেছে! এটি কোথায় ঘটেছিল? এটি ঘটেছিল মুসলিম বিশ্বের কেন্দ্রবিন্দু একটি মুসলিম দেশে! এরপর কি হল? মুসলিম বিশ্বের প্রতিক্রিয়া ছিলো নীরব! এর আগে যখন ড্যানিশ ব্যঙ্গচিত্র নিয়ে বিতর্ক উঠল, মুসলিম বিশ্বের মধ্যে আগুন জ্বলে উঠলো। কিন্তু যখন সুইডিশ ব্যঙ্গচিত্রের ঘটনা ঘটল, যেটি আরও খারাপ ছিল অথচ তখন প্রতিক্রিয়া ছিল খুব কম। আর এখন আমরা দেখছি প্রতিক্রিয়া আরও কম।

.

সুতরাং প্রিয় ভাই ও বোনেরা, আমাদের শত্রুরা খুবই চতুরতার মাধ্যমে আমাদেরকে অনুভূতিহীন করে ফেলতে সক্ষম হয়েছে। যখন এটি প্রথমবার ঘটে, সবাই এটি নিয়ে চিন্তা করেছিল এবং নিন্দা জানাচ্ছিল কিন্তু তারপর আস্তে আস্তে আমরা এর সাথে অভ্যস্ত হয়ে গেলাম! এরপর এখন ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটল! যা অশালীনতার চূড়ান্ত! কিন্তু প্রতিক্রিয়া কতোই না সামান্য! তাই ভাই ও বোনেরা, আসুন পেছন ফিরে দেখি, তখন পরিস্থিতি কি রকম ছিলো! কারণ সেটিই আমাদের নৈতিকতাকে উজ্জীবিত করবে এবং এভাবেই আমাদের সাহাবাদের (আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা তাদের সকলের উপর সন্তুষ্ট হোন) অনুসরণ করতে হবে।

.

চলবে..... ইনশাআল্লাহ্।

সেই বৃষটির রাত

NEW MEMBER · MAY 13 ,18

সামনেই মাহে রমজান। বরকত, মাগফিরাত এবং অসংখ্য ফজিলত নিয়ে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হচ্ছে এ মাস। তাই ভাবলাম কিছু হাদিসের মাধ্যমে এ মাসের ফজিলত আপনাদের জন্য তুলে ধরি।

হাদিসের আলোকে মাহে রমজান ও রোজার ফজিলত

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

كتب عليكم الصيام كما كتب على اللذين من قبلكم لعلكم تتقون* الآيه*

★ হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরাইরা(রাদ্বিআল্লাহ্ তা'আলা আনহু) ইরশাদ করেন, হুজুর আকরাম হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন, যখন রমযান মাস আসে তখন আসমানের দরজা খুলে দেয়া হয়। (*বুখারী শরীফ, খন্ড-১ম, পৃষ্ঠা ৬২৬,হাদীস নং-১৮৯৯*)

★ অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, জান্নাতের দরজা খুলে দেয়া হয় এবং জাহান্নামের দরজা বন্ধ করে দেয়া হয়, শয়তানকে শিকলে বন্দী করা হয়। অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, রহমতের দরজা খুলে দেয়া হয়। (*সহীহ মুসলিম, পৃ-৫৪৩,হাদীস নং-১০৭৯*)।

রোযা রাখার ফযিলতঃ

(১) *রোযার পুরস্কার আল্লাহ স্বয়ং নিজে প্রদান করবেনঃ হাদীসে কুদসীতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, বনী আদমের সকল আমল তার জন্য, অবশ্য রোযার কথা আলাদা, কেননা রোযা আমার জন্য এবং আমিই এর পুরস্কার দিব।" (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৮০৫, ৫৫৮৩ ও সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৭৬০*)

(২) *রোযা রাখা গোনাহের কাফফারা স্বরূপ এবং ক্ষমালাভের কারণঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে সাওয়াবের আশায় রামাদান মাসে রোযা রাখবে, তার পূর্বের সকল গোনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৯১০ ও সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৮১৭)*

(৩) *রোযা জান্নাত লাভের পথঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "জান্নাতে একটি দরজা রয়েছে যাকে বলা হয় 'রাইয়ান'। কিয়ামতের দিন এ দরজা দিয়ে রোযাদারগণ প্রবেশ করবে। অন্য কেউ এ দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না। রোযাদারগণ প্রবেশ করলে এ দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। ফলে আর কেউ সেখান দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না।" (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৭৯৭ ও সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৭৬৬)*

(৪) *রোযাদারের জন্য রোযা শাফায়াত করবেঃ উত্তম সনদে ইমাম আহমাদ ও হাকেম বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "রোযা এবং কুরআন কিয়ামতের দিন বান্দার জন্য শাফায়াত করবে। রোযা বলবে, হে রব! আমি তাকে দিবসে পানাহার ও কামনা চারিতার্থ করা থেকে নিবৃত্ত রেখেছি। অতএব, তার ব্যাপারে আমাকে শাফায়াত করার অনুমতি দিন।" (মুসনাদ, হাদীস নং ৬৬২৬, আল-মুস্তাদরাক, হাদীস নং ২০৩৬)*

(৫) *রোযাদারের মুখের দুর্গন্ধ আল্লাহর কাছে মিসকের সুগন্ধির চেয়েও উত্তমঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ তার শপথ! রোযাদারের মুখের গন্ধ কিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে মিসকের চেয়েও সুগন্ধিময়।" (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৮৯৪ ও সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৭৬২)*

(৬) *রোযা ইহ-পরকালে সুখ-শান্তি লাভের উপায়ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "রোযাদারের জন্য দু'টো খুশীর সময় রয়েছে। একটি হলো ইফতারের সময় এবং অন্যটি স্বীয় প্রভু আল্লাহর সাথে মিলিত হওয়ার সময়।" (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৮০৫ ও সহীহ মুসলিম, হদীস নং ২৭৬৩)*

(৭) *রোযা জাহান্নামের অগ্নি থেকে মুক্তিলাভের ঢালঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় একদিন রোযা রাখে, আল্লাহ তাকে জাহান্নাম থেকে সত্তর বৎসরের দূরত্বে নিয়ে যান।" (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৬৮৫ ও সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৭৬৭)*

(৮) *ইমাম আহমাদ বিশুদ্ধ সনদে বর্ণনা করেন - রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "রোযা ঢাল স্বরূপ। যা দ্বারা বান্দা নিজেকে আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা করতে পারে, যেভাবে তোমাদের কেউ একজন যুদ্ধে নিজেকে রক্ষা করে।" (মুসনাদ, হাদীস নং ১৭৯০৯)*

(৯) *জাহান্নামের অগ্নি থেকে সত্তর বছরের রাস্তা পরিমাণ দূরবর্তী হওয়াঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে কেউ আল্লাহর রাস্তায় (অর্থাৎ শুধুমাত্র আল্লাহকে খুশী করার জন্য) একদিন সিয়াম পালন করবে, তা দ্বারা আল্লাহ তাকে জাহান্নামের অগ্নি থেকে সত্তর বছরের রাস্তা পরিমাণ দূরবর্তীস্থানে রাখবেন"। [সহীহ মুসলিম :]

শাইখ উসামা বিন লাদেন

- রহিমাহুল্লাহ -

@an_noor
20

ধ্বংস তাদের অপেক্ষা করছে!

জ্ঞানীদের উচিত নিজেদের নিয়ে এবং শাসকদের কার্যক্রম নিয়ে চিন্তা ভাবনা করা। কারণ এভুলের ক্ষতিপূরণ অনেক বড়। কোন মুসলমানদের জন্য এসকল শাসকদের নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা বৈধ নয়।

আর সংশোধনকারী জ্ঞানীগণ - যারা এই শাসকদের সংশোধনে চিন্তা করেন - তাঁদের দ্বারা কিভাবে এই শাসকদের সংশোধন সম্ভব? অথচ এরা মন্দ গুণাবলীর গভীর সমুদ্রে হাবুডুবু খাচ্ছে।

এটা সম্ভব নয় ... করণ ধ্বংস এদের অপেক্ষা করছে।

আর কোন জ্ঞানীর পক্ষে এসকল মন্দ স্বভাবের ব্যক্তিদের যে কোন পর্যায়ের কোন কাজে শরীক হওয়া সম্ভব নয়, চাই তা যতই ছোট কাজই হোক না কেন (যারা শাসকদের মন্দ কাজে শরীক হয়েছে) উম্মাতের গুরুত্বপূর্ণ ও বড় বড় বিষয়বলী নিয়ে তাদের সাথে আমাদের কথা বলা কীভাবে সম্ভব??!!
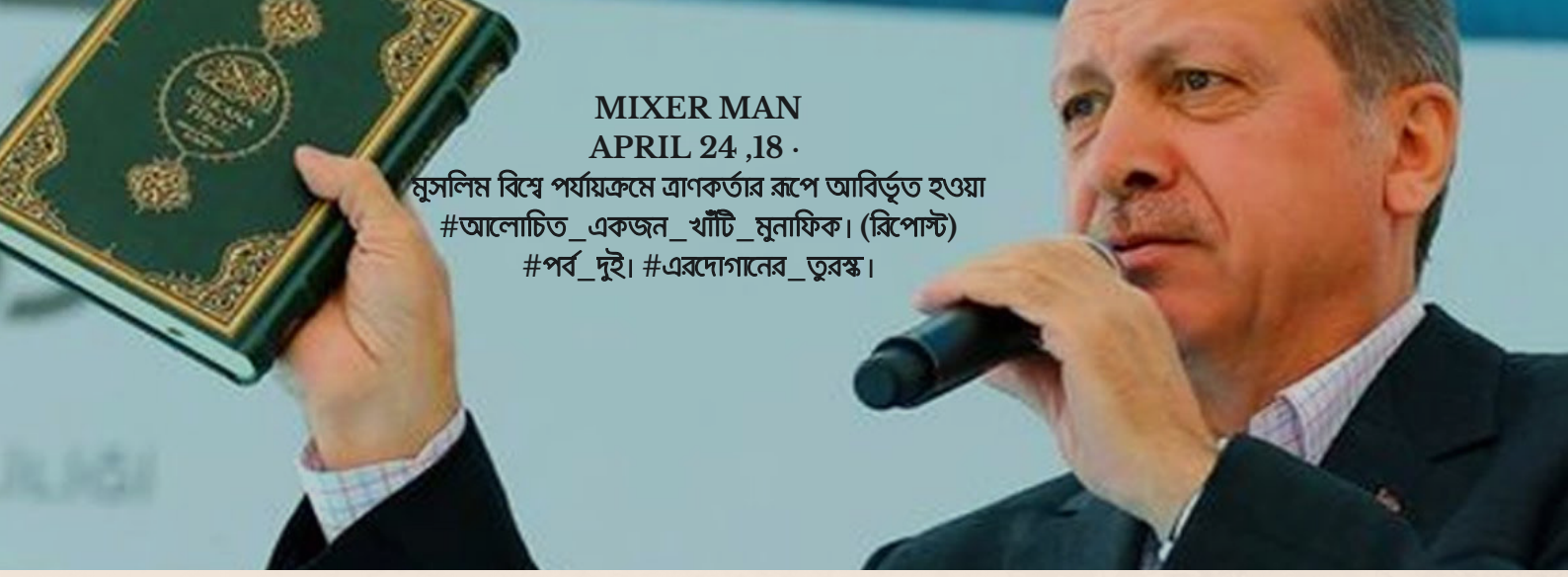
এরদোগান। যাকে মিডিয়ার কল্যাণে বর্তমান আশাহত কিছু মুসলিম-যাদের অধিকাংশই জামায়াতপন্থী-দের মতে, যিনি পুনরায় অটোমান সাম্রাজ্য উদ্ধারের জন্য দাড়ি+টুপি+#মধ্যযুগীয়_ ইসলামের লেবাস-পোশাক ছেড়েই মাঠে নেমেছেন!

যিনি মুসলিম বিশ্বের ভাবি সম্রাট+ খলীফা!

যিনি এযুগের মডারেট সালাহুদ্দীন আইয়ুবী!

যিনি মধ্যযুগীয় ইসলামের সংস্কার করে মোডারেট ইসলাম (তথা দাড়ি,টুপি, পাঞ্জাবী- পায়জামাহীন VS প্যান্ট,শার্ট আর টাই-কেপওয়ালা ইসলাম) কায়েম করতে চান,

আসুন, তার প্রকৃত রূপ সম্পর্কে একটু জানার চেষ্টা করিঃ-

★ ইসরাইল প্রসঙ্গঃ-

মুসলিম বিশ্বে এরদোগানই একমাত্র নেতা যিনি
সর্বপ্রথম তুরস্কের জাতীয় সংসদে ইসরাইলের প্রেসিডেন্ট শিমন পেরেজকে ভাষণ দেয়ার সুযোগ করে অনন্য নজির সৃষ্টি করেছেন।

...১৯৯৮ সালে তুরস্ক ও ইসরাইল যৌথভাবে অস্ত্র
উৎপাদনের জন্য ২৫ বছর মেয়াদি চুক্তি করে।

...এছাড়া, ৯০ কোটি ডলারের সামরিক চুক্তির আওতায় তুরস্কের এফ-৪ ফ্যান্টম এবং এফ-৫ জঙ্গিবিমান আধুনিকায়ন করে দেবে ইসরাইল। ৬৮ কোটি ৭০ লাখ ডলার চুক্তির আওতায় তুরস্কের ১৭০টি এম৬০-এ১ ট্যাংক আপগ্রেড করার কথা। ভূমি থেকে ভূমিতে নিক্ষেপযোগ্য পোপেইয়ে-২ ক্ষেপণাস্ত্র তৈরির জন্য ১৫ কোটি ডলার ও হেরন ড্রোন তৈরির জন্য ১৮ কোটি ৩০ লাখ ডলারের চুক্তি রয়েছে।

...এরদোগানকে ক্ষমতায় পেয়ে ইসরাইলের নেতারা খুশি হয়ে ২০০৪ সালে তাকে Jewish World congress এর পক্ষ থেকে Profile of courage পুরস্কার প্রদান করা হয়।

...প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হওয়ার পর ২০০৫ সালে
এরদোগান বিশাল বাণিজ্য প্রতিনিধিদল নিয়ে দু'দিনব্যাপী ইসরাইল সফর করেন। সে সময় তিনি ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী এরিয়েল শ্যারন ও প্রেসিডেন্ট মোশে কাটসাবের সঙ্গে একান্ত বৈঠক করেন।

...২০০৬ সালের ২২ ডিসেম্বর তুরস্কের রাজধানী
আঙ্কারায় এরদোগানের সঙ্গে ইসরাইলের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী এহুদ ওলমার্ট সাক্ষাৎ করেন। এর পাঁচ দিন পর ইসরাইল গাজায় আগ্রাসন চালায়।

...সম্প্রতি তুরস্কে ইসরাইলি পণ্যের রপ্তানি বেড়ে ২০১৩ সালে ৪৯০ কোটি ডলারে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। ২০১২ সালে ছিল ৩৫০ কোটি ডলারের বাণিজ্য।

...ইসরাইলের সঙ্গে তুরস্কের পর্যটন সম্পর্কও অতিশয় গাঢ়।
ইসরাইলের পর্যটন কর্মকর্তাদের দেয়া তথ্য অনুসারে- ২০০৮ সালে গাজা যুদ্ধের আগে ইসরাইল থেকে ৫ লাখ ৬০ হাজার মানুষ তুরস্কে অবকাশযাপন করেছে।

...২০১০ সালে ইসরাইলের মাউন্ট কারমেল ফরেস্টে আগুন লাগলে তা নেভানোর জন্য যেসব দেশ সবার আগে সহযোগিতা পাঠিয়েছিল তার মধ্যে তুরস্ক একটি। সে সময় তুরস্ক দুটি ফায়ারফাইটিং বিমান পাঠিয়েছিল।...২০১১ সালের ভূমিকম্পে ব্যাপক ক্ষতির পর ইসরাইলও তুরস্কে বিপুল পরিমাণ ত্রাণসামগ্রী পাঠায়।

...২০১৪ সালে ২০ বছর মেয়াদি চুক্তির আওতায় তুরস্ক ইসরাইলকে বছরে ৫০ মিলিয়ন ঘনমিটার পানি সরবরাহ করার প্রতিশ্র"তি দেয়। পরে এ চুক্তিতে পরিবর্তন এনে তুরস্ক ইসরাইলকে পাইপলাইনের সাহায্যে পানি সরবরাহ করার ব্যবস্থা করে।

...২০১৪ সালের জুলাই মাসে ইসরাইল গাজা আগ্রাসন শুরু করে, সে সময় ইসরাইলের বহু রিজার্ভ সেনা ইউরোপের বিভিন্ন দেশে অবকাশযাপন করছিল। তাদের জরুরি ভিত্তিতে দেশে তলব করা হয়। অন্যদিকে হামাসের রকেট হামলার কারণে ইউরোপের দেশগুলো কয়েকদিনের জন্য ইসরাইলে বিমানের ফ্লাইট স্থগিত করে। এ অবস্থায় ইউরোপের দেশগুলোতে অবকাশযাপনে যাওয়া সেনারা তুরস্কে এসে জড়ো হয় এবং তুর্কি বিমান তাদের ইসরাইলে পৌঁছে দেয়।

... গাজা আগ্রাসনের আগ্রাসনের সময় এরদোগান গাজার শিশুদের চিকিৎসার ভার নেয়ার ঘোষণা দিয়েছিলেন কিন্তু পরে তেমন কোনো তৎপরতা দেখা যায়নি। শুধু তাই নয়, যুদ্ধের সময় গাজার একমাত্র বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র ধ্বংস হলে তুরস্ক গাজায় বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য যন্ত্রপাতি পাঠাতে ইসরাইলের কাছে অনুমতি চেয়েছিল। ইসরাইল সে অনুমতি দিয়ে নিজের 'বোকামি' প্রমাণ করেনি।

... তুরস্ক ও ইসরাইল বছরে আটবার পাইলট প্রশিক্ষণ বিনিময় কার্যক্রম পরিচালনা করে।

MIXER MAN
APRIL 24 ,18 ·

মুসলিম বিশ্বে পর্যায়ক্রমে ত্রাণকর্তার রূপে আবির্ভূত হওয়া #আলোচিত_একজন_খাঁটি_মুনাফিক। (রিপোস্ট) #পর্ব_দুই। #এরদোগানের_তুরস্ক।

★সিরিয়া প্রসঙ্গঃ-

সিরিয়া সংকট শুরুর সঙ্গে সঙ্গে যে ব্যক্তিটির নাম এর সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে গেছে তিনি হলেন তুরস্কের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বর্তমান প্রেসিডেন্ট রজব তাইয়্যেব এরদোগান। তিনি মুসলিম বিশ্বের বিরাট জনগোষ্ঠীর কাছে ইসলামপন্থি নেতা হিসেবে পরিচিত আবার পশ্চিমাদের কাছে মডারেট নেতা হিসেবে বড়ই 'কাছের ব্যক্তি'। এরদোগানের তুরস্ক 'নর্থ আটলান্টিক ট্রিটি অর্গানাইজেশন' বা ন্যাটোর একমাত্র মুসলিম সদস্য। আবার যে ইসরাইলের সঙ্গে বেশিরভাগ মুসলিম দেশের সম্পর্ক নেই সেই ইসরাইলের সঙ্গে তিনি সামরিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্কের মাত্রা দিন দিন উচ্চ থেকে উচ্চতর পর্যায়ে নিয়ে যাচ্ছেন। এরদোগান নিজে ইসরাইল সফর করেছেন এবং তুরস্কের জাতীয় সংসদে ইসরাইলের প্রেসিডেন্ট শিমন পেরেজকে ভাষণ দেয়ার সুযোগ করে অনন্য নজির সৃষ্টি করেছেন। মুসলিম বিশ্বে এরদোগানই একমাত্র নেতা যিনি সর্বপ্রথম ইসরাইলের প্রেসিডেন্টকে নিজ দেশের জাতীয় সংসদে ভাষণ দেয়ার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। তেলআবিব সফরে গিয়ে এরদোগানই বলেছিলেন, ইরানের পরমাণু প্রকল্প শুধু ইসরাইলের জন্য হুমকি নয় বরং সারাবিশ্বের জন্য হুমকি। এছাড়া, মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা ২০০৮ সালে নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার পর প্রথম বিদেশ সফরের জন্য তুরস্ককে বেছে নেন।

মুসলিম বিশ্বের 'খলিফা' হওয়ার স্বপ্নে বিভোর এ নেতা মিসরের প্রেসিডেন্ট এবং মুসলিম ব্রাদারহুড নেতা মুহাম্মাদ মুরসিকে ক্ষমতাচ্যুত করা হলে ইসরাইল ও জেনারেল আবদেল ফাত্তাহ আল- সিসির ওপর ব্যাপক মাত্রায় ক্ষুব্ধ হন আবার ইসরাইলের সঙ্গে সম্পর্ক ঠিকই বহমান রাখেন। অন্যদিকে, যে সৌদি আরব সমস্ত মন্ত্রণা দিয়ে, অর্থ দিয়ে, রাজনৈতিক সমর্থন দিয়ে মুরসিকে ক্ষমতাচ্যুত করতে জেনারেল সিসিকে সাহস জুগিয়েছেন সেই সৌদি আরবের সঙ্গে এরদোগানের ব্যাপক দহরম মহরম। ২০১১ সালের দিকে আরব বসন্ত শুরু হলে আমেরিকা আরব রাজাদের রক্ষার যে প্রকল্প হাতে নিয়েছিল সে প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য এরদোগান অনেকটা আঞ্চলিক সেনাপতির ভূমিকায় কোমর বেঁধে নেমেছেন। আরব রাজা- বাদশাহ ও পশ্চিমাদের সঙ্গে মিলে আরব বসন্তকে সিরিয়ায় নিয়ে ঠেকিয়েছেন। তিনিই সময়ের সুযোগ সন্ধানী সেই নেতা যিনি সিরিয়ায় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য ক্ষমতা থেকে আসাদকে সরাতে হবে বলে আমেরিকার কাছে এক নম্বর শর্ত দিয়েছেন অথচ রাজা- বাদশাহ শাসিত আরব বিশ্বে আজ পর্যন্ত তিনি গণতন্ত্রের কোনো অভাব বোধ করেছেন বলে জানা নেই। এতকিছুর পরও সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলা মি. এরদোগানকে নিয়ে এক শ্রেণির 'অতি উৎসাহী' মুসলমানের আগ্রহের শেষ নেই। চোখ বন্ধ করে ইসলামপন্থি হিসেবে তারা যে সমর্থন দেন ক্ষমতাপিপাসু এ নেতার প্রতি। অথচ এরদোগান যে মুসলিম বিশ্বের জন্য বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যে মুসলিম স্বার্থের বিপরীতে পথ হেঁটেছেন তা অনেকে বোঝারই চেষ্টা করেন না।

সিরিয়াকে কেন্দ্র করে মধ্যপ্রাচ্যে যে জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে তার জন্য সিংহভাগ দায় তার কাঁধে বর্তাবে। তিনিই নিজের সীমান্ত খুলে দিয়ে ইউরোপ ও পশ্চিমের অন্যান্য দেশ থেকে ভাড়াটে সন্ত্রাসী সিরিয়ায় ঢোকার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। সিরিয়ার বিদ্রোহী নেতাদের জন্য তুরস্কে নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেছেন। এমনকি নিজ দেশের গোয়েন্দা সংস্থার নাম ভাঙিয়ে সিরিয়ায় কয়েক ট্রাক অস্ত্র ও গোলাবারুদ পাঠাতে গিয়ে ধরা পড়েছেন। অস্ত্র ও গোলাবারুদের সেসব ট্রাক ধরার কারণে তুরস্কের বেশ কয়েকজন সেনা কর্মকর্তা প্রতিহিংসার শিকার হয়ে এখন জেলে পচে মরছেন। অন্যদিকে বিভিন্ন মুসলিম দেশে তিনি নিজেকে ইসলামপন্থি ও মুসলিম স্বার্থের পক্ষের ব্যক্তি হিসেবে তুলে ধরেন। আবার পশ্চিমা ও ইসরাইলের জন্য তিনি তাদের স্বার্থে কাজ করেন। এ অবস্থায় সিরিয়া ইস্যুতে এরদোগানের যে ভূমিকা তা নিয়েও কেউ কেউ ঘোরের মধ্যে পড়েছেন।

★ একটি পোস্টের কমেন্টঃ-

//ইজরাইলী বাহিনী মুসলমানদের রক্ত ঝরাচ্ছে "কারণ আমরা জেরুজালেমকে ঠিকমত রক্ষা করছি না।"

-বাণীতে এরদোগান।

!তো জেরুজালেমকে আপনি কিভাবে রক্ষা করেন, জনাব এরদোয়ান ?

১. ইজরায়েলের সাথে গোয়েন্দা তথ্যবিনিময় করে,

২. ইজরাইলী বাহিনীর সাথে যৌথ সামরিক মহড়া করে,

৩. ইজরাইলের থেকে ২ বিলিয়ন ডলারের সমরাস্ত্র ক্রয় করে,

৪. ইজরাইলী মিলিটারির জন্য ইউনিফর্ম আর বুট জুতা তৈরী করে,

৫. প্রতি বছর ইজরাইলের সাথে বাণিজ্য বৃদ্ধি করে,

৬. ইজরাইল প্রাকৃতিক বিপদে পড়লে সাহায্যে এগিয়ে আসা প্রথম রাষ্ট্র হয়ে,

৭. তুর্কি এয়ারলাইন্সে করে ইজরাইলী সেনা বহন করে...

এবং আরো অনেক কিছু।

কিন্তু শেষমেষ আপনারাই বুদ্ধিমান, কারণ আপনারা তথ্যকে চাপা দেন, আর আবেগ দিয়ে সস্তা জনপ্রিয়তা কেনেন । ব্রাভো !//

★ ইসলাম প্রসঙ্গঃ-

তুরস্কের দেয়া ইনসারলিক বিমান ঘাঁটি ব্যবহার করে আমেরিকা দৈনিক টনকে টন বোমা ফেলে ইরাক+ সিরিয়ার মুসলিমদেরকে ধ্বংসের দোর গোড়ায় এনে দাঁড় করিয়েছে!

♦তুরস্কের প্রেসিডেন্ট এরদোগানঃ আবেগ ও প্রচারণা বনাম শরীয়ত ও বাস্তবতা !

Sayyed Muddasser Alhanafi
Group Member · MAY,18

|| *_ছোট বাচ্চাদের রোজা রাখার জন্য উৎসাহ দিন_* ||

অনেকেই আছেন পরীক্ষা, স্কুল খোলা, কষ্ট হবে, বাচ্চা মানুষ, ইত্যাদি বলে বাচ্চাদের রোজা রাখতে দেন না। ফলে বাচ্চারা রোজা রাখায় অনভ্যস্ত হয়ে যায়। এমনকি বড় বাচ্চারাও আজকাল রোজা রাখে না।

আমার মনে আছে, আমরা যখন খুব ছোট ছিলাম, তখন দিনে দুটো রোজা রাখতাম। সকাল থেকে দুপুর, আবার দুপুর থেকে ইফতার পর্যন্ত। রোজা না থাকলেও ইফতারের আগে কোনো কিছু মুখে দেওয়া একদম নিষেধ ছিল। ইফতারে একসাথে সবার সাথে বসে খেতে হবে। তার আগে যতই খিদা লাগুক, খাওয়া যেতো না।

হুট করে কোনো বাচ্চাই সবগুলো রোজা রাখতে পারবে না। তাই একদম প্রথম রোজা, শুক্রবারের রোজা, ২৭ রমজানের রোজা আর শেষ রোজাটা রাখার জন্য তাদের উৎসাহ দিন। এরপরের বছর গুলোতে রোজার সংখ্যা বাড়াতে থাকুন। এভাবেই রোজা রাখা অভ্যাস হয়ে যাবে।

যেদিন বাচ্চারা রোজা রাখবে, সেদিন তাদের প্রিয় খাবারগুলো ইফতারের মেন্যুতে রাখার চেষ্টা করুন।

রোজা রাখার বিনিময়ে আল্লাহ্ তাদের কি দিবেন, সে ব্যাপারে আলোকপাত করুন। আর মাস শেষে আপনি নিজেও তার জন্য একটা সারপ্রাইজ গিফট রাখুন অথবা স্পেশাল ট্রিট দিন। রোজার শুরুতেই সারপ্রাইজ গিফট বা ট্রিটের কথা জানিয়ে রাখুন। সেদিন দেখলাম কয়েকজন মিলে বাচ্চাদের নিয়ে রোজা আসা উপলক্ষে একটা পার্টি করেছে। সেখানে বিভিন্ন ক্রাফট ওয়ার্কের মাধ্যমে বাচ্চাদের রোজা সম্পর্কে ইনফরমেশন দেওয়া হয়েছে। বাচ্চারা হৈ হুল্লোর করে, খাওয়া দাওয়া করে, খেলতে খেলতে রোজার গুরুত্ব জেনে গিয়েছে। ইবাদত যে এনজয় করার ব্যাপার, এই ব্যাপারটা তারা নিজের অজান্তেই শিখে গিয়েছে।

রোজার মাসে ছোট যে কোনো একটি সুরা আপনি নিজেও মুখস্থ করুন, সন্তানকেও মুখস্থ করান। কে আগে মুখস্থ করতে পারে, তার প্রতিযোগিতা করুন। যে কোনো ছোট দু'আও মুখস করতে পারেন। মুখস্থ করে ফেলার জন্য আলাদা গিফট দিন। বাচ্চাকে বুঝাতে হবে যে, গিফট দেওয়াটা লোভ দেখানোর জন্য না, এটা আসলেই তার পাওনা, কারণ সে কষ্ট করে মুখস্থ করেছে, আর আসল গিফট পরকালে আল্লাহ্'র কাছ থেকে পাবে।

তারাবির নামাজ পড়ার সময় সন্তানকেও সাথে নিয়ে বসুন।

রোজায় দান সাদাকা বেশী বেশী করুন, বাচ্চাদের সাথ নিয়ে করুন, এ ব্যাপারে বাচ্চাদের সাথে আলাপ আলোচনা করুন। ফলে তারা সেটা আপনার কাছ থেকে দেখে শিখবে।

#ইসলাম. ১) ইসলামের মূল ভিত্তি আল্লাহর ইচ্ছা।
#গণতন্ত্র. ১) গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি 'জনমত' তথা জনগণের ইচ্ছা।

#ইসলাম. ২) আল্লাহর ইচ্ছার প্রতি আত্মসমর্পণের নাম ইসলাম।
#গণতন্ত্র. ২) সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছার প্রতি আত্মসমর্পণের নাম 'গণতন্ত্র'।

#ইসলাম. ৩) সকল ক্ষমতার উৎস আল্লাহ।
#গণতন্ত্র. ৩) সকল ক্ষমতার উৎস জনগণ।

#ইসলাম. ৪) সার্বভৌমত্বের মালিক আল্লাহ।
#গণতন্ত্র. ৪) সার্বভৌমত্বের মালিক জনগণ।

#ইসলাম. ৫) আল্লাহ প্রদত্ত সংবিধানেই রয়েছে মানবতার মুক্তি।
#গণতন্ত্র. ৫) মানব রচিত সংবিধানেই রয়েছে মানবতার মুক্তি।

#ইসলাম. ৬) মানুষ হিসেবে সকলেই সাধারণভাবে এসব অধিকার ভোগ করবে। কিন্তু যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, ও তাকওয়ার ভিত্তিতে গুণীজনেরা বিশেষভাবে মুল্যায়িত হবেন।
#গণতন্ত্র. ৬) মত প্রকাশে, ভোট দানে ও নির্বাচনে জাতি, ধর্ম, বর্ণ,সৎ-অসৎ নির্বিশেষে মূর্খ-জ্ঞানী, যোগ্য-অযোগ্য সকলের সমান অধিকার স্বীকৃত।

#ইসলাম. ৭) উত্তরাধিকার ও নির্বাচিত হওয়ার ক্ষেত্রে নারী-পুরুষে ন্যায্য বন্টন বিদ্যমান।
#গণতন্ত্র. ৭) উত্তরাধিকার ও নির্বাচিত হওয়ার ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ উভয়ই সমান বিবেচিত।

#ইসলাম. ৮) শক্তি ও মেধায় তারতম্যের কারণে নারী ও সংখ্যালঘুরা সংরক্ষণ নীতির অধীনে ভোগ করবে বিশেষ অধিকার।
#গণতন্ত্র. ৮) নারী ও সংখ্যালঘুরা সাধারণ সম অধিকার ভোগ করবে।

#ইসলাম. ৯) শাশ্বত আদর্শ ও নৈতিক মানসম্পন্ন কার্যক্রম সমাদৃত। অনৈতিক সবকিছু ইসলামে বর্জণীয়।
#গণতন্ত্র. ৯) পরমত সহিষ্ণুতা গণতন্ত্রের এক বিশেষ আদর্শ। নৈতিকতার কোন বালাই নেই গণতন্ত্রে। যেমন: জরায়ুর স্বাধীনতা, মায়ের গর্ভে শিশু হত্যা বা সমকামিতা, পতিতাবৃত্তি, মদ, পরকীয়া, সুদ ইত্যাদি কোন মতামতকেই বর্জন করতে বাধ্য নয় গণতন্ত্র।

#ইসলাম. ১০) শাশ্বত বা ওহীর বিধান সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন ছাড়াই বৈধ।
#গণতন্ত্র.১০) সংখ্যা গরিষ্ঠের সমর্থন সকল বৈধতার মানদন্ড।

#ইসলাম. ১১) জাগতিক ও আধ্যাত্মিক উভয় ক্ষেত্রে চেতনা পরিব্যপ্ত, এই অর্থে প্রগতি।
#গণতন্ত্র. ১১) জাগতিক ও দুনিয়ার উন্নয়নেই সকল চেতনা সীমিত; এই অর্থে প্রগতি।

#ইসলাম. ১২) চরম জবাবদিহিমূলক সরকার পদ্ধতি, আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত ও অপরিবর্তনীয় আইন বলে কেউ নিজের স্বার্থে এক চুল পরিমাণ কিছু পরিবর্তন করতে পারে না।
#গণতন্ত্র. ১২) কাগজে কলমে জবাবদিহিমূলক সরকার পদ্ধতি; বাস্তবে নির্বাচিত ও নিয়মতান্ত্রিক স্বৈরতন্ত্র, সরকার নিজের স্বার্থ সাধনের জন্যে যেকোন সময়ে যেকোন আইন প্রণয়ন ও পরিবর্তন করতে পারে। ফলে সমাজে অস্থিরতা ও অস্থিতিশীলতা আসে।

#ইসলাম. ১৩) আল্লাহ প্রদত্ত আইন দ্বারা বিচারকার্য নিয়ন্ত্রিত ("যেসব লোক আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফায়সালা করে না, তারাই কাফের"-মায়িদা ৪৪)
#গণতন্ত্র. ১৩) মানব রচিত আইন দ্বারা বিচার কার্য নিয়ন্ত্রিত।

#ইসলাম. ১৪) ওহীর বিধান কর্তৃক মৌলিক অধিকার সংরক্ষিত।
#গণতন্ত্র. ১৪) মানব রচিত সংবিধান কর্তৃক মৌলিক অধিকার সংরক্ষিত।

#ইসলাম. ১৫) জীবনের সর্বস্তরে আল্লাহর ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটানোই ইসলামী মূল্যবোধের পরিচায়ক।
#গণতন্ত্র. ১৫) জীবনের সর্বস্তরে জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটানো গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের পরিচায়ক।

#ইসলাম. ১৬) ইসলামী বিশ্বাসে মানুষের প্রথম উপাধি খলীফা প্রতিনিধি,কাজেই ইসলাম ও রাজনীতি অবিচ্ছেদ্য।ইসলাম জীবনের পূর্ণাংগ বিধান, তাই সবকিছুই এর অন্তর্গত।
#গণতন্ত্র. ১৬) গণতান্ত্রিক বিশ্বাসে ধর্ম অবশ্যই রাজনীতি বিবর্জিত। মানব রচিত সংবিধান ত্রুটিপূর্ণ ও অসম্পূর্ণ কাজেই অনেক কিছুই এর আওতার বাইরে থেকে যায়। ফলে নিত্য নতুন আইন প্রণয়নের কোন শেষ নেই।

#ইসলাম. ১৭) ইসলামী রাষ্ট্রের সকল মুসলিমের উপর ফরয দায়িত্ব হচ্ছে এই যে কোন অবস্থাতেই মুসলিম ঐক্য ব্যাহত করা যাবে না। মুসলিম ঐক্য ব্যাহত করা হারাম এবং শাস্তিদায়ক ।
#গণতন্ত্র. ১৭) গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সরকারীদল ও বিরোধীদল নামে একাধিক দলের জন্ম দিয়ে একটি রাষ্ট্রের জনগণকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে দেয় এবং তারা যথাক্রমে ক্ষমতা ধরে রাখা ও ক্ষমতায় ফিরে আসার জন্যে বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে জাতীয় ঐক্য ও উন্নয়ন বিনষ্ট করে।

#ইসলাম. ১৮) ইসলামী রাষ্ট্রের সকল বৈধ দাবী ও অধিকার আদায়ের জন্যশান্তিপূর্ণ আলোচনা এবং সবর ও ধৈর্যের নির্দেশ দান করে। কোন অবস্থায় ইসলামী রাষ্ট্রের উন্নয়ন বাধাপ্রদান ও ক্ষতিকর কর্মকান্ডের অনুমোদন দেয় না।
#গণতন্ত্র. ১৮) গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বিরোধীদল ও অপরাপর দল তাদের দাবী-দাওয়া আদায়ের জন্য হরতাল, মিছিল, রাজপথ অবরোধ ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের কর্মকান্ড যা একটি রাষ্ট্রের উন্নয়নের অন্যতম অন্তরায় তার অনুমোদন দেয়।

আব্দুল্লাহ গালিব আযযাম
ADMIN ·21 MAY,18

শায়েখ উমর আব্দুর রাহমান রঃ

শায়খুল মাশায়েখ উমার আব্দুর রাহমান রাহিমাহুল্লাহ পাবলিকলি প্রথম ফাতওয়া দেন ১৯৭০-এ। ফির'আউন জামাল আব্দুন নাসেরের মৃত্যুর পর শাইখ উমার মিম্বার থেকে ঘোষনা করেন - নাসেরের কোন জানাযা হবে না কারণ শারীয়াহতে মুরতাদের কোন জানাযা নেই। এ ঘটনার কিছুদিন পর প্রথমবারের মতো তিনি গ্রেফতার হন। আট মাস পর জেল থেকে মুক্ত হবার তিনি আসইউতের ইউনিভার্সিটিতে যোগ দেন। দু'বছর পর তিনি তাফসীর ফ্যাকাল্টিতে কাজ করা শুরু করেন। তারপর তিনি তাফসিরের ওপর ক্লাস নেয়ার জন্য জন্য রিয়াদে যান, সম্ভবত কিং সৌদ অথবা ইমাম মুহাম্মাদ ইবন সৌদ ইউনিভার্সিটিতে। তিনি চার বছর বিলাদুল হারামাইনে শিক্ষকতা করেন। শাইখ উমার সব মিলিয়ে মোট ১৫ বছর তাফসিরের ওপর ক্লাস নিয়েছেন।

.

রিয়াদে থাকা অবস্থায় শাইখ উমার আব্দুর রাহমান সূরা মায়'ইদার আলোচনার সময় ঘোষণা করলেন, যেসব শাসক আল্লাহ আইন দিয়ে বিচার করে না, তারা কাফির। এবং তোমাদের সরকারসহ সারা বিশ্বের সব মুসলিম রাষ্ট্রের শাসকদের জন্য এ কথা প্রযোজ্য। এরা আল্লাহর আইন দিয়ে শাসন করে না, এবং আল্লাহর আইনকে বাতিল করে এরা নিজেদের বিধানদাতা বা আইনপ্রণেতা বানিয়ে নিয়েছে। শাসনের ক্ষেত্রে এরা আল্লাহর সাথে শিরক করেছে। এ সময় শাইখ "তাফসির আয়াতুল হাকিমিয়্যাহ" নামের বইটি লেখেন।

.

রিয়াদে থাকা অবস্থায় একটি রেডিও ইন্টারভিউতে তাঁকে প্রশ্ন করা হয় – সম্মানিত শাইখ, আপনি কিভাবে এমন কথা বলতে পারেন, যখন সৌদি আরবে এতো মসজিদ, এতো ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় আছে?

শাইখ সাথে সাথে জবাব দিলেন – আল্লাহর রাসূলের সময় মক্কাতে মাসজিদুল হারাম থাকা অবস্থাতেও কি, কাবার ভেতরে, বাইরে, চারপাশে নানা তাগুতের মূর্তি ছিল না? তোমাদের অবস্থাও একইরকম। এবং তোমাদের শাসকেরা মুশরিক, যারা আল্লাহর সাথে শিরক করেছে।

.

শাইখ আল- আল্লামা মুহাম্মাদ আল- আমিন আশ-শানক্বিতি এক্ষেত্রে শাইখ উমারের সাথে একমত পোষণ করেন। শিরক আল-হাকিমিয়্যাহর ব্যাপারে শাইখ আশ-শানক্বিতির অবস্থান সম্পর্কে আরো জানতে আদওয়াউল বায়ানের চতুর্থ খন্ড দ্রষ্টব্য। এর আগে ইমাম মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল ওয়াহ্হাবের নাতি, সৌদি আরবের প্রথম গ্র্যান্ড মুফতি এবং শাইখ হামুদ বিন উক্বলা আশ-শু'আইবি, ইবন জিব্রিন, বিন বায এবং অন্যান্য আরো অনেক, অনেকে শাইখের শিক্ষক আশ-শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু ইব্রাহিম রাহিমাহুল্লাহ তাহকিমুল ক্বাওয়ানিনে একই কথা বলেছিলেন। আল্লামা আহমাদ শাকিরও রাহিমাহুল্লাহ তাঁর গ্রন্থ "হুকমুল জাহিলিয়্যাহ"-তে বলেছিলেন, যারা আল্লাহর আইন দিয়ে শাসন করে না এবং নিজেরা আইন প্রণয়ন করে, তারা কাফির ও মুশরিক।

.

এর কিছুদিন পর শাইখ উমার আব্দুর রাহমানকে রাহিমাহুল্লাহ বিলাদুল হারামাইন থেকে বিতাড়িত করা হয়।

.

শাইখের জীবন সম্পর্কে জানার জন্য নিচের অডিওটি শোনা যেতে পারে, ইংরেজিতে এর চেয়ে ডিটেইল আলোচনা চোখে পড়েনি। যারা শাইখের ইলমি যোগ্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন তোলেন, শাইখ "রবিনহুড" জাতীয় নামে আখ্যায়িত করেন, তারাও আমন্ত্রিত - https://www.youtube.com/watch?v=HwgN7sNltLQ
→ মুহতারাম Asif Adnan (হাফি:)

জান্নাতি হুরয়াইন
ADMIN · 25 MAY,18

মিল্লাতে ইব্‌রাহীম –১

আবু মুহাম্মাদ ’আসিম আল-মাক্‌দিসী (হা)

✍মিল্লাতে ইব্‌রাহীম (ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর দ্বীন) এবং নবী ও রাসূলদের দা’ওয়াহ এবং একে ধ্বংস করতে ও দা’য়ীদের এই মিল্লাত থেকে সরিয়ে নিতে ত্বগুতদের কিছু পদক্ষেপের বর্ণনা

আবু মুহাম্মাদ ’আসিম আল-মাক্‌দিসী (হা)

“চরম পত্র”

হে ত্বগুতের দল (অত্যাচারী ও সীমালঙ্ঘনকারী শাসকগোষ্ঠী)! হতে পারে তুমি আজকের ত্বগুত অথবা আগামীকালের… হতে পারো তুমি কোন শাসক বা নেতা…সিজার বা কিসরা… ফিরাউন বা নমরূদ… ত্বগুতের কর্মচারী (ত্বগুতের বেতনভোগী) আলেম… তুমি হতে পারো ত্বগুতের আর্মি বা পুলিশ বা কোন গোয়েন্দা সংস্থার লোক; তোমাদের সবাইকে বলছি, শুনে রাখো…নিঃশ্চয়ই, আমাদের কোন সম্পর্ক নেই তোমাদের সাথে এবং আল্লাহকে ছেড়ে তোমরা যাদের ইবাদত কর তাদের সাথেও।(আল-মুমতাহিনা ৬০:৪) সম্পর্ক নেই তোমাদের পঁচে যাওয়া আইন বা নীতির সাথে… সম্পর্ক নেই তোমাদের সংবিধান আর মূল্যবোধের সাথে আর তোমাদের প্রচার মাধ্যমগুলোর সাথে। আমরা আরও বলছি, শুনে রাখো… আমরা তোমাদের প্রত্যাখ্যান করি। আর তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান না আনা পর্যন্ত আমাদের ও তোমাদের মধ্যে চিরতরে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়ে রইল।(আল-মুমতাহিনা ৬০:৪)

“যতদিন তুমি আমাকে রাখবে এই দুনিয়ায় আমি চালিয়ে যাব জিহাদ তোমার শত্রুদের সাথে,
আর তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করে যাওয়াই হবে আমার পেশা।
তাদের (শত্রুতা) আমি প্রকাশ করে দিব সবার সামনে।
আর (প্রতিনিয়ত) তাদের শক্তিকে খন্ড-বিখন্ড করে দিব আমার (ধারালো) কথা দ্বারা।

ধ্বংস হোক তারা! আমার রব তো জানে
তোদের গোপন বিষয়গুলো, (আরও জানেন) তোদের অন্তরের সকল খারাবি।
কারণ আল্লাহ তো অবশ্যই সাহায্য করবেন তাঁর দ্বীনকে ও তাঁর কিতাবকে,
আর তাঁর নবীকে, পূণ্যজ্ঞান ও শক্তির দ্বারা।

কেউ কখনো ভাঙতে পারবে না সত্যের এই স্তম্ভ,
যদিও বা এক হয় সকল মানুষ আর জ্বীন।”
(ইবন আল-কাইয়্যিম)

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি মুমিনদের অভিভাবক এবং কাফিরদের পরাজয় দানকারী। আর সালাত ও সালাম সেই রাসূলুল্লাহ (সঃ) এর উপর; যিনি আমাদের আদর্শ; যিনি বলতেন, “…..নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাকে তাঁর ‘খলিল’ (অন্তরঙ্গ বন্ধু) বানিয়েছেন,যেমনটি তিনি বানিয়েছিলেন ইব্রাহীমকে (আঃ)।”১

শুরুতেই বলতে চাই, আমার এই বইটি ‘মিল্লাতে ইব্‌রাহীম’,আমি সম্মানিত পাঠকদের কাছে নতুন ভাবে পেশ করছি। আসলে বইটি প্রকাশ হবার আগেই কিছু সংখ্যক উদ্যমী তরুণ এর অসংখ্য কপি দুনিয়াব্যাপী ছড়িয়ে দেয়। এর কারণ আমি পাকিস্তানে আমার কিছু আলজেরীয় ভাইদেরকে এর পান্ডুলিপি দিয়েছিলাম। এটা ছিল “আসালিব আত তুগাত ফিল কায়িদ লিদ-দাওয়াহ ওয়াদ-দু’আহ” নামক বইয়ের একটি অধ্যায় যা আমি সংকলন করছিলাম, অসম্পূর্ণ ছিল। ঐ সময় আমি বিভিন্ন দেশে ভ্রমন করার কারণে এটা অসম্পূর্ণ ছিল।সে অবস্থাতেই ঔ ভাইয়েরা প্রথমবার বইটি প্রকাশ করে এবং সেভাবেই প্রচার লাভ করে। এরপর যখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা’আলার রহমতে আমার সুযোগ এলো আমি এর প্রকাশের কাজটি সম্পূর্ণ করি। আর এই বইটির কারণে আমাকে বহুদিন ত্বগুতের ক্রোধের শিকার হয়ে জেল খাটতে হয়। শেষ পর্যন্ত তাদের ক্রোধ এতটাই চরমে পৌঁছায় যে, কোন ভাইকে এ্যারেষ্ট করলে তারা এ বইটির কথাই প্রথমে জিজ্ঞাসা করে। তাদের প্রথম প্রশ্নই হয়, “তুমি বইটি পড়েছ ? অথবা তুমি কি এর লেখককে চেন ?”

এই প্রশ্নের উত্তর যদি ‘হ্যাঁ’ হয় তাহলে তাকে বলা হয়, “এটাই (প্রমাণ হিসেবে) যথেষ্ট। এর মানে তুমি জিহাদী চিন্তার মানুষ। নিশ্চয়ই তোমার কাছে অস্ত্র আছে। কারণ আমরা যত সন্ত্রাসী গ্রুপকে ধরেছি সবার কাছেই এই বই ছিল।”

তাই আবারও সেই আল্লাহর প্রশংসা করছি, যিনি এ বই তাদের গলার কাটা বানিয়েছেন, এ বই তাদের মাথার ব্যথা আর লিভারে আলসার। আর আমি আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই এবং তুমি এই সব ত্বগুতদের পাকড়াও কর সা’দান(আঙটা আকৃতির কাঁটা) দ্বারা।

বইটি পুনঃপ্রকাশের আগে সময় নেয়ার অন্যতম একটি কারণ ছিল এই যে, আমি চেয়েছিলাম পাঠকদের মতামত উপদেশগুলো বিবেচনা করতে। আমার সবচেয়ে বেশী আগ্রহ ছিল ঐসব লোকদের মন্তব্যের ব্যাপারে যা সবসময় এই দাওয়াহ ও এই বইয়ের বিরোধিতা করার জন্য হাকরে থাকে; কিছু একটা বিরোধিতা না করতে পারলে এদের মুখ চুলকাতে থাকে। এরা বলেছে, আমাদের মুখ দিয়ে নাকি এমন কথা বেরিয়েছে যা পূর্বে কখনো বের হয়নি; এটা একটি মিথ্যা কথা। এদের মধ্যে কেউ কেউ আবার এব্যাপারে জুমআর খুৎবাও দিয়ে ফেলেছেন।

কুয়েতের এক মসজিদের এই খতিব সাহেব বলেছেন, আমি নাকি বলেছি যে এই যুগে আমিই (লেখক) একমাত্র মিল্লাতে ইব্‌রাহীমের ওপর। বাকি সবাইকে নাকি আমি কাফির ঘোষণা করেছি।তিনি আমাদেরকে এ যুগের ‘খাওয়ারিজ’ ডেকেছেন।এগুলো ছাড়াও আরও অনেক কিছুকেই তারা মিথ্যা বলতে চায় আর বিভ্রান্ত করে সেই সব অন্ধমানুষদের যারা তাদের অনুসরণ করে। তবে যারা সত্যের অনুসারী; হিদায়াতের আলোতে যারাপথ চলেন, তারা আমাদের ব্যাপারে জানেন এবং বোঝেন। তাইতো কবি বলেছেনঃ

‘আর আল্লাহ যদি প্রচার করতে চান একটি ভালো জিনিস,
যার প্রয়োজনসবার।
তিনি তো জাগিয়ে দেন হান তার সেই বক্তাকে,
যাকে হিংসুটেরা হিংসা করে।’

মিল্লাতে ইব্‌রাহীম□ –১
□আবু মুহাম্মাদ ’আসিম আল-মাক্‌দিসী (হা)□

এতো দীর্ঘ সময় এবং এতো অসংখ্য আগ্রাসী সমালোচকের দল থাকা সত্ত্বেও আমার কাছে সত্যিকার অর্থে বড় ধরনের কোন অভিযোগ আসেনি। যা এসেছে তা ঐসব আলেমদের তোলা খুচরা কিছুবিষয়। আমি সে গুলোর সার সংক্ষেপ তুলে ধরছিঃ

**তারা বলেছেন, আমার (লেখক) ভাষ্যমতে ইব্‌রাহীম (আঃ) এর মূলনীতিই হচ্ছে কাফিরদের সাথে শত্রুতা পোষণ করা এবং সম্পর্ক ছিন্ন করা। কিন্তু আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়া তা'আলা তাঁকে প্রশংসাকারী ও সবরকারী বলেছেন। কারণ তিনি লূত (আঃ)-এর কওমের পক্ষ নিয়েছিলেন যাতে সেখানে গযব না দেয়া হয়।*

**তাদের আরও একটি আশ্চর্য অভিযোগ হলো, “আমাদের পথ ও মিল্লাত হলো মুহাম্মাদ (সঃ) এর পথ। আর ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর মিল্লাত বা শরীয়া তো এর পূর্বের শরীয়া। আর যারা পূর্বে এসেছে তাদের শরীয়া তো আমাদের জন্য নয়।”*

**তারা বলেছেন, “সূরা মুমতাহিনার যে আয়াতে মিল্লাত-ই ইব্‌রাহীম(আঃ)-এর কথা বলা হয়েছে, সেটাতো মদীনায় নাযিল হয়েছিল, যখন দারুল ইসলাম ছিল।” তারা জোর গলায় বলছেন যে, মিল্লাতে ইব্‌রাহীম তখনই পূর্ণরূপে পালন করা যাবে যখন দারুল ইসলাম থাকবে।*

**তারা আরও বলেন, “মক্কায় মূর্তি ভাঙ্গাঁর হাদীসটি একটি দুর্বল হাদীস।”এই হাদীসটিকে দুর্বল করেই যেন তারা এ বইটিকে অস্বীকার করার চেষ্টা করতে চায়।*

আসলে এসব মামুলী যুক্তি নিয়ে আলোচনা করতে গেলে বইটির অসম্মান করা হবে। বিজ্ঞ পাঠকরা অন্ততঃ সেটাই ভাবছেন। কবিও বলেছেনঃ

যত সন্দেহের অস্পষ্টতা আছে
সবই তো চূর্ণ সারিবদ্ধ কাঁচের মতো।
সত্যের আগমনে এরা সবই হবে ধ্বংস।

সত্যি বলতে কি, কিছু সংখ্যক মোহাবিষ্ট বোকা ছাড়া আর সবার কাছেই এসব যুক্তির উত্তর মজুদ আছে, কারণ, এ গুলো খুবই দুর্বল যুক্তি।তাই আমি সংক্ষেপে উত্তরগুলো দিচ্ছিঃ

***প্রথমত, ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর প্রসঙ্গে যে প্রশ্নটি তারা তুলেছে তার জবাব দিচ্ছি, মহান আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ*

فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَىٰ يُجَادِلُنَا فِي
قَوْمِ لُوطٍ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُّنِيبٌ

অতঃপর যখন ইব্‌রাহীমের সেই ভয় দূর হয়ে গেল এবং সে সুসংবাদ প্রাপ্ত হলো তখন আমার (প্রেরিত ফেরেস্তাদের) সাথে লুত কওম সম্বন্ধে তর্ক-বিতর্ক (জোর সুপারিশ) করতে শুরু করে দিল। বাস্তবিক ইব্‌রাহীম ছিল বড় সহনশীল প্রকৃতির, দয়ালু স্বভাবের ও কোমল হৃদয়ের।(হুদ ১১ঃ ৭৪-৭৫)

আসলে এই আয়াত দ্বারা তাদের মিথ্যা অভিযোগ কখনোই সত্য প্রমাণ করা যায় না। কারণ তাফসীরকারকগণ স্পষ্টই বলেছেন যে, ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর দুশ্চিন্তা ছিল লুত (আঃ)-কে নিয়ে, তার কওমকে নিয়ে নয়। যখন ফেরেশতারা বলেছিলঃ

قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ ۖ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ

তারা বলল :ঃ“নিশ্চয় আমরা এই জনপদবাসীকে ধ্বংস করবো.....” (‘আনকাবুত ২৯:৩১)

ইব্রাহীম (আঃ) বললেন,“ যদি তোমরা সেখানে ৫০ জন মুসলিম পাও, তাহলেও কি ধ্বংস করবে?”
তারা বলল, “না।”
তিনি বললেন, “ তাহলে ৪০ জন ?”
তারা বলল, “না।”
তিনি বললেন, “ তাহলে ২০ জন ?”
তারা বলল, “না।”
তিনি বললেন, “ যদি সেখানে থাকে ১০ জন বা ৫ জন ?”
তারা বলল, “না।”
তিনি বললেন, তাহলে ১ জন ?”
তারা বলল, “না।”

قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا ۚ قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَن فِيهَا ۖ لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ

তিনি বললেনঃ সেখানে তো লুত আছে ! তারা বললঃ‘সেখানে কারা আছে আমরা তো তা ভালো করেই জানি। আমরা লুত ও তাঁর পরিবারকে রক্ষা করবোই, তাঁর স্ত্রীকে ব্যতীত..... ।২

এই আয়াত দিয়েই তাফসীরকারগণ ঐ ঘটনার ব্যাখ্যা দিয়েছেন।৩

কোরআনের সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা (তাফসীর) হলো, কোরআন দ্বারা কোরআনের তাফসীর। উপরোল্লেখিত সূরা হুদের ঐ আয়াতটি সূরা আনকাবুতে আয়াতটি দ্বারা ব্যাখ্যা করা হল। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :ঃ

وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ ۖ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ
قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا ۚ قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَن فِيهَا ۖ لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ

আর যখন আমার ফেরেশতাগণ সুসংবাদ নিয়ে ইব্‌রাহীমের কাছে আগমন করল, তখন তারা বলল, আমরা এই জনপদের অধিবাসীদেরকে ধ্বংস করবো, নিশ্চয় এর অধিবাসীরা জালিম। ইব্‌রাহীম (আঃ) বললেনঃ সেখানে তো লুতও আছে। তারা বললঃ সেখানে কারা আছে, আমরা তা ভালো করেই জানি। আমরা লুতকে ও তাঁর পরিবারকে অবশ্যই রক্ষা করবো, তাঁর স্ত্রী ব্যতিত, কারণ সে পশ্চাতে অবস্থানকারীদের (ধ্বংসপ্রাপ্তদের) অন্তর্ভুক্ত।(‘আনকাবুত ২৯:৩১-৩২)

সুতরাং আমরা দেখতে পাই, ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর মূল চিন্তাটাই ছিল লুত (আঃ)-এর ব্যাপারে। লুত (আঃ)এর জন্যই তিনি ফেরেশতাদেরকে বোঝাতে চাচ্ছিলেন। এবং ফেরেশতারাও তাঁকে লুত (আঃ) এর ব্যাপারে নিশ্চয়তা দিয়েছিল।তারপরও যদি আমরা একথা তর্কের খাতিরেও গ্রহণ করি যে, তিনি লুত (আঃ) কওমের ব্যাপারে ফেরেশতাদের বোঝাচ্ছিলেন; তাহলেআমরা নিচের কোন্ ব্যাখ্যাটি নিবঃ তিনি ঐ কাফির ও জালিমদের পক্ষে ছিলেন এবং তাদের সাহায্য করতে চাচ্ছিলেন (নাউযুবিল্লাহ), নাকি তিনি চাচ্ছিলেন যে, তাদের উপর আযাব আসার আগে তারা হিদায়াত প্রাপ্ত হোক। অবশ্যই নবীরা (আঃ) ছিলেন তাদের কওমের মধ্যে সবচেয়ে কোমল হৃদয়ের। তার মানে এই নয় যে তারা কাফিরদের পক্ষে ছিলেন।

তাদের দাওয়ার কারণে তারা সবসময় চাইতেন যেন, মানুষ হিদায়াত পায়। যেমন আমরা মুহাম্মাদ (সঃ)-এর ক্ষেত্রে দেখতে পাই। তাহলে যখন তার কাছে পাহাড়ের ফেরেশতাকে পাঠানো হলো। তিনি ঐ অস্বীকারকারী কওমের বিরুদ্ধে যেকোন হুকুম দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি বললেন, “ বরং আমি আশা করি আল্লাহ তা'আলা তাদের বংশধরদের মধ্যে থেকে এমন মানুষ বের করবেন যারা শুধুমাত্র আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না।” এই হাদীসটি ইমাম বুখারী ও মুসলিম উভয়েই বর্ণনা করেছেন।

নবী রাসূলগণ সকলের চেয়ে সম্মানিত মানুষ। তাঁদের ব্যাপারে আমাদের আদব হলো, আমরা তাদের ব্যাপারে কখনো নেতিবাচক চিন্তা করবো না। অর্থাৎ আমরা তাদের ব্যাপারে এমন কোন বুঝ নিব না যা কিতাবে বর্ণিত তাদের দাওয়াহর বিরোধী। তাদের কোন দোষ ত্রুটি খোঁজাও আমাদের উচিৎ নয়। আর যারা তাদের ব্যাপারে ভুল ব্যাখ্যা দিতে চায়, তারা নিজেরাই নিজেদের ধোঁকা দেয়। কারণ, তাদের যুক্তিগুলো কোরআনের বক্তব্যের বিরোধী।

আল্লাহর নবীগণ হচ্ছেন সেই মানুষ যাদেরকে মূলত পাঠানোই হয়েছে শিরক আর কুফরের শত্রু হিসেবে। তারা কাফির ও মুশরিকদের সাথে স্পষ্ট শত্রুতা পোষণ করেন।

যখন এই বিভ্রান্তের দল কোন বক্তব্যের কোন দলীল পায় না, তখন কিতাব থেকে তারা এমন আয়াত খুঁজতে থাকে যেমনটি তাদের মন চায়। তারা সেইসব আয়াত খুঁজে যেগুলো দ্বারা জোড়াতালি দিয়ে তাদের খোড়া যুক্তিকে দাঁড় করাতে পারে। তারা কিছু আয়াতের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে কোরআনের সেই আয়াতকে অস্বীকার করে যেগুলো স্পষ্ট এবং সন্দেহাতীত। যেমন সূরা মুমতাহিনার আয়াতটি :ঃ

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ
إِنَّا بُرَآءُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ

আর অবশ্যই তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ রয়েছে ইব্‌রাহীম ও তাঁর অনুসারীদের মধ্যে। তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিলঃ আমাদের কোন সম্পর্ক নেই তোমাদের সাথে এবং আল্লাহকে ছেড়ে তোমরা যাদের ইবাদত কর তাদের সাথেও ...(আল-মুমতাহিনা ৬০:৪)

লক্ষ্য করুন এই আয়াতের শুরুতে আল্লাহ তা'আলা কি বলেছেন- ‘এতে উত্তম আদর্শ রয়েছে।’ পরবর্তী আয়াতে সেই একথা তিনি আবার উল্লেখ করেছেন গুরুত্ব সহকারে,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ

নিশ্চয় তাঁদের (ইব্‌রাহীম ও তাঁর অনুসারীগণ) মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে, যারা আল্লাহ ও আখিরাতের প্রত্যাশা করে তাদের জন্য ...(আল-মুমতাহিনা ৬০:৬)

এমন স্পষ্ট আয়াত ছেড়ে তারা ছুটে যায় সূরা হুদ এর সেই আয়াতটির। সেখানেও আল্লাহ পরবর্তীতে ইব্‌রাহীম (আঃ)-কে সম্বোধন করে বলেছেন,

يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ

ও ইব্‌রাহীম! এ কথা ছেড়ে দাও। (হুদ ১১:৭৬)

একবার চিন্তা করে দেখুন এই সব বিভ্রান্ত মানুষের কথা; শয়তান কিভাবে তাদের পথভ্রষ্ট করেছে এবং প্রশংসা করুন মহান আল্লাহর যিনি হিদায়াতের পথ দেখিয়েছেন।

‘তোমাদের অন্তরের জন্য দু'টি চোখকে জাগিয়ে দাও।
আর রহমানের ভয়ে যারা শুধুই কাঁদবে।

কারণ তোমার রব চাইলে তুমি হতে তাদেরই মতন।
তোমার ক্বলবের নিয়ন্ত্রণ তো আর রহমানের হাতে।

** দ্বিতীয়ত, তারা বলেছেন ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর শরীয়াহ আমাদের পূর্বের উম্মতদের জন্য, আমাদের জন্য ইব্‌রাহীম (আঃ) এর শরীয়াত নয়। আশ্চর্য যুক্তি ! এই যদি তাদের কথা হয় তাহলে আল্লাহ তা’আলার সেই সব আয়াত সম্পর্কে তারা কি বলবেঃ

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ

আর অবশ্যই তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ রয়েছে ইব্‌রাহীম ও তাঁর অনুসারীদের মধ্যে।
তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিলঃ আমাদের কোন সম্পর্ক নেই তোমাদের সাথে এবং
আল্লাহকে ছেড়ে তোমরা যাদের ইবাদত কর তাদের সাথেও। আমরা তোমাদেরকে
প্রত্যাখ্যান করি। আর তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান না আনা পর্যন্ত আমাদের ও
তোমাদের মধ্যে চিরতরে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়ে রইল।(আল-মুমতাহিনা ৬০:৪)

সবগুলো আয়াতই স্পষ্ট-

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ ۚ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ

তোমরা যারা আল্লাহ ও আখিরাতের প্রত্যাশা কর অবশ্যই তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ রয়েছে তাঁদের (ইব্‌রাহীম ও তাঁর অনুসারীদের) মধ্যে। আর কেউ মুখ ফিরিয়ে নিলে সে জেনে রাখুক, আল্লাহ তো অভাবমুক্ত, প্রশংসার্হ।(আল-মুমতাহিনা ৬০:৬)

এখানেই শেষন- আরও আছেঃ

وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ

ইব্‌রাহীমের মিল্লাত থেকে কে বিমুখ হতে পারে, সে ছাড়া যে নিজেকে নির্বোধ প্রতিপন্ন করেছে? (আল বাকারা ২:১৩০)

আল্লাহ তা’আলা অন্য আয়াতে উল্লেখ করেছেনঃ

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۖ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

তারপর আমি আপনার প্রতি ওহী প্রেরণ করলাম যে, আপনি একনিষ্ঠভাবে ইব্‌রাহীমের মিল্লাত অনুসরণ করুন এবং তিনি মুশরিকদের দলভুক্ত ছিলেন না।(আন-নাহল ১৬:১২৩)

এছাড়া রাসূল (সঃ)-এর সুন্নাহতে নির্ভরযোগ্য অনেক হাদীস পাওয়া যায় যেখানে রাসূলুল্লাহ (সঃ) আল-হানিফিয়্যাহ, আস-সামহাহ; আমাদের পিতা ইব্‌রাহীম (আঃ) এর মিল্লাত।

কোরআন ও সুন্নাহতে এমন অসংখ্য দলীল আছে যা প্রমাণ করে যে, মুহাম্মাদ (সঃ) এর দাওয়াহর মাঝে কুফ্‌ফারদের প্রতি প্রকাশ্য শত্রুতা ও তাদের বিরোধিতা ছিল এবং শত্রুতা ছিল তাদের উপাস্য ও তাদের আইন বিধানের প্রতি। আর এটাই ছিল আমাদের পিতা ইব্‌রাহীম (আঃ) এর মিল্লাতের মূল স্তম্ভ।

বুখারী ও মুসলিমের বর্ণিত হাদীস থেকে পাওয়া যায়, “নবীগণ সবাই ছিলেন‘আলাত সন্তান।” অর্থাৎ তাদের ভিত্তি ছিল এক ও অভিন্ন তবে শরীয়াহর শাখাপ্রশাখায় কিছু ভিন্নতা ছিল, এ বইতে আমরা এটাই প্রমাণ করার চেষ্টা করেছি যে, তাওহীদের দাবীই হলো শিরকের সাথে সাথে শত্রুতা পোষণ করা এবং এর সমর্থকদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়া। এক্ষেত্রে ‘মানসুখ’ (একটির আগমনের আরেকটি বাতিল হওয়া) হওয়ার মতো কোন বিষয় নেই। কারণ এটা শরীয়াহর বিষয় নয় যে পূর্বের শরীয়াহ বাতিল হয়ে নতুন শরীয়াহ কার্যকর হয়েছে। বরং এটা সেই অপরিবর্তনীয় তাওহীদের নীতি যা সকল নবী রাসূলগণ অনুসরণ করেছেন, শিরক ও মুশরিকদের সাথে শত্রুতা পোষণের নীতি একটাইঃ

আল্লাহ তা’আলা বলেছেনঃ

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ

আল্লাহর ইবাদত করবার ও ত্বগুতকে বর্জন করবার নির্দেশ দেয়ার জন্যই আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসূল পাঠিয়েছি। (আন-নাহল ১৬:৩৬)

মহিমাময় আল্লাহ আরো বলেছেনঃ

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ

আমি তোমার পূর্বে এমন কোন রাসূল প্রেরণ করি নাই তাহার প্রতি এই ওহী ব্যতিত যে, আমি ছাড়া কোন ইলাহ নাই। সুতরাং আমারই ইবাদাত কর।(আল-আম্বিয়া ২১:২৫)

অন্য আয়াতে তিনি আরো বলেছেনঃ

شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ

তিনি (আল্লাহ) তোমাদের জন্য সেই দ্বীন নির্ধারিত করেছেন, যা তিনি নূহকে নির্দেশ দিয়েছেন, এবং যা আমি আপনার প্রতি ওহীর মাধ্যমে প্রেরণ করেছি, আর আমি ইব্‌রাহীম.....(শূরা ৪২:১৩)

**তৃতীয়ত, সমালোচকদের বক্তব্যটি ছিল সূরা মুমতাহিনার আয়াতটি মদীনায় নাযিল হওয়ার ব্যাপারে; অর্থাৎ যখন দারুল ইসলাম (ইসলামী রাষ্ট্র) ছিল তখন এই আয়াত নাযিল হয়ঃ

এর উত্তরে আমরা বলতে চাই, আল্লাহ তা’আলা দ্বীনকে পরিপূর্ণ করেছেন এবং তাঁর নিয়ামতকে সম্পূর্ণ করেছেন আমাদের জন্য, আমরা একটি পরিপূর্ণ দ্বীন পেয়েছি, যা আমাদেরকে অনুসরণ করতে হবে। কেউ যদি অনুসরণ করার ক্ষেত্রে মাক্কী ও মাদানী আয়াতের মাঝে পার্থক্য করতে চায়, তাহলে তাদেরকে দলীল পেশ করতে হবে নতুবা তারা মিথ্যুক সাব্যস্ত হবে। কারণ, আল্লাহ বলেছেনঃ

قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ

আপনি বলুনঃ যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে প্রমাণ নিয়ে এসো।(আল-বাকারা ২:১১১)

কোন ধরনের দলীল ছাড়া ইচ্ছামত এমন যুক্তি পেশ করলে, তা বাস্তবিকই, দ্বীনের মধ্যে ব্যাপক ভ্রান্তির দরজা খুলে দেয়। সেই সাথে এই ধরনের যুক্তি শরীয়াহর অনেক বিষয়কে অস্বীকার করতে বলে। তবে তারা যদি একথা বলতো যে, “এ মিল্লাত পূর্ণ বহিঃপ্রকাশ ঘটানো বা প্রকাশ্যে ঘোষণা দেয়া বিষয়টি, একটি মুসলিমের (একাজ করার) ক্ষমতার উপর নির্ভর করে।”তাহলে আমাদের কোন বিরোধিতা থাকতো না। কিন্তু তারা তো যুক্তি দিয়ে বর্তমান অবস্থায় এ ধরনের কাজকে অবান্তর বলেই উড়িয়ে দিতে চাচ্ছে। ইব্‌রাহীম (আঃ) যখন তাঁর অল্প সংখ্যক অনুসারীদের নিয়ে এ ঘোষণা দেন, তখন তো তাঁর কোন রাষ্ট্র ছিল না বরং তারা সেখানে ছিল দুর্বল। তারপরও আল্লাহ তা’আলা ইব্‌রাহীম (আঃ)-কেই আমাদের উত্তম আদর্শ বলেছেন; যারা বিশ্বাস রাখি আল্লাহ ও আখিরাতের উপর তাদের জন্য। আর আমরা তো এ কথা ভালো করেই জানি যে, মুহাম্মাদ (সঃ) মাক্কী কি মাদানী – তার সারাটি জীবনই তিনি এই তাওহীদের দাওয়াহ দিয়ে গেছেন। তাঁর দাওয়াহর মাঝে তিনি সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন শিরকের সাথে আর তারা যেগুলোর ইবাদত করতো সেগুলোর সাথেও। আর এটাই ছিল ঈমানের সবচেয়ে মজবুত বাঁধন; যার ইতিহাস আমরা তাঁর সীরাতে খুঁজে পাই- আল্লাহ তাঁর প্রতি শান্তি ও রহমত বর্ষণ করুন। এ বইতে আমরা এমন কিছু উদাহরণও তুলে ধরেছি। আর যদি তর্কের খাতিরে ধরেও নিই যে, এই আয়াতটির সাথে ইসলামী রাষ্ট্র থাকা না থাকা সম্পর্ক রয়েছে ;তাহলে ঐ সমস্ত সূরা ও আয়াত সম্পর্কে কি বলবেন যেখানে শিরকের সাথে শত্রুতাকে স্পষ্ট করা হয়েছে ?

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ

আপনি বলে দিনঃ হে কাফিরগণ ! আমি তার ইবাদত করি না তোমরা যার ইবাদত কর।(আল-কাফিরূন ১০৯:১-২)

... তাঁর এই বাণী পর্যন্তঃ

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

তোমাদের দ্বীন (কুফর) তোমাদের জন্য এবং আমাদের দ্বীন আমাদের জন্য।(আল-কাফিরূন ১০৯:৬)

আবু লাহাবের বিরুদ্ধে নাযিলকৃত আয়াতটিঃ

تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ

ধ্বংস হোক আবু লাহাবের হস্তদ্বয় এবং ধ্বংস হোক সে নিজেও। (লাহাব ১১১:১)

এছাড়া এই আয়াতটির কথা ভাবুন। যেখানে আল্লাহ বলেছেনঃ

أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَىٰ تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَىٰ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ ۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ ۖ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ

তোমরা কি ভেবে দেখেছ লাত ও উয্‌যা সম্বন্ধে এবং তৃতীয় আরেকটি মানাত সম্বন্ধে? তোমাদের জন্য পুত্র সন্তান এবং আল্লাহর জন্য কন্যা সন্তান ? এই প্রকার বন্টনতো অসংগত? এগুলো কতক নাম মাত্র যা তোমাদের পূর্বপুরুষরা ও তোমরা রেখেছো, যার সমর্থনে আল্লাহ কোন প্রমাণ নাযিল করেননি। তারা তো অনুমান এবং নিজেদের প্রবৃত্তিরই অনুসরণ করে, অথচ তাদের নিকট তাদের প্রতিপালকের তরফ থেকে পথ নির্দেশ এসেছে।(আন-নাজ্‌ম ৫৩:১৯-২৩)

জান্নাতি হুরয়াইন .ADMIN · 25 MAY,18

মিল্লাতে ইব্রাহীম – ১
আবু মুহাম্মাদ 'আসিম আল-মাকদিসি (হা)

সূরা আম্বিয়ার আয়াত দু'টিও কি একই কথা বলে নাঃ

إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَارِدُونَ لَوْ كَانَ هَٰؤُلَاءِ آلِهَةً مَّا وَرَدُوهَا ۖ وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ

নিশ্চয়! তোমরা (কাফিররা) এবং তোমাদের ঐ সব ইলাহ যাদের তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে ইবাদত করছ, সবাই জাহান্নামের ইন্ধন হবে। তোমরা সবাই তাতে প্রবেশ করবে। যদি তোমাদের এই আলিহারা (ইলাহ- এর বহু বচন) প্রকৃত উপাস্য হতো তাহলে তারা জাহান্নামে প্রবেশ করতো না। আর তারা সবাই তাতে অনন্তকাল থাকবে।(আল- আম্বিয়া ২১:৯৮-৯৯)

এসব আয়াতই মক্কায় নাযিল হয়েছে। এমন আরো অনেক রয়েছে। আমরা এই বইতে আরো উল্লেখ করতে চাই আল্লাহর সেই বক্তব্য যা তাঁর রাসূল (সঃ)- এর ব্যাপারে দিয়েছেনঃ

وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ

আর যখন কাফিররা আপনাকে দেখে তখন তারা আপনাকে শুধু ঠাট্টা বিদ্রূপের পাত্ররূপে গ্রহণ করে। তারা বলেঃ এ কি সেই লোক, যে তোমাদের দেবীদের সমালোচনা করে।(আল- আম্বিয়া ২১:৩৬)

আয়াতের শেষ অংশ লক্ষ্য করুন মুহাম্মাদ (সঃ)- এর সম্পর্কে কি বলা হয়েছে- " যে তোমাদের দেব-দেবীদের সমালোচনা করে।" অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (সঃ) এসব দেব-দেবীর বিরুদ্ধে কথা বলতেন এবং তিনি নিজেকে এসব মুশরিক ও কাফিরদের থেকে মুক্ত ঘোষণা করেছেন। এসব ঘটনা কি মদীনার ? নাকি এগুলো মক্কার আয়াত ? উদাহারণ তো রয়েছে আরো অনেক।

** চতুর্থত, তাদের কেউ কেউ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক মূর্তি ভাঙার হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন, আর তারা ভেবেছেন যেন এই একটি সমালোচনাই এই মহান মিল্লাত সংক্রান্ত পুরো বইয়ের সকল বক্তব্যকে উড়িয়ে দিবে।

এক্ষেত্রে আমাদের প্রথম জবাব হলো- এই হাদীসটি হাসান সূত্রে মুসনাদ আল-ইমাম আহমাদ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে।

আব্দুল্লাহ বলেন, "আমার পিতা আমাকে বলেছেন, 'আসবাত বিন মুহাম্মাদ আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, নাইম বিন হাকিম আল- মাদানী আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, আবি মারিয়াম থেকে, তিনি আলী রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, যিনি বলেন, "রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং আমি বের হলাম আর কাবা পর্যন্ত পৌছুলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেন, 'বসো'; এবং তিনি আমার কাঁধের উপর উঠলেন। অতঃপর আমি তাকে উঁচু করতে লাগলাম, কিন্তু তিনি আমার দুর্বলতা বুঝতে পারলেন। সুতরাং তিনি নামলেন এবং আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার জন্য বসে পড়লেন এবং বললেন, "আমার ঘাড়ের উপর উঠো"। তিনি(আলী (রাঃ)) বলেন, 'সুতরাং আমি তাঁর ঘাড়ের উপর উঠলাম'। তিনি (আলী (রাঃ)) বলেন, 'অতঃপর তিনি আমাকে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন।' তিনি (আলী (রাঃ)) বলেন, 'আমার মনে হতে লাগল যেন আমি ইচ্ছা করলে আকাশের দিগন্তে পৌছাতে পারতাম যতক্ষণ না আমি সেই ঘরের (কাবা) উপর পৌছুলাম যেখানে তামা বা পিতলের মূর্তি ছিল। সুতরাং এটিকে এর ডানে, বামে, সামনে ও পেছনে ঠেললাম, যতক্ষণ না এটি আমার আয়ত্তে আসল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেন, 'এবার ওটাকে ফেলে দাও।'সুতরাং আমি এটাকে ফেলে দিলাম এবং এটি ভাঙা বোতলের ন্যায় চূর্ণ হয়ে গেল। এরপর আমি নামলাম এবং রাসূলুল্লাহ এবং আমি দ্রুত প্রস্থান করলাম যতক্ষণ না আমরা বাড়িগুলোর মাঝে লুকালাম, এই ভয়ে যে কওমের কেউ হয়ত আমাদের দেখে ফেলবে।"

আমার (লেখকের) বক্তব্য হলোঃ আসবাত ইবন মুহাম্মাদ বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তি তাকে শুধু আছ ছাওরী থেকে বর্ণনাকৃত হাদীসের জন্যই দুর্বল ধরা হয়। আর এক্ষেত্রে তিনি আথ- থাওরী থেকে বর্ণনা করেননি।

আর নাইম বিন হাকিমকে 'তারিখ বাগদাদ' গ্রন্থে নির্ভরযোগ্য বলে ঘোষণা দিয়েছেন ইয়াহিয়া ইবন মাইন এবং আল- আজালি। [তারিখ বাগদাদ ১৩/৩০৩]

এবং আব্দুল্লাহ ইবন আহমাদ বিন হাম্বল আরো বলেন, "নাসর ইবন আলী আমার নিকট বর্ণনা করেন, আব্দুল্লাহ ইবন দাঊদ আমাদের নিকট বর্ণনা করেন, নাইম বিন হাকিম থেকে, তিনি আলী রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, তিনি (আলী (রাঃ)) বলেন, "কাবার উপর কিছু মূর্তি ছিল, সুতরাং আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এর উপর তুলতে শুরু করলাম, কিন্তু আমি অক্ষম ছিলাম। অতএব তিনি আমাকে উঁচু করলেন এবং আমি সেগুলেতে আঘাত করতে শুরু করলাম।আর আমি যদি চাইতাম তাহলে আকাশে পৌছাতে পারতাম।" [আলমুসনাদ ১/১৫১]

এবং আল- হায়ছামী তাঁর মুজমি আল জাওয়াইদ গ্রন্থে "তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কতৃক মূর্তি ধ্বংসকরণ" অধ্যায়ে এই হাদীসটি উল্লেখ করেছেন, এবং এরপর তিনি বলেছেন, '... আহমাদ ও তার পুত্র, আবু ইয়ালা এবং আল- বাজ্জার কর্তৃক বর্ণিত। তিনি (আল- বাজ্জার) আলী (রাঃ)র কথার পর আরো কিছুকথা যোগ করেছেনঃ '... সুতরাং আমরা বাড়িগুলোর মাঝে আশ্রয় নিলাম। এরপর এতে (কাবায়) আর একটিও যোগ করা হয়নি'- অর্থাৎ আর কোন মূর্তি যোগ করা হয়নি। তিনি বলেন, '... এবং এই সকলের (বর্ণনার) বর্ণনাকারীগণ প্রত্যেকেই বিশ্বাসযোগ্য।' [মুজমি আজ- জাওয়াইদ, খন্ড ৬/২৩]

এবং আল- খাতিব আল- বাগদাদী বলেন, "আবু নাইম আল হাফিয আমাদের নিকট লিখিত দলীল থেকে বর্ণনা করেন, আবু বকর আহমাদ ইবন ইউসুফ ইবন খাল্লাদ আমাদের নিকট বর্ণনা করেন,'মুহাম্মাদ ইবন ইউনুস আমাদের নিকট বর্ণনা করেন,"আব্দুল্লাহ ইবন দাউদ আল খুরাইবি আমাদের নিকট নাইম বিন হাকিম আল মাদানী থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 'আমার নিকট আবু মারইয়াম, আলী ইবন আবু তালিব থেকে (রাঃ) বর্ণনা করেন, যিনি বলেনঃ 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে সাথে নিয়ে মূর্তিগুলোর নিকট গেলেন।

অতঃপর তিনি বললেন, 'বস', সুতরাং আমি কাবার পাশে বসলাম। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার ঘাড়ে উঠলেন এবং বললেন, 'আমাকে নিয়ে মূর্তির (নাগাল পাওয়া পর্যন্ত) উঁচু হও।' সুতরাং উঠে আমি দাঁড়ালাম কিন্তু যখন তিনি তাঁর নিচে আমার দুর্বলতা টের পেলেন,তিনি বললেন, 'বস', সুতরাং আমি বসলাম এবং আমার উপর থেকে তাকে নামতে দিলাম। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার জন্য বসলেন এবং আমাকে বললেন, 'হে আলী, আমার ঘাড়ের উপর উঠ, ' সুতরাংআমি তাঁর ঘাড়ের উপর উঠলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন এবং যখন (সোজা হয়ে) দাঁড়ালেন তখন আমার মনে হল যেন আমি যদি চাইতাম তাহলে আকাশে পৌছাতে পারতাম। এবং কাবার উপরে উঠলাম এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সরে দাঁড়ালেন। সুতরাং আমি তাদের সবচেয়ে বড় মূর্তিটির দিকে এগুলাম; মূর্তিটি কুরাইশদের; যা ছিল তামার তৈরী এবং এটি কাবার সামনের দেয়ালের সাথে লোহার হুক দ্বারা আটকানো ছিল। সুতরাং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেন, 'ওটাকে পাকড়াও (মুক্ত কর)'। সুতরাং আমি ওটাকে পাঁকড়াতে থাকলাম এবং পাঁকড়ানো থামালাম না। এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতে লাগলেন, 'চালাতে থাকো, চালাতে থাকো, চালাতে থাকো।' আর একে ঠেলা বন্ধ করলাম না যতক্ষণ না একে পাকড়াও করে মুক্ত করলাম। অতঃপর তিনি বললেন, 'একে আঘাত কর!' সুতরাং আমি আঘাত করলাম এবং এটাকে ভাঙলাম এবং এরপর আমি নেমে আসলাম।"[তারিখ বাগদাদ, খন্ড১৩/৩০২-৩০৩]

আমার (লেখক) বক্তব্য হলোঃ আবু মারইয়াম হচ্ছেন কায়স আস- সাকাফি আল- মাদা'নী, তিনি বর্ণনা করেছেন আলী (রাঃ) থেকে, আর তার (কায়স) কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন নাইম ইবন হাকিম। ইবন হিব্বান 'আছ ছিকাহ্' গ্রন্থে তার কথা উল্লেখ করেছেন; আর আন নাসাঈ তাকে বিশ্বাসযোগ্য বলেছেন। বিষয়টি আল হাফিজ ইবন হাযার ব্যাখ্যা করেছেন, "এটি একটি ভুল যে (কেউ কেউ দাবী করে) আবু মারইয়াম আল- হানাফীই 'কায়স'। কিন্তু সত্য কথা হলো, যাকে কায়স বলা হয়ে থাকে তিনি আসলে আবু মারইয়াম আস- সাকাফি(আল- হানাফি নন)..." এরপর তিনি বলেন, "... তবে আমার পঠিত আন নাসাঈর 'আত তামইয' গ্রন্থে তিনি একজনকেই উল্লেখ করেছেন আবু মারইয়াম কায়স আস- সাকাফি নামে। হ্যাঁ, তিনি 'আত তামইয'- এ তার কথা উল্লেখ করেছেন, কিন্তু আবু মারইয়াম আল হানাফির কথা তিনি উল্লেখ করেননি; এর কারণ হলো, তিনি শুধুমাত্র তাদের কথাই উল্লেখ করেছেন যাদের সম্পর্কে তিনি জানতেন।"

আর যারা এই হাদীসের বিরুদ্ধেকথা বলেছেন তারা এই দু'জন মানুষকে (আছ ছাকাফি ও আল হানাফি) নিয়ে তালগোল পাকিয়ে ফেলেছেন, সুতরাং এ ব্যাপারে সতর্ক হওয়া উচিৎ। এছাড়াও আল হাফিয আয যাহাবী তাকে বিশ্বস্ত মনে করতেন৪; আর ইবন আবি হাকিম তাকে 'আয- যারহ আত- তা'দিল' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন এবং আল বুখারী উল্লেখ করেছেন 'আত তারিখ আল কাবীর' গ্রন্থে কিন্তু তিনি তার ব্যাপারে কোন সমালোচনা করেননি, প্রশংসাও করেননি। সুতরাং তিনি আলহানাফি বা আল- কুফি নন। [মিজান আল ইতিদাল (৪/৫৭৩)]

#চলবে_ইনশা_আল্লাহ্

Guraba Nabil Admin

প্রশ্ন: বর্তমানে মুসলিম দেশের শাসকবৃন্দের অনেকেই সালাত আদায় করে, সিয়াম পালন করে, যাকাত প্রদান করে, হজ্জ করে এমনকি তাহাজ্জুদ আদায় করে বলেও শুনা যায়। তাহলে এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা কিভাবে বৈধ হবে?

.

উত্তর: হ্যা! যদিও এরা সালাত আদায় করে তারপরও এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ফরজ।

.

"হারেস আল আশআরী রা. হতে বর্ণিত,রাসূল সা. বলেন: আমি তোমাদের পাঁচটি কাজের নির্দেশ দিচ্ছি, আল্লাহ আমাকে ঐগুলোর নির্দেশ দিয়েছেন।(সে কাজগুলো হলো) আল জামাআহ(ঐক্য,একজন আমীরের অধীনে ঐক্যবদ্ধ হওয়া)। আস সামউ(আমীরের নির্দেশ শ্রবণ করা)। আত ত্ব-আহ(আমীরের নির্দেশ পালন করা)। আল হিজরাহ(হিজরত করা)। আল জিহাদ(আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা)।

.

যে ব্যক্তি আল "জামাআহ" থেকে বের হয়ে এক বিঘত পরিমাণ দূরে সরে গেল সে নিজের গর্দান থেকে ইসলামের রশি খুলে ফেলল।তবে যদি সে আবার ফিরে আসে তো ভিন্ন কথা। আর যে ব্যক্তি জাহিলিয়্যাতের দিকে আহবান জানায় সে তো জাহান্নামের পচা-গলা লাশ।সাহাবায়ে কেরামগণ জিজ্ঞাসা করলেন যে, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি তারা সালাত ও সাওম পালন করে তবুও? রাসূল সা. বললেন, হা যদিও সালাত ও সাওম পালন করে এবং সে নিজেকে মুসলিম বলে দাবী করে।"-(তীরমিযি ২৮৬৩ আলবানী এটাকে সহীহ বলেছেন, মুসনাদে আহমদ হা: নং ১৭২০৯, জামেউল আহাদীস হা: নং ৪৪, সহীহ ইবনে হিব্বান হা: নং ৬২৩৩)

.

আমাদের দেশের মুসলিম শাসকদের অবস্থা এরচেয়েও খারাপ। কারণ তারা নিজেদেরকে ধর্মনিরপেক্ষ বা সেক্যুলার মুসলিম হিসাবে দাবি করে থাকে। গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, রাজতন্ত্র,জাতীয়তাবাদ ইত্যাদিই হচ্ছে এদের রাজনৈতিক মূলমন্ত্র।
আল্লাহর আইন তাদের মনপূত: না হলে সেক্ষেত্রে আল্লাহর আইনকে বাতিল করে বিকল্প আইন তৈরি করে।

.

এজাতীয় লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা সাহাবাদের থেকেও প্রমাণিত আছে।

.

তাছাড়া মুসলিম বিশ্বের এই শাসক গোষ্ঠী প্রকৃত মুসলিমদেরকে জঙ্গিবাদী,মৌলবাদী ইত্যাদি নামে আখ্যায়িত করে তাদেরকে জেল-জুলুম ও চরম নির্যাতন করে থাকে। এমনকি যারা মানব রচিত সকল বিধান বাতিল করে ওহীর বিধান কায়েম করতে চায় তাদেরকে ইহুদী-খৃষ্টানদের হাতে তুলে দিতে দ্বিধাবোধ করে না। এসকল শাসকরা মুমিনদের চেয়ে কাফেরদেরকেই তাদের বন্ধু ও অভিভাবক জ্ঞান করে থাকে।

.

এছাড়াও এই শাসকগোষ্ঠী আল্লাহর বিধান কিছু মানে আর কিছু মানে না। এদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,"
أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ۚ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ
অর্থ: তোমরা কি কিতাবের কিছু অংশে ঈমান রাখ আর কিছু অংশ অস্বীকার কর? সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা তা করে দুনিয়ার জীবনে লাঞ্চনা ছাড়া তাদের কী প্রতিদান হতে পারে? আর কিয়ামতের দিনে তাদেরকে কঠিনতম আযাবে নিক্ষেপ করা হবে। আর তোমরা যা কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে গাফিল নন।
-(সূরাঃ আল বাকারা, আয়াতঃ ৮৫)

.

অপর আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে,"
إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا * أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا
অর্থ: নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ ও তার রাসূলগণের সাথে কুফরী করে এবং আল্লাহ ও তার রাসূলগণের মধ্যে পার্থক্য করতে চায় এবং বলে, 'আমরা কতককে বিশ্বাস করি আর কতকের সাথে কুফরী করি' এবং তারা এর মাঝামাঝি একটি পথ গ্রহণ করতে চায়। তারাই প্রকৃত কাফির এবং আমি কাফিরদের জন্য প্রস্তুত করেছি অপমানকর আযাব।
-(সূরাঃ আন নিসা, আয়াতঃ ১৫০-১৫১)

.

কার্টেসী: দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ,মুফতী মুহাম্মদ জসীমুদ্দীন রাহমানী।

.

বিভ্রান্তি নিরসন মূলক সবগুলো পোস্ট পড়ুন, সংরক্ষণ করুন ও ছড়িয়ে দিন:
https://jpst.it/1eEeR
https://jpst.it/1eD1B
https://jpst.it/1eCZR
https://jpst.it/1eFZv
https://jpst.it/1eFYy
https://jpst.it/1eFXd
https://jpst.it/1eF1D
https://jpst.it/1eKqh
https://jpst.it/1eKqU
https://jpst.it/1eOQ4
https://jpst.it/1eOQQ

MOHAMMAD MAHABUB EMON
NEW MEMBER
সংশয়ঃ শত্রুসংখ্যা মুসলিমদের দ্বিগুণ হলে তাদের মুকাবিলা বৈধ নয়।
.
মুফতি জামিল মাহমুদ
.

Mohammad Mahabub Emon
New Member · Yesterday at 4:49pm
সংশয়ঃ শত্রুসংখ্যা মুসলিমদের দ্বিগুণ হলে তাদের মুকাবিলা বৈধ নয়।
.
মুফতি জামিল মাহমুদ
.
এদেশীয় একজন স্বঘোষিত সালাফি আলেম ‘ডক্টর সাইফুল্লাহ’ আরাকান ইস্যুতে উক্ত ফতোয়া প্রদান করেছিলেন। আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসুফ আরও এগিয়ে গিয়ে বলেছেন “সমান সমান না হলে মুকাবিলা ইসলামে জায়েজ নয়।”
(লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ)
অথচ, বদর, উহুদ, মুতা সহ অধিকাংশ যুদ্ধই এই ফতোয়া অনুযায়ী হারাম হওয়ার কথা! (নাউজুবিল্লাহ)
মূলত, বিষয়টি হচ্ছে,
“কাফিরদের সংখ্যা মুসলিমদের দ্বিগুণ হলে যুদ্ধক্ষেত্রে থেকে পালানো বৈধ। কিন্তু যদি মুসলিমদের সংখ্যা ১২০০০ এর অধিক হয় তাহলে দ্বিগুণ হলেও পালানো বৈধ নয়।”
অথচ, এই বিষয়টিকে যুদ্ধে শামিলের শর্ত বানিয়ে ফেলা হচ্ছে! কতই না নিকৃষ্ট গোমরাহি। বিস্তারিত জানতে পড়ুনঃ
কিতাব: আল-লুবাব ফিল জামই বাইনাস সুন্নাতি ওয়াল কিতাব:
যখন কাফেরের সংখ্যা ২ জনের চেয়ে অধিক হয়ে যায়, তখন একজন মুসলিমের জন্য মুমনিদের এমন কোন দলের সাথে গিয়ে মিলিত হওয়া, যেখানে সাহায্য রয়েছে, এটা জায়েয আছে।
কিন্তু যদি পলায়ন করত: এমন সাধারণ মুসলিমদের সাথে গিয়ে মিলিত হয়, যাদের সাথে সাহায্য নেই, তাহলে এটা আল্লাহ তা’আলার বাণীতে উল্লেখিত ধমকির অন্তর্ভূক্ত- ومن يولهم يومئذ دبره ...
“যে ব্যক্তি সেদিন তাদেরকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে, যুদ্ধের জন্য কৌশল অবলম্বন অথবা নিজ দলে স্থান গ্রহণের উদ্দেশ্য ছাড়া, সে আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্রোধ নিয়ে ফিরবে এবং তার ঠিকানা জাহান্নাম, আর তা অতি মন্দ ঠিকানা।”
অনুরূপ রাসূল সা: বলেছেন:
আমি প্রত্যেক মুসলিমের (আশ্রয় গ্রহণের) জন্য দল স্বরূপ।
অনুরূপ হযরত ওমর রা: এর নিকট যখন সংবাদ পোঁছলো যে, উবাইদ ইবনে মাসউদ লড়াইয়ের দিন সামনে অগ্রসর হতে হতে নিহত হয়েছেন, কিন্তু পিছু হটেননি, তখন তিনি বললেন:
আল্লাহ আবু উবাইদের প্রতি রহম করুন! তিনি যদি আমার দিকে আশ্রয় গ্রহণ করতেন, তাহলে তো আমি তার জন্য দলস্বরূপ হতাম। অত:পর যখন আবু উবাইদের সাথীগণ তার নিকট গিয়ে পোঁছলেন, তখন তিনি বললেন, আমি আপনাদের (আশ্রয় গ্রহণের) জন্য দল। আর তিনি তাদেরকে ভ□□□সনা করলেন না।
এই হুকুমটি আমাদের মতে ততক্ষণ কার্যকর থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলিমদের সংখ্যা ১২ হাজারে না পোঁছে। কিন্তু যখন মুসলিমদের সংখ্যা ১২ হাজারে পোঁছবে, তখন তাদের জন্য তাদের দিগুণ থেকেও পলায়ন করা জায়েয হবে না। তবে যুদ্ধের কৌশল হিসাবে এরূপ জায়েয আছে।
অর্থাৎ শত্রুদের বিরুদ্ধে ফাঁদ পাতার জন্য এক স্থান থেকে সরে অন্য স্থানে যাওয়া- যেমন সংকীর্ণ স্থান থেকে প্রশস্ত স্থানের দিকে যাওয়া বা প্রশস্ত স্থান থেকে সংকীর্ণ স্থানের দিকে যাওয়া অথবা শত্রুদের জন্য লুকিয়ে থাকা বা এধরনের অন্য কোন কৌশল, যেগুলো মূলত: যুদ্ধ থেকে ভেগে যাওয়া নয়, বরং এগুলো হচ্ছে মুসলিমদের দলের সাথে মিলিত হয়ে একসঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য।
অত:পর যখন তাদের সংখ্যা ১২ হাজারে পোঁছবে, তখন ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান রহ: বলেন: সৈন্যবাহিনী যখন এই পরিমাণে পোঁছে, তখন শত্রুদের সংখ্যা যতই হোক, মুসলিমদের জন্য তাদের শত্রুদের থেকে পলায়ন করা কোনভাবেই জায়েয নেই। শত্রুদের সংখ্যা যতই বেড়ে যাক। তিনি আমাদের উলামাদের মাঝে এব্যাপারে কোন ইখতিলাফ উল্লেখ করেননি।
তিনি উবায়দুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা: থেকে বর্ণিত ইমাম যুহরী রহ: এর হাদীসের মাধ্যমে দলিল পেশ করেন। উবায়দুল্লাহ বলেন:
রাসূলুল্লাহ সা: বলেছেন: সর্বোত্তম সহচর চার জান। সর্বোত্তম প্রেরিত বাহিনী ৪০০ জন। সর্বোত্তম সৈন্যবাহিনী ৪ হাজার। ১২ হাজারের কোন বাহিনী কখনো সংখ্যা স্বল্পতার কারণে পরাজিত হবে না।
কোন বর্ণনায় আছে, যে দলের সদস্য ১২ হাজারে পোঁছে, তারা কখনো পরাজিত হয় না, যদি তারা ঐক্যবদ্ধ থাকে।

ইমাম ত্বহাবী রহ: বর্ণনা করেন: ইমাম মালেক রহ: কে প্রশ্ন করা হল, যে আল্লাহর বিধান থেকে বের হয়ে গেছে এবং ভিন্ন বিধান দ্বারা শাসন পরিচালনা করে, আমাদের জন্য কি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা থেকে পিছিয়ে থাকা জায়েয আছে?
তখন তিনি বলেন: যদি তোমার সাথে তোমার মত ১২ হাজার থাকে, তাহলে তোমার জন্য পিছিয়ে থাকা জায়েয নেই। এমনটা না থাকলে তোমার পিছিয়ে থাকা জায়েয আছে। প্রশ্নকারী ছিল, আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর ইবনে আব্দুল আযীয রহ:। এই মতটি ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল হাসার রহ: এর থেকে বর্ণিত মতের অনুরূপ।
এক হাজার দু’হাজারের উপর বিজয় লাভ করবে- আবু জাফর আত-তাবারী:
হযরত ইকরিমা রা: থেকে বর্ণিত, তিনি আল্লাহ তা’আলার বাণী- যদি তোমাদের মধ্য থেকে ২০ জন ধৈর্যশীল থাকে...- এর ব্যাপারে বলেন:
মুসলমান একজন আর কাফের দশ জন। অত:পর আল্লাহ তা’আলা তাদের উপর সহজ বা হালকা করে দেন। তাই এখন তাদের উপর এই বিধান করেন যে, তাদের এক জন পূরুষ শত্রুদের দু’জন পূরুষের মোকাবেলায় পলায়ন করতে পারবে না।
ফাতহুল কাদীর- ইমাম শাওকানী:
যখন নাযিল হল- তোমাদের বিশ জন ধৈর্যশীল (তাদের) দু’শ জনের উপর বিজয় লাভ করবে- তখন ফরজ করে দেওয়া হল যে, একজন দশ জন থেকে পলায়ন করতে পারবে না এবং বিশ জন দু’শ জনের থেকে পলায়ন করতে পারবে না। অত:পর নাযিল হয়- এখন আল্লাহ তোমাদের উপর সহজ করে দিলেন...।
তখন ফরজ করা হল, একশ’ জন, একশ’ জন থেকে পলায়ন করতে পারবে না।
ইমাম সুফিয়ান ইবনে শুবরুমা বলেন: আমি আমর বিল মারুফ ও নেহী আনিল মুনকারকেও এরূপ মনে করি; যদি দু’জন অন্যায়কারী হয়, তাহলে তাকে অবশ্যই আমর বিল মারুফ করতে হবে, আর যদি তিন জন থাকে তাহলে তার সাথে লড়াই না করারও সুযোগ আছে।
ইমাম বুখারী, নাহহাস তদ্বিয় কিতাব নাসিখ এ, ইবনে মারদুয়াহ ও বায়হাকী তদ্বিয় কিতাব সুনানে ইবনে আব্বাস রা: থেকে বর্ণনা করেন: তিনি বলেন:
যখন নাযিল হল- তোমাদের মধ্য থেকে দশ জন ধৈর্যশীল থাকলে দু’শ জনের উপর বিজয় লাভ করবে- তখন বিষয়টা মুসলিমদের নিকট কঠিন মনে হল, যেহেতু এতে ফরজ করা হয়েছে যে, একজন দশ জন থেকে পলায়ন করতে পারবে না। তখন সহজ করার জন্য আয়াত নাযিল হল- এখন আল্লাহ তোমাদের থেকে (চাপ) হালকা করে দিলেন।
তিনি আরও বলেন: অত:পর যখন আল্লাহ তাদের উপর সংখ্যার ব্যাপারে সহজ করে দিলেন, তখন তাদের থেকে যতটুকু সহজ করা হল, ততটুকু পরিমাণ তাদের ধৈর্যও কমে গেল।
কিতাব: আইসারুত তাফাসীর-আবু বকর আলজাযায়েরী:
এখান থেকে একথা পাওয়া গেল যে, কোন মুসলিমের জন্য দু’জনের মোকাবেলা থেকে পলায়ন করা জায়েয নেই। তবে যদি শত্রু দু’জনের বেশি হয়, তখন তার জন্য পলায়ন করা জায়েয আছে। এরকামভাবে সংখ্যা যতই হোক। যেমন দশ জনের জন্য বিশ জন থেকে পলায়ন করা হারাম হবে, কিন্তু তাদের জন্য ত্রিশ জন বা চল্লিশ জন থেকে পলায়ন করা জায়েয আছে।
এই বিধানটা হচ্ছে শুধু মাত্র কষ্ট লাঘবের জন্য, অন্যথায় একজন মুমিনের জন্য দশজন বা তার চেয়ে অধিকের সাথে মোকাবেলা করাও জায়েয আছে। যেমন মূতার দিন তিন হাজার সাহাবী অস্ত্রে সজ্জিত ১ লক্ষ ৫০ হাজার রোম ও আরবের যৌথ সেবানাহিনীর বিরুদ্ধে লড়েছেন।
আয়াতে بإذن الله আল্লাহর হুকুমে- এর অর্থ হল, তার সাহায্য ও শক্তিতে। কেননা আল্লাহ তা’আলার সাহায্য ছাড়া বিজয় সম্ভব নয়।
আবু জাফর আত-তাবারী:
হযরত ইবনে আব্বাস রা: থেকে বর্ণিত, লোকদের (ভ্রান্ত) কথা যেন আপনাদেরকে ধোকায় না ফেলে। কারণ আমি অনেক লোককে শুনেছি, তারা বলে, একজন মুসলিমের জন্য তখনই যুদ্ধ করা উচিত হবে, যখন প্রত্যেকের উপর দু’জন করে শত্রু ভাগে পড়ে এবং প্রত্যেক দু’জনের উপর চারজন করে ভাগে পড়ে। তারপর এই অনুপাতে।
তাদের ধারণা হল, কেউ যদি এ সংখ্যায় পোঁছার আগ পর্যন্ত যুদ্ধ করে, তাহলে সে গুনাহগার হবে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত তারা এ সংখ্যায় না পোঁছবে যে, প্রত্যেকের উপর দু’জন এবং প্রত্যেক দু’জনের উপর চারজন, ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ না করলেও তাদের কোন গুনাহ হবে না।
অথচ আল্লাহ তা’আলা বলেছেন:
[٢٠٧ : وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ) [سورة البقرة)
“লোকদের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে, যে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজ আত্মাকে বিক্রয় করে দেয়। নিশ্চয়ই আল্লাহ বান্দাদের প্রতি দয়াশীল।”
আল্লাহ তা’আলা আরও বলেন:
[٨٤ : فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا تُكَلَّفُ إِلا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ) [سورة النساء)
“তাই তুমি আল্লাহর পথে যুদ্ধ করতে থাক, তোমার উপর তো তোমার নিজের ছাড়া অন্য কারো দায়ভার নেই। আর মুমনিদেরকে উৎসাহিত করতে থাক।”
অতএব এটিও একটি উৎসাহ, যা আল্লাহ সূরা আনফালে তাদের উপর নাযিল করেছেন। তাই আপনি অক্ষম হবেন না। যুদ্ধ করুন। কারণ আল্লাহ যেটা ঘটাতে চান, তা মানুষের মাঝে কার্যকর হবেই

Guraba Nabil Admin · সেকুলারিসম, দ্যা নিও প্যাগানিসম...??

-

.

সেকুলার মানেই কি নাস্তিক? চলেন নাস্তিক আর সেকুলারদের ভাগ করি। তাদের হাতে হাত রেখে চলার কিছু অন্তর্নিহিত কারণ খুঁজে দেখি!

-

নাস্তিক সে, যে কিনা আল্লাহর রুবুবিয়াত এবং উলুহিয়াত উভয়টিকেই অস্বীকার করে। আর সেকুলার হল সে, যে আল্লাহর উলুহিয়াতকে অস্বীকার করে, কিন্তু রুবুবিয়াতকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে না, তবে অস্বীকার করার যুক্তি খুঁজে, সুযোগ খুঁজে।

-

রুবুবিয়াত, উলুহিয়াত এগুলো আবার কি? এগুলো হচ্ছে আল্লাহর তাওহীদ। আল্লাহর হলেন আমাদের রব্ব, এটা হল আল্লাহর রুবুবিয়াত। আল্লহ হলেন আমাদের ইলাহ, এটা হল আল্লাহর উলুহিয়াত।

-

রব্ব আর ইলাহ কি একই নয়? এভাবে পার্থক্য কেন? রব্ব এবং ইলাহ উভয়ই একমাত্র আল্লাহ, কিন্তু শব্দ দুইটার আবেদন একটু ভিন্ন। রব্ব হলেন তিনি, যিনি সৃষ্টি করেছেন, যিনি পালন করছেন, যিনি রিযিক দিচ্ছেন, যিনি শান্তি দিচ্ছেন, যিনি দয়া করছেন। আর ইলাহ হলেন তিনি যখন তার হুকুম মানা হয়, তার কাছে ক্ষমা চাওয়া হয়, আল্টিমেটলি যার ইবাদাত করা হয়, তিনিই হচ্ছেন ইলাহ।

-

যেমন আর-রহমান, এবং আর-রহীম আল্লাহর দুইটি নাম। আর-রহমান হচ্ছে আল্লাহর রুবুবিয়াত, এবং আর-রহীম হচ্ছে উলুহিয়াত। রহমান শব্দের অর্থ দয়াময়। আল্লাহ তার সকল মাখলূকের প্রতি দয়াময়। তারা ইবাদাত না করার পরও, আল্লাহর কাছে না চাওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ তাদের দয়া করে দুনিয়াতে তাদের শান্তি, রিযিক দিচ্ছেন, কারণ তিনি হচ্ছেন রব্ব! অন্যদিকে রহীম শব্দের অর্থ করুণাময়। তিনি সকলকেই করুণা করেন না। বরং কিছু বাছাই করা জ্বীন-ইনসানকে তিনি পরকালে করুণা করবেন, "যারা করুণা চেয়েছিল", কারণ তিনি হচ্ছেন ইলাহ। এটা হচ্ছে আল্লাহর উলুহিয়াত।

-

আল্লাহ হচ্ছেন আল-হাকিম। মানে হুকুম দেবার মালিক তিনি। এটা আল্লাহর তাওহীদ আল-হাকিমিয়াত, আল্লাহর উলুহিয়াতের একটি প্রকার। সেকুলাররা এটি স্বীকার করে না। তারা বলে হাকিমিয়াত আল্লাহর নয়, হাকিমিয়াত রাষ্ট্রের। মানে যারা রাষ্ট্র বানিয়েছে, আর চালাচ্ছে তাদের। কিন্তু এটা এত সুমধুর বাক্য নয়। তাই রাষ্ট্রতন্ত্র, সরকার তন্ত্র না বলে বলে গণতন্ত্র। তাই তারা বলে যে হুকুম মাখলূকরা নিজেরা তৈরী করবে, আল্লাহর হুকুমকে মূলনীতি ধরা যাবে না। ধরলে সেটা সংবিধান বিরোধী হবে। কোন সংবিধান? আল্লাহর বিপরীতে কিছু তাগুতের রচিত সংবিধান। তাগুত কেন বললাম? কারণ যে আল্লাহর বিধানকে, অথবা স্বয়ং আল্লাহকেই অন্য কোন কিছু দিয়ে রিপ্লেস করার চেষ্টা চালায়, বা করতে চায়, সেই তাগুত।

-

তাই আল্লাহকে আল-হাকিম না মেনে, এর স্বীকৃতি না দিয়ে অন্য যে কোন কিছুকে আল-হাকিম করার অর্থ হচ্ছে আল্লাহকে, আল্লাহর হুকুমকে রিপ্লেস করার চেষ্টা। প্রথমেই আল্লাহে রিপ্লেস করার সহজ না বিধায়, প্রথমে আল্লাহর বিধানকে রিপ্লেস করা। যেটা হচ্ছে আল্লাহর উলুহিয়াতকে অস্বীকার করা। এরপর ধীরে ধীরে রুবুবিয়াতকে অস্বীকার করার দিকে এগুতে থাকা। সেকুলারিসম থেকে শুরু, নাস্তিকতায় যার পরিসমাপ্তি।

-

আল্লাহর হুকুমকে কি দিয়ে রিপ্লেস করা হয় সেটাও খুব অভিনব এবং প্রতারণায় পূর্ণ। প্রথমে বলা হয় যে মানুষ নিজে তার সিদ্ধান্ত নিবে, জনগণ তাদের সিদ্ধান্ত নিবে। তাই জনগণ বিধান বানাবে, প্রত্যেক নাগরিক তাই আল-হাকিম। তারপর বলে এটাকে ইমপ্লিমেন্টের জন্য জনগণের প্রতিনিধি দরকার, তারা বিধান বানাবে। অর্থাৎ এত-জনগণ আল-হাকিম হওয়া বাস্তব সম্মত না, বরং তাদের প্রতিনিধিরা তাদের হয়ে বিধান বানাবে। অর্থাৎ জনগণ তার নিজের আল-হাকিম হবার স্বাধীনতা ভোটের মাধ্যমে তার নির্বাচিত প্রতিনিধির হাতে হস্তান্তর করে, তাকে আল-হাকিম বানাবে।

-

এরপর এই আল-হাকিমগুলো আবার সংবিধানের প্রতি অনুগত, আন্তর্জাতিক মহলগুলোর প্রতি অনুগত। আন্তার্জাতিক মহলগুলোও কোন না কোনভাবে নিজেদের আল-হাকিম দাবী করছে। এভাবে একটি চেইন অব কমান্ড তৈরী হচ্ছে যারা বটমে আছে আল-হাকিম দাবী করা জনগণ, এবং টপে আছে আন্তর্জাতিক মহলের মোস্ট পাওয়াফুল আল-হাকিম দাবীদারেরা।

-

তাদের নির্দেশে তাদের রচিত সংবিধানগুলো হল তাদের থিওরী। সংবিধানের মাধ্যমে তারা স্থানীয় তাগুতের প্রতি আনুগত্যের শপথ করায়। এবং আন্তর্জাতিক লবিং নেটওয়ার্কের মাধ্যমে স্থানীয় তাগুতেরা আন্তর্জাতিক তাগুতদের আজ্ঞাবহ থাকে। জনগণ শুধু এতটুকুতেই খুশি, অন্তত থিওরীতে তাদের আল-হাকিম হিসেবে স্বীকৃতি তো দেয়া হয়েছ, বাস্তবে মূল বিধান রচনার অধিকার আন্তার্জাতিক মহলের সুনির্দিষ্ট তাগুতদের কাছে কুক্ষিগত থাকুক না কেন, আমরা তো দিব্যিই ভালো চলছি, নিশ্চয়ই আল্লাহ এতে দ্বিমত করেন না, নতুবা আমরা সুখে থাকবো কেন? সুখ দেয়ার মালিক তো তিনি, তাই তিনি আমাদের প্রতি খুশিই আছেন। এটি হল এ্যাভারেজ জনগণের চিন্তা। তাদের এই ভুল চিন্তার সুযোগ নিয়ে বিশ্ব তাগুতেরা আল্লাহর বিধানকে প্রতিটি সেক্টরে রিপ্লেস করার চেষ্টা চালাচ্ছে, মানুষের মনোজগতে কিংবা বাস্তব প্রতিষ্ঠানগুলোতে। আর এই চেষ্টাটাই হচ্ছে সেকুলারিসম, দ্যা নিও প্যাগানিসম...

Collected

Sk Muhib Guraba
Admin · May ,18

ক্যারিয়ার (carrier) PART 2

JIHAD IS NOT TERRORISM

ক্যারিয়ার (carrier) PART 2

গত part এ জিহাদের ক্যারিয়ার নিয়ে আলচনা করেছিলাম...

জিহাদ একটি গঠনমুলক (structural) ইবাদত

প্রথমত বলতে চাই, আপনি ইসলামের সকল মুল জিনিসের ইবাদত করেন... নামায,
রোজা, হাজ্জ, যাকাত,...... ইত্যাদি,... ।আর জিহাদ করেন না, জিহাদের আমল করেন না,
জিহাদ এর বিষয় নিয়ে চিন্তা করেন না, এই আমল(জিহাদ)এর নিয়্যত এর ধারে কাছে নেই...
তাহলে আমি বলব, আপনার মনে নিফাকি থাকার সম্ভাবনা ১০০%...... মানে নিফাকি আছেই...
যেটা বড় মুনাফিক এর দিকে ধাবিত করে।যা ঈমান কে খেয়ে ফেলে।
আর নিফাকি(বড়) যাদের মধ্যে থাকে তাদেরকে বলা হয় মুনাফিক.(বড়)..।

এজন্যই ত বলা হয় মুমিন আর মুনাফিকদের মধ্যে পারথক্যকারি হচ্ছে জিহাদ এর আমল......
আর এই মুনাফিক রা থাকবে জাহান্নামের সর্ব নিম্ন স্তরে...
সবাই যে বড় মুনাফিক হয়ে যাবে তা নয়।যারা বড় মুনাফিক হয় তারা এই আমলকে মন থেকে দেখতে পারে না।।
এখন আসি মুল কথায়, কেন আমি বললাম, এটি একটি গঠনমুলক ইবাদত?????

দেখুন হাদীস ও কুরআন এর অসংখ্য আয়াত এ এই মুনাফিকদের অন্যতম চরিত্র জিহাদ এ অংশগ্রহন থেকে দূরে থাকা, এ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া... স্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত।।
আমার মনে হয় না সুরা তাওবা কেউ পড়ে থাকলে মুনাফিকদের স্পষ্ট চরিত্রের ব্যাপারে কাউকে
খোলামেলা করে বুঝাতে হবে...।।
###এখন আপনি জিহাদ এর আমল করতে নিয়্যত করলেন, তাহলে আপনি এই মুনাফিকদের কাতার থেকে আলাদা হয়ে গেলেন///
###আর জিহাদ করাই আসল মুসলমানের পরিচয় (তাফসিরে ইবনে কাসির)
এখন এই আমলটার জন্য আপনাকে সেই পরিমাণ ইলম অরজন করতে হবে...
এর ফলে আপনি জানবেন এই আমলটাতে কত sacrifice(ত্যাগ) করতে হবে......
কি পরিমাণ সাহস নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে...
তার সাথে সাথে আপনি অন্যান্য যত ফরয আমল আছে তাও করতে থাকবেন...
আপনি সব দিক দিয়ে ইসলাম এর এই আমলগুলো করলে(জিহাদ সহ) আপনি একজন fully ঈমানদার হতে পারবেন।।এর সাথে সাথে আপনার মধ্যে আসবে আমলের নম্রতা, শ্রদ্ধাশীলতা।
এর ফলে আপনার আমলগুলোর মধ্যে ভারসাম্য(balance) থাকবে......
যেটা আপনার ইসলামের structure(আমলের গঠন) সুগঠিত রাখতে সহায়তা করবে......
এজন্যই জিহাদ একটী Structural ইবাদত

////// Sk muhib ///////

Guraba Nabil
Admin · May,18

প্রশ্ন: জিহাদকে অবহেলা করা ও তার থেকে বিরত থাকার পরিণতি কি?

.

উত্তর: জিহাদকে অবহেলা করা, জিহাদ থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করা ও বিরত থাকার ব্যাপারে আল্লাহ ভয়াবহ শাস্তি ও আমাদেরকে ধ্বংস করে দিয়ে বিকল্প জাতি সৃষ্টি করার হুশিয়ারি দিয়েছেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ ۚ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ ۚ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ*

অর্থ: হে ঈমামদারগণ, তোমাদের কী হল,যখন আল্লাহর পথে বের হওয়ার জন্য তোমাদের বলা হয়, তখন মাটি জড়িয়ে ধর, তোমরা কি আখিরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবনে পরিতুষ্ট হয়ে গেলে? অথচ আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবনের উপকরন অতি অল্প। যদি বের না হও তবে আল্লাহ তোমাদের মর্মন্তুদ আযাব দেবেন এবং অপর জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন। তোমরা তার(আল্লাহর) কোন ক্ষতি করতে পারবেনা, আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তিমান।

(সূরাঃ আত তাওবাহ, আয়াতঃ ৩৮-৩৯)

.

অপর আয়াতে তাদের জন্য আল্লাহর গজব এবং চিরস্থায়ী জাহান্নামের হুমকি প্রদান করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ*

অর্থ: হে মুমিনগণ, তোমরা যখন কাফিরদের মুখোমুখি হবে বিশাল বাহিনী নিয়ে, তখন তাদের থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করো না। আর যে ব্যাক্তি সেদিন তাদেরকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে সে আল্লাহর গজব নিয়ে ফিরে আসবে। তবে যুদ্ধের জন্য(কৌশলগত) দিক পরিবর্তন অথবা নিজ দলে আশ্রয় গ্রহণের জন্য হলে ভিন্ন কথা এবং তার আবাস জাহান্নাম। আর সেটি কতইনা নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল।

(সূরাঃ আল-আনফাল, আয়াতঃ ১৫-১৬)

.

অপর আয়াতে এই পৃথিবীতেই কঠিন শাস্তির সম্মুখিন হওয়ার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ বলেন,"

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

অর্থ: বল, 'তোমাদের পিতা,তোমাদের সন্তান,তোমাদের স্ত্রী,তোমাদের গোত্র, তোমাদের সে সম্পদ যা তোমরা অর্জন করেছ, আর সে ব্যবসা যা মন্দা হওয়ার আশংকা তোমরা করছ এবং সে আবাস্থল যা তোমরা পছন্দ করছ, যদি তোমাদের কাছে অধিক প্রিয় হয় আল্লাহ, তার রাসূল ও তার পথে জিহাদ করার চেয়ে, তবে তোমরা অপেক্ষা কর আল্লাহর নির্দেশ(আযাব) আসা পর্যন্ত আর আল্লাহ ফাসিক সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না।

(সূরাঃ আত তাওবাহ, আয়াতঃ ২৪)

.

এ আয়াতে বর্ণিত প্রথমোক্ত আটটি জিনিষকে শেষোক্ত তিনটি জিনিষ অপেক্ষা যারা প্রাধান্য দিবে তাদের জন্য সুস্পষ্ট সতর্কবাণী রয়েছে। আর সাধারণত: যারা জিহাদে যেতে গরিমসি করে তারা মূলত: উপরোক্ত আটটি জিনিষের কারণেই করে থাকে। এরা নিজেরাও জিহাদ থেকে বিরত থাকে এবং অন্যদেরকেও নানা অজুহাতে জিহাদ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করে।

এ জাতীয় লোকদের চরিত্রকে পবিত্র কুরআনে নিম্নের আয়াতে খুব সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে। আল্লাহ ইরশাদ করেছেন:

فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ ۗ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا ۚ لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ

অর্থ: পেছনে থাকা লোকগুলো আল্লাহর রাসূলের বিপক্ষে বসে থাকতে পেরে খুশি হল, আর তারা অপছন্দ করল তাদের মাল ও জান নিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করতে এবং তারা (অন্যদের) বলল,'তোমরা গরমের মধ্যে যুদ্ধে বের হয়ো না'। বল, জাহান্নামের আগুন অধিকতর গরম, যদি তারা বুঝত।

(সূরাঃ আত তাওবাহ, আয়াতঃ ৮১)

.

এ আয়াতে তাবুক যুদ্ধে যারা নিজেরা অংশগ্রহণ করেনি এবং অন্যদেরকে বলতো যে,একে তো এটা খেজুর পাকার মৌসূম দ্বিতীয়ত: প্রচন্ড গরম। তাই তোমরা যুদ্ধ করার জন্য বের হয়ো না। আল্লাহ তাদের কথার প্রতিবাদ করে বললেন আপনি জানিয়ে দিন জাহান্নামের আগুন এর চেয়েও বেশি গরম।

#আল_ জিহাদ #আল_ ইমারাহমাওলানা আলী হাসান উসামা

জান্নাতি হুরয়াইন
Admin · May 18
তেল আবিবও মুসলমানদের ভূমি
(বিজয়ী উম্মাহর প্রতি সংক্ষিপ্ত বার্তা - ৯)

BE AWARE OF TAKFIR

তেল আবিবও মুসলমানদের ভূমি
(বিজয়ী উম্মাহর প্রতি সংক্ষিপ্ত বার্তা - ৯)

হাকিমুল উম্মাহ শাইখ
আইমান আয যাওয়াহিরি হাফিজাহুল্লাহ

অনুবাদ ও প্রকাশনা

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه
সকল প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য। দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর, তাঁর পরিবার- পরিজন ও সাহাবায়ে কেরামের উপর।
হামদ ও সালামে পর-
সারা বিশ্বে অবস্থানরত আমার মুসলমান ভাইয়েরা! আস সালামু আলাইকুম ওয়ারহমাতুল্লাহ
পূর্ব জেরুজালেমের তেল আবিব থেকে আমেরিকার দূতাবাস স্থানান্তর করার বিরুদ্ধে একটি বড় আন্দোলন/ক্ষোভ সংগঠিত হয়েছে। ফিলিস্তিনের বিক্রেতারা ও আমেরিকার উকিল ও চাকর রাষ্ট্রগুলো এটাকে দাম্ভিকদের লিডারদের সিদ্ধান্ত ও ঐক্যমত্যের বিরোধিতা বলে ঘোষণা করছে।
আমি ফিলিস্তিনের বিক্রেতাদের সম্বোধন করবো না, এবং ওই রাষ্ট্রগুলোকেও সম্ভোধন করবো না, যারা নিজেদেরকে মুসলমানদের আকিদা- বিশ্বাসের সাহায্যকারী ও তাঁদের প্রতিরক্ষাকারী দাবি করে, অথচ তারা হচ্ছে মুসলমানদের শত্রুদের চাকর। কিন্তু আমি প্রত্যেক স্বাধীন ও সম্ভ্রান্ত মুসলিমকে সম্বোধন করবো-
আমি তাঁদেরকে বলবো: আপনাদের জন্য আবশ্যক হল- সশস্ত্র লড়াইয়ের পূর্বে জনসচেতনতার ময়দান তৈরিতে মনোনিবেশ করা। এমনিভাবে আমাদের নিজেদের আজাদির কাল্পনিক পদক্ষেপসমূহ থেকে মুক্ত থাকা আবশ্যক। আমাদের জন্য জরুরী হল শত্রু- বন্ধু চিনতে ভুল না করা। শত্রুদের পদক্ষেপসমূহের ব্যাপারে সদা জাগ্রত থাকা। তাদের সামনে প্রত্যাবর্তন না করা।
আমি আমার মুসলমান ভাই, মুজাহিদিন ও সত্যবাদী আলিমদের স্মরণ করিয়ে দিয়ে এই বিষয়টা স্পষ্ট করতে চাই যে- মুসলিম বিশ্বের প্রত্যেকটি রাষ্ট্র জাতিসংঘের সদস্য, যারা জাতিসংঘের প্রতিশ্রুতিতে স্বাক্ষর করে ইসরায়েলকে স্বীকৃতি দিয়েছে। কেননা জাতিসংঘ এমন একটি শক্তি যা ইসরায়েলসহ তার প্রত্যেকটি রাষ্ট্রের ঐক্য এবং আঞ্চলিক অখণ্ডতার নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। আর তারা – খোদ স্বাক্ষর করার দ্বারাই- আল্লাহর শরীয়ত দ্বারা বিচার ফায়সালা করা না করার স্বীকারোক্তি দিয়েছে। এবং নিরাপত্তা পরিষদ এবং সাধারণ পরিষদের সিদ্ধান্তেই বিচার ফায়সালা করার ব্যাপারে সন্তুষ্ট হয়ে গেছে, যার মধ্যে রয়েছে ১৯৪৭ সালে ফিলিস্তিনকে বণ্টন করার সিদ্ধান্ত এবং ২৪২ এর সিদ্ধান্ত (২২ নভেম্বর ১৯৬৭ সালে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক ২৪২ নামক একটি সিদ্ধান্ত) এবং ধারাবাহিক পরাজয় ও আত্মসমর্পণের আরও অনেক সিদ্ধান্ত। এবং তাদের অধিকাংশ- ই ইসরাইলের সাথে প্রকাশ্যে ও গোপনে সম্পর্ক কায়েম করেছে।
তারা সন্তুষ্টচিত্তে পশ্চিম জেরুজালেম ও তেল আবীবকে ইসরাইলের রাজধানী ঘোষণাকে মেনে নিয়েছে। অথচ তেল আবিবও একটি মুসলমানদের ভূখণ্ড, সেখানেও ইহুদিদের বাড়াবাড়ি মেনে নেওয়া যায় না।
আর শরীয়তের শাসনকে এড়িয়ে যাওয়া এবং পশ্চিমাদের খুশি করানোর রাজনীতির ফলাফল দুনিয়া ও আখিরাত ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া ছাড়া আর কি ই বা হতে পারে?
হে আমার মুসলিম ভাইয়েরা!
সন্ত্রাসীদের লিডার ট্রাম্প পরিষ্কার ও স্পষ্ট ভাষায় এ যুগের ক্রুসেডারদের প্রকৃত চেহারা উন্মোচন করে দিয়েছে। সুতরাং তাদের সঙ্গে কোন ধরণের পশ্চাদপসরণ এবং অসন্তুষ্টি- জনক মৌখিক আন্দোলন করা কোন লাভজনক ফলাফল বয়ে আনবে না। বরং তাদের মোকাবেলা কেবল জিহাদ ও কিতালের মাধ্যমেই হতে পারে।
আর এ বাস্তবতা জিহাদের অগ্রদূতেরা অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। তাইতো শাইখ উসামা রহ. ঘোষণ করেছেন, "আমেরিকা হচ্ছে যুগের হুবাল। এবং মুসলমানদের প্রধান শত্রু"। আর শাইখ কসম করে বলেছিলেন, "তারা ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের দেশে নিরাপদে থাকতে পারবে না যতক্ষণ না আমরা ফিলিস্তিনে নিরাপদে বসবাস করি। এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের ভূমি থেকে সকল কাফের সেনাদেরকে বের করে নেওয়া হয়"।
সুতরাং এটাই হচ্ছে ফিলিস্তিন ও সমস্ত মুসলিম ভূখণ্ড মুক্ত করার পথ, খেলাফত প্রতিষ্ঠা করা ও শরীয়ত বাস্তবায়নের একমাত্র পথ। এটাই হচ্ছে শরীয়তের শাসনের প্রতি দাওয়াতের পথ। তাওহীদের কালেমার পাশে একতাবদ্ধ হওয়া ও জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর পথ।
এছাড়া আর অন্য যে সব পথ তুচ্ছ কামাইয়ের লোভে অথবা শ্রেণী- বিভাগের ভয়ে অপরাধীদের লিডারদের সামনে আত্মসমর্পণ করায়, সেগুলো হচ্ছে দুনিয়া ও আখেরাতের বরবাদির পথ।
আর যখন আমরা ফিলিস্তিনসহ সমস্ত মুসলিম ভূখণ্ড মুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি, তখন আমাদের জন্য আবশ্যক হল এই অপরাধী রাষ্ট্রীয় তাগুতী শাসনব্যবস্থাকে অস্বীকার করা।
তাওহীদের কালেমার পাশে একতাবদ্ধ হওয়া। বিভিন্ন ফ্রন্টে এক উম্মাহর ন্যায় দাওয়াত ও জিহাদের রণাঙ্গনে মনোনিবেশ করা। ওই সকল বিচ্ছিন্ন জামাআতগুলোর মত নয়, যারা অপরাধীদের লিডারদের ইচ্ছার সামনে প্রত্যাবর্তন করে।
وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِ العالمين، وصلى اللهُ على سيدِنا محمدٍ وآلِه وصحبِه وسلم. والسلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ وبركاتُه

Topic : বিয়ে vs বাস্তবতা।।। Part 3।।।

আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই দিনের উপর অটল আছেন।।

জি যা বলতেছিলাম।।আজ একটি ব্যাপারে কিছু কথা বলব।।মনযোগ দিয়ে শুনবেন।।
আমার close friend,, জিহাদি মানহাযি।।। আলহামদুলিল্লাহ ওর মেয়ে পছন্দ হয়েছে।।মেয়ে বুঝেছে যে অভিভাবক ছাড়া বিয়ে হয়ে যাবে।।এখন সব ঠিক ঠাক।মেয়ে একটু সিদ্ধান্ত নিয়ে সমস্যায় ভুগছে।।যদি ও তাকে সব বলা হয়েছে।।মেইনলি মেয়ে physical relation (সহবাস) নিয়ে একটু চিন্তিত...

এখন আমার কথা হল,, সব ঠিকঠাক, এখন বিয়ে করলেই ত হয়।পড়ে পরিবারকে জানাবে।
হ্যা।।।
এখানে যে প্রশ্ন আসবে---

বিবাহ করলে কি,,,,??? physical relation করব কি???তাছাড়া পরিবার ও জানে না?????

আজিব ব্যাপার,,, বিবাহ কেন শরিয়া তে দেয়া হয়েছে???????
আমি বলব,,, জিনা থেকে বাচা এবং Ideal ইসলামিক পরিবার গঠনের জন্য।।।আর অন্যান্য উপকার ত আছেই,...।
হ্যা, আমি এটাও বলব যে,কোন মেয়ে মানুষ এত সহযে তার সম্মান(সতিত্ত) নষ্ট করতে চায় না।।
আর আমি এও বলব,,যে কোন দিনদার মুমিন ছেলে কোন সময় ই অন্যের মেয়ের সম্মান নিয়ে খেলা করবে না।।।

আমার friend একজন ভাল হুজুরের সাথে কথা বলেছিল।ওই আলেম physical relation করার ব্যাপারে support করেছে এবং এও বলেছেন,যে,, ওই মেয়ে কে তার সাথে যেন আলাপ করিয়ে দেয় যাতে করে বুঝাতে পারে।।।
এখন অনেকে প্রশ্ন করতে পারেন যে, Family ত জানে না,আর physical relation ত করার একটা place দরকার নাকি???

হ্যা, আমি বলব,, আমাদের দেশে কি ভাল মানের হোটেল এর অভাব নাকি???
হোটেল এ হালালভাবে physical relation করবে।।। (ছাত্র অবস্থায়))
তাছাড়া যদি ছেলে বাসা নিয়ে থাকে তাহলে অন্য কথা।।।
শেষ problem solved.. Simple ..

এজন্যই,,, পালিয়ে বিয়ে করলে physical relation করে ফেলেন।।কারণ এটা ত হালালভাবে চাহিদা মিটাবার সুন্দর একটা system. আপনি কেনই বা এই ইবাদত করতে আগাবেন না ।।. ,। সুফিগিরি দেখানোর দরকার নেই।যে পড়ে physical relation করব..।।।জিনা থেকেও বাচবেন।। মনে আসবে প্রশান্তি।।।

আর যে অবস্থা ফিতনা দিন দিন বেড়েই চলছে,, একমাত্র দিনদার নারিরাই পারে দিনদার ছেলেদেরকে জিনার হাত থেকে বাচাতে।।।দিনদার নারিদের উদ্দোগ ই পারে এই সমস্যার সমাধানে বিরাট অবদান রাখতে।।।।।
আজ আর বেশি লেখলাম না।।।আমি just উপায় টা বলে দিলাম।।।

কেউ আবার অন্য কিছু মনে করবেন না,,physical relation এর কথা বলাতে।।
যদি কেউ কষ্ট পান।।ক্ষমার চোখে দেখবেন।।।

জাগ্রত কবি জাগ্রত কবি

Admin · May 5 ,18

একটি কবিতা একটি অনুপ্রেরণা

একটি কবিতা একটি অনুপ্রেরণা

তুমি মুসলিম বন্ধু তুমি মুসলিম!

ভুলে যাও বন্ধু তুমি বাঙালি নাকি অবাঙালী?
ভুলে যাও বন্ধু তুমি আরোবি না অনাআরোবি ?
তুমি মুসলিম বন্ধু তুমি মুসলিম!

তোমার পানেই চেয়ে আছে আজ দেখো মাজলুম জাতি!
তুমি মুসলিম বন্ধু তুমি মুসলিম।
তুমিই ভাঙ্গবে কারার কপাট-ভাবছে কত বন্দী সাথী!
তুমি মুসলিম বন্ধু তুমি মুসলিম!
দেখো!তোমার ভাইয়ের রক্ত ঝরায় হিংস্র গো-পূজারী!
এসো জাগবো সবে একসাথে ঐক্যের হাত মিলিয়ে
এসো রুখবো জুলুম সবে মিলে সশস্ত্র যোদ্ধা হয়ে...
তুমি মুসলিম বন্ধু তুমি মুসলিম।

দেখো!কত বোনের ইজ্জত লুটায় ন্যাড়া পশু বর্মী!!
কেন ভিন্ন পরিচয়ে হবে অযথা পরস্পর মারমুখী?
ভুলে যাও বন্ধু! তুমি দেওবন্দি নাকি সালাফি?
ভুলে যাও বন্ধু তুমি বাঙালি নাকি অবাঙালী?
ভুলে যাও বন্ধু!তুমি আরোবি না অনাআরোবি ?
তুমি মুসলিম বন্ধু তুমি মুসলিম ।
তোমার পানেই চেয়ে আছে আজ মাজলুম জাতি!
তুমিই ভাঙ্গবে কারার কপাট- ভাবছে কত বন্দী সাথী!
ভুলে যাও বন্ধু তুমি বাঙালি নাকি অবাঙালী?
ভুলে যাও বন্ধু!তুমি আরোবি না অনাআরোবি ?

SK MUHIB GURABA
ADMIN ·

আইসিসের ভ্রান্ত ও সুযোগসন্ধানী তাকফির নীতির বাস্তবতাঃ কেন আইসিস মুরতাদ সাব্যস্ত হবে না?

আইসিসের ভ্রান্ত ও সুযোগসন্ধানী তাকফির নীতির বাস্তবতাঃ কেন আইসিস মুরতাদ সাব্যস্ত হবে না?
ON OCTOBER 26, 2015 BY ALMURABITEENIN জামাতুল বাগদাদী, UNCATEGORIZED
আপনারা জানেন আইসিস এবং তাঁদের সমর্থকরা শামের সব দলকে মুরতাদ মনে করে। বিভিন্ন সময় আইসিস তাদের ম্যাগাজিন দাবীক্বের মাধ্যমে বিভিন্ন দলের উপর তাকফির করেছে। এই তাকফির শুরু হয়েছিল এফএসএ-কে দিয়ে [জাইশ আল হুর/ফ্রি সিরিয়ান আর্মি]। তারপর তারা জাইশ আল ইসলাম, আহরার আস শাম এবং ইসলামিক ফ্রন্টকে (ফ্রন্টের সদস্য সব দলকে) তাকফির করে। তারপর তারা জাইশ আল ফাতেহকে তাকফির করে, এবং জাবহাতুন নুসরাকে তাকফির করে। আমি নিচে সংক্ষিপ্ত ভাবে তাদের তাকফিরের পক্ষে দেয়া যুক্তি তুলে ধরছি। এগুলোর মধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই তথ্যগত ভুল আছে, বাস্তবতাকে উপেক্ষা করে ঢালাওভাবে মোটাদাগে বিচারের প্রবণতা আছে, এবং তীব্র গুলুহ আছে। এটা পরিস্কার হওয়া দরকার যে নিচের যুক্তিগুলো আইসিস এবং তাদের পক্ষালম্বনকারী, উভয়েরই দেয়া।

FSA – এই দল মুরতাদ-সাহওয়াত, কারণ তারা সেক্যুলারিসমের জন্য যুদ্ধ করে। শারীয়াহর জন্য না। এছাড়া তুর্কি-কাতারের মতো দেশের কাছ থেকে সহায়তা নেয়। এসব দেশের সরকার কাফির-মুরতাদ। তাই কাফির-মুরতাদের কাছ থেকে সাহায্য নেয়ার কারণে এরা মুরতাদ। FSA এর সাথে একই সময়ে অপারেশানে অংশ নেয়ার জন্য আইসিস বিভিন্ন সময়ে জাবহাতুন নুসরাকে মুনাফিক, মুরতাদ বিভিন্ন কিছু বলেছে।
জাইশ আল ইসলাম – এই দল মুরতাদ-সাহওয়াত, কারণ তারা আল সাউদ, কাতার ইত্যাদি তাগুতের কাছ থেকে সাহায্য নেয়। এরা শারীয়াহ প্রতিষ্ঠা করতে চায় না।এই দল বলেছে শামের জনগন যা চাইবে সেটা দিয়ে শাসন করা হবে, তাই এরা মুরতাদ-সাহওয়াত।
ইসলামি ফ্রন্ট – জাইশ আল ইসলামের মতো একই যুক্তি।
আহরার আস শাম – ইসলামিক ফ্রন্টের সদস্য হবার কারণে মুরতাদ। কাতার এবং তুর্কির তাগুতের কাছ থেকে সাহায্য নেয়ার কারণে মুরতাদ-সাহওয়ায়ত।
জাইশ আল ফাতেহ-র সদস্য অন্যান্য দল (যেমন জুন্দ আল আকসা): কারণ এরা মুরতাদ আহরার আস শামের সাথে মিলে যুদ্ধ করছে। এবং মুরতাদকে সাহায্য করছে, এবং তাকে কাফির বলছে না। তাই এরাও সবাই কাফির।
জাবহাতুন নুসরাঃ জাইশ আল ফাতেহ-র সদস্য হবার কারণে। আহরারকে তাকফির না করার কারণে। সব FSA দলকে ঢালাওভাবে তাকফির না করার কারণে; মুরতাদ-সাহওয়াত।

উল্লেখ্য সত্যিকারভাবে কি কারণে আইসিস জাবহাতুন নুসরা এবং অন্যান্য দলকে তাকফির করে, এটা আদনানীর রমযান মাসে দেয়া বক্তব্য থেকে সুস্পষ্ট। রমযানের ৫ তারিখ দেয়া বার্তায় আদনানী বলে-
"…তাই সাবধান, দাওলাতুল ইসলামের ('ইসলামিক স্টেট) বিরুদ্ধে যুদ্ধর করার কারনে তুমি কুফরে পতিত হবে, তুমি তা উপলব্ধি করো আর না করো।"
http://tinyurl.com/nurvsak

তাই এটা পরিষ্কার যে আইসিস তাদের সমর্থন করা বা না করাকে ঈমান ও কুফরের একটি মানদন্ড হিসেবে গ্রহণ করেছে। এবং অন্যান্য দলগুলোকে তাকফির করার পেছনে তাদের মূল কারণ এটাই। এটা তাদের মানহাজ ও আক্বীদার এক জঘন্য ভ্রান্তি যে, তারা তাদের নিজেদের দলকে ইমান ও কুফরের মানদন্ড হিসেবে নিয়েছে। এই একই কারণে আইসিস লিবিয়ার মুজাহেদীনে তাকফির করেছে। শাইখ মুখতার বেল মুখতারের মতো মুজাহিদের ব্যাপারে হুলিয়া ঘোষনা করেছে। খুরাসানে ন্যাটোর বিরুদ্ধে যুদ্ধরত তালিবানকে হত্যা করেছে। কারণ তারা তাদের নিজেদের দলের প্রতি আনুগত্যকে ইমান ও কুফর, আল ওয়ালা আল বারার মান্দন্ড হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছে। তাদের দল, তাদের এই কল্পিত "খিলাফাহ" তাদের জন্য এক উপাস্য মূর্তিতে, এক তাগুতে পরিণত হয়েছে। অন্যান্য যেসব কারণ তারা উপস্থাপন করেছে এগুলো গৌণ। মুখ্য কারণ হল এই দলগুলো তাদের বিরোধিতা করেছে, তাই আইসিসের দৃষ্টিতে তারা কাফির। আমরা দু'আ করি আল্লাহ্ যেন আমাদের মুরজি'আদের ইরজা আর গুলাতের গুলুহ থেকে রক্ষা করেন, এবং আমাদের সিরাতুল মুস্তাক্বীমে অটল রাখেন।
যাই হোক, তা সত্ত্বেও আমরা দেখাবো যে কারণে আইসিস, জাবহাতুন নুসরা এবং জুন্দ আল আকসার মতো দলগুলোকে তাকফির করেছে সেই একই কারণে তাদেরকেও তাকফির করা যায়। আমরা দেখাবো কিভাবে আইসিস সুবিধামতো তাদের তাকফিরের নীতি পরিবর্তন করে, এবং জঘন্য দ্বিমুখীনীতি অনুসরণ করে। তাদের তাকফিরের সাথে দ্বীন ইসলামের সম্পর্কের চেয়ে বেশী সম্পর্ক হল ক্ষমতার লোভ। প্রয়োজন অনুযায়ী তারা নীতি পালটে ফেলে। এবং তাদের নীতি অনুযায়ী তারা নিজেরাও মুরতাদ প্রমাণিত হয়, বিভিন্ন ভাবে। আমাদের এই লেখার উদ্দেশ্য আপনাদের সামনে তুলে ধরা কিভাবে এই দল দ্বীন ইসলামের বিকৃত ব্যাখ্যা করেছে এবং মুসলিম উম্মাহ-র সাথে ক্রমাগত মিথ্যাচার করেছে। হয়তো আল্লাহ্ এর মাধ্যমে কাউকে হেদায়েত করবেন।
প্রথমত, আসা যাক FSA এর কথায়। আইসিস জাবহাতুন নুসরাকে FSA এর সাথে একসাথে অপারেশানে অংশ নেয়ার জন্য তাকফির করেছে। FSA এর কাছ থেকে বায়াহ নেয়ার জন্য তারা জাবহাতুন নুসরার কমান্ডারদের মুরতাদ ফাতাওয়া দিয়েছে এবং হত্যা করেছে। শাইখ আবু ফিরাস আস সুরী হাফিযাহুল্লাহ, এই বিষয়ে বিস্তারিত বেশ কয়েক জায়গায় আলোচনা করেছেন। দেখা যাক, আইসিসের এই তাকফিরের নীতি তাদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায় কি যায় না। বাশারের সৈন্যদের কাছ থেকে মেনাঘ বিমানঘাঁটি মুক্ত করায় যেসব দল অংশ নিয়েছিল, তার মধ্যে আইসিসও ছিল। এই অপারেশানে লিওয়া আল ফাতেহ নামে একটি দলও অংশগ্রহণ করেছিল। আর লিওয়া আল ফাতেহ ছিল FSA-র একটি দল। শামে অবস্থিত যেকোন সাদিক এই কথার সত্যতার সাক্ষ্য দেবে। যদি আল নুসরা FSA-র সাথে অপারেশানে অংশ নেয়ার কারনে মুরতাদ হয়, তাহলে একই যুক্তিতে আইসিস ও মুরতাদ।
কেউ হয়তো বলতে পারেন, "কিন্তু তখন তো যুদ্ধ ছিল বাশারের বিরুদ্ধে, এটা জায়েজ আছে।" কিন্তু আইসিস এই লিওয়া আল ফাতেহের সাথে একই সাথে ঈদের জামাত আয়োজন করেছিল। মেনাঘ বিমানঘাঁটির ভেতরে এই জামাত অনুষ্ঠিত হয়। FSA-র সব দল যদি মুরতাদ হয়, যদি FSA-র কাছ থেকে বায়াহ নেয়ার কারণে কেউ মুরতাদ হয়ে যায়, তাহলে মুরতাদের সাথে পাশাপাশি সালাত আদায় করলে মুরতাদ হয় না? এই নীতি অনুযায়ী অবশ্যই আইসিস মুরতাদ। এখন আমার ভাইরা, আপনারাই বলুন আপনারা কোনটা মেনে নেবেন। জাবহাতুন নুসরা মুরতাদ আর আইসিসও মুরতাদ? নাকি আপনারা এখন মানবেন যে সব FSA-দল মুরতাদ না, তাই যেসব দল মুসলিম তাদের সাথে অপারেশানে অংশগ্রহণ করা [যেরকম আইসিস মেনাঘ বিমানঘাঁটির ক্ষেত্রে করেছে] রিদ্দা না, এবং জাবহাতের উপর আইসিসের এই তাকফির ভুল।
হাসাকাহতে কুর্দি YPG এর বিরুদ্ধে আইসিস কাদের সাথে মিলিত হয়ে যুদ্ধ করেছিল? এই যুদ্ধে FSA, আহরার, জাবহাতুন নুসরা এবং আইসিস সহ আরও অনেক গ্রুপ অংশগ্রহণ করেছিল। এই সময় প্রতিটি দল যৌথ শারীয়াহ আদালত মেনে কাজ করেছিল। যুদ্ধলব্ধ গানীমাহ যৌথ শারীয়াহ আদালতের মাধ্যমে ভাগ করা হয়েছিল। শামে অবস্থিত যেকোন সাদিক এই কথার সত্যতার সাক্ষ্য দেবে। সব FSA দল যদি সেক্যুলার মুরতাদ হয়, তাহলে আইসিস কোন বিবেচনায় মুরতাদের সাথে গানীমাহ ভাগাভাগি করলো? কিভাবে মুরতাদের অংশগ্রহণ আছে এমন শারীয়াহ আদালত তারা মেনে নিলো? অথচ হাকীম আল উম্মাহ শাইখ আইমান হাফিযাহুল্লাহ যখন তাদের যৌথ শারীয়হ আদালতে আসতে বললেন, তখন আইসিস সেটা মানলো না। মুরতাদের সাথে তারা শারীয়াহ আদালতে যেতে রাজি, কিন্তু নিজেদের আমীরের আদেশ মেনে মুসলিমদের সাথে তারা শারীয়াহ আদালতে যেতে রাজি না। এই হল আইসিসের তাওহীদ?

আইসিস এবং তাদের সমর্থকরা বলে – "জাবহাহ কিভাবে মুজাহিদিন হয়, যখন জাবহাহ তাদের নিয়ন্ত্রিত এলাকার পাশে অবস্থিত FSA র এলাকায় হামলা চালায় না। FSA তাদের নিয়ন্ত্রিত এলাকায় শারীয়াহ প্রতিষ্ঠা করে না, সত্যিকার মুজাহিদিন হলে জাবহাহ তো FSA কে আক্রমণ করতো।"

অথচ আইসিসের সাথে শামের অন্যান্য দলগুলোর যুদ্ধ শুরু হবার আগে রাক্কা, আলেপ্পো, দেইর আয যুর, ইদলিব, হাসাকাহতে আইসিসের নিয়ন্ত্রিত এলাকার পাশেই FSA নিয়ন্ত্রিত এলাকা ছিল। অথচ আইসিস তখন তাদের আক্রমণ করে নি। তখনো কিন্তু FSA তাদের নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে শারীয়াহ দিয়ে শাসন করতো না। শামে অবস্থিত যেকোন সাদিক এই কথার সত্যতার সাক্ষ্য দেবে। যদি FSA কে আক্রমণ না করার কারণে জাবহাহ মুরতাদীন হয়ে থাকে, তাহলে একই কারণে আইসিসও মুরতাদীন।
আইসিস, জাবহাতুন নুসরাকে এই বলে সমালোচনা করে যে সেক্যুলার FSA, জাবহাহ-র প্রশংসা করে। দেখা যাক, "মুরতাদ" FSA কমান্ডার আব্দেল জাব্বার আল আকিদি, যে মেনাঘ বিমানঘাঁটির অপারেশানে আইসিসের সাথে এক সাথে অংশ নিয়েছিল সে কি বলেঃ

১) FSA কমান্ডার আব্দেল জাব্বার আল আকিদিকে জিজ্ঞেস করা হয়, "আইসিসের সাথে আপনাদের [FSA] সম্পর্ক কেমন?তার জবাব- "খুব ভালো! তারা তাকফিরি বা চরম্পন্থী না। প্রতিদিন আমার সাথে তাদের নেতাদের দেখা সাক্ষাত হয়। তারা একেবারেই চরমপন্থী না!"
এছাড়া সে আরও বলে, "তাদের (আইসিস) এর ব্যাপারে মিডিয়া অনেক মিথ্যা প্রচারনা করে, তারা (আইসিস) তো আমাদের ভাই!"

চিন্তা করুন! মুরতাদ কমান্ডারের সাথে প্রতিদিন তাওহীদের চ্যাম্পিয়ন আইসিসের নেতারা দেখা করছে। আইসিস জানে এই দল সেক্যুলার, কিন্তু জানা সত্ত্বেও তাকফির করছে না! এই লোক নিজেই সেই সাক্ষী দিচ্ছে। আবার বলছে "আইসিস আমাদের ভাই"। জাবহাহকে যদি কোন FSA "ভাই" বলে তাহলে সেটাই আইসিসের চোখে জাবহাহ-র মুরতাদ হবার জন্য যথেষ্ট কারণ। অথচ এখানে FSA এর সাথে আইসিসের গলায় গলায় মিলমিশ। তাহলে জাবহাহ যদি মুরতাদ হয় তাহলে আইসিস কিভাবে মুওয়াহিদ হয়? এটা কি ধরণের নির্লজ্জ দ্বিমুখী নীতি?
এই ঘটনাটা ছিল শামে আইসিসের সাথে অন্যান্য দলগুলোর যুদ্ধ শুরু হবার আগের কথা। এই সময়েই শামে এবং শামের বাইরে সবাই কিন্তু জানতো FSA কাতার-তুর্কি ইত্যাদি তাগুতের কাছ থেকে সহায়ত পেতো। আইসিস এটা জানতো। অথচ আইসিস কিন্তু তখন বলে নি "FSA তাগুতের কাছ থেকে সাহায্য নেয়, তারা তাগুতের দালাল মুরতাদ"। তখন কাতার আর তুর্কি তাগুত ছিল না? নাকি তাকফিরের ক্ষেত্রে অন্য কোন ফিকহ অনুসরণ করা হচ্ছিলো?
প্রকৃত বাস্তবতা হল, আইসিস তখন তাই করছিল যা জাবহাহ এখন করছে এবং তখনো করছিল। তারা সকল মুসলিম দলের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার চেস্টা করছিল, ঐক্যবদ্ধ হয়ে বাশারের পতনকে ত্বরান্বিত করার জন্য। আফগানিস্তানে রাশিয়ার বিরুদ্ধে শাইখ উসামা রাহিমাহুল্লাহ ও শাইখ আব্দুল্লাহ আযযাম রাহিমাহুল্লাহ-র পন্থাও এটাই ছিল। আজ হঠাৎ আইসিস এমন ভান করছে যেন এগুলো কিছুই ঘটে নি। যারা চিন্তাশীল, যারা আল্লাহ-র সন্তুষ্টির খোজেন, যারা তাক্বলীদ না করে কুর'আন সুন্নাহ-র আলোকে বাস্তবতাকে বিচার করেন, তাদের জন্য এখানে সুস্পষ্ট প্রমাণ ও নিদর্শন আছে। কিন্তু যাদের হৃদয়ে মোহর পড়ে গেছে, যারা "বাকিয়্যাহ-বাকিয়্যাহ" চিৎকার ছাড়া আর কিছু বোঝে না, তারা এই কথাগুলোরও মর্ম বুঝবে না।

আরেকটি উদাহরন দেখা যাক। আল উয়িআত সুকুর আল শাম হল কাতারের কাছ থেকে ফান্ড প্রাপ্ত একটা দল। আদর্শিকভাবে এরা অনেকটা ইখওয়ানুল মুসলিমীন ঘেঁষা। এখানে বলে রাখা ভালো, আইসিস ইখওয়ানের উপর তাকফির করে। আল উয়িআত সুকুর আল শাম, তুর্কিতে SNC [SYRIAN NATIONAL COUNCIL] এবং SMC [SUPREME MILITARY COUNCIL] এর নেতাদের সাথে মিটিং করেছিল। আইসিস এই দলের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে যৌথ শারীয়াহ আদালত গঠন করেছিল! তাগুতের কাছ থেকে অর্থ পাওয়া "সাহওয়াতের" সাথে এক সাথে শারীয়াহ আদালত গঠন! মানে আইসিস যদি মুরতাদ সরকারদের কাছ থেকে অর্থ সাহায্য পাওয়া দলের সাথে একত্রে যৌথ শারীয়াহ আদালত গঠন করে, তবে সেটা হালাল? আইসিস যদি এমন দলের সাথে একত্রে যৌথ শারীয়াহ আদালত গঠন করে, যেই দলের নেতারা তুর্কি গিয়ে SNC আর SMC নেতাদের সাথে বৈঠক করে, তাহলে সেটা জায়েজ? আর অন্য কেউ একই কাজ করলে সেটা রিদ্দা? এটা কেমন শারীয়াহ??
আইসিস এবং সুকুর আল শামের পক্ষ সই করা যৌথ স্টেটমেন্টের লিঙ্ক নিচে দেয়া হল। নিজেই পরীক্ষা করে দেখুন।

এই বক্তব্যে বলা হয়েছে " এই চুক্তি হল সুকুর আল শাম ও এর নেতা আবু ঈসা, এবং আইসিস ও এর নেতা আবু বাকর আল বাগদাদীর মধ্যে" আমি জানি, অনেক আইসিস সমর্থক নিশ্চয় এখন চোখ কচলানো শুরু করেছেন। এই হল আইসিস – তাওহীদের ঝান্ডাবাহী, যারা সবাইকে যেসব কাজের জন্য তাকফির করে, নিজেরাই সেসব কাজ করে বেড়ায়। আপনাদের যা বলা হয়েছে এই "খিলাফাহ" সম্পর্কে তা হলে মিথ্যার উপর মিথ্যা।
এবার আসা যাক জাইশ আল ইসলামের ব্যাপারে। আইসিসের ওয়ালিয়্যাত দিমাশক, এক সময় জাইশ আল ইসলামের সাথে একটি যৌথ শারীয়াহ আদালত প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব দিয়েছিল। হ্যা, আইসিসের মতে "জাইশ আল সালুল", "মুরতাদ" যাহরান আলুশের দলের সাথে, আইসিস নিজেই একটা যৌথ শারীয়াহ আদালত গঠন করতে চেয়েছিল! মুরতাদের সাথে শারীয়াহ আদালত!

হে "দাওলাতুল ইসলামিয়্যাহ" ! হে "দাউলাতুল তাওহীদ"! কোথায় গেল তোমাদের তাওহীদ? কোথায় গেল তোমাদের ইসলাম?

এই হল আইসিসের অবস্থা। আইসিসের নেতারা সুযোগ সন্ধানী রাজনীতিবিদের মতো তাকফিরকে একটা গুটির মতো ব্যবহার করে। তাদের সৈন্যদের বিভ্রান্ত করার জন্য এবং মিডিয়া ক্যাম্পেইনের জন্য, আর নিজেদের ন্যায়সঙ্গত দাবি করার জন্য। কিন্তু তাদের এই নিত্যপরিবর্তনীয় নিয়মের সাথে দ্বীন ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই। ইসলামের শুরু থেকেই ইরাকের লোকেরা ফিতনা সৃষ্টি করেছে। তাদের স্বভাবের মধ্যেই মিথ্যাচার, নিফাক্ব এবং দ্বিমুখী নীতি বিদ্যামান। তারা সর্বদাই ফুলিয়ে-ফাপিয়ে, রঙ চড়িয়ে কথা বলতে ভালোবাসে। এবং তারা সব সময়ই উম্মাহ-র রক্তক্ষরনের কারণ হয়েছে। আইসিস নামক দলটি এই অশুভ ইরাকি ধারার আরেকটি সংস্করণ মাত্র। এরা মুজাহিদীনের ভেতর ফিতনা সৃষ্টি করেছে, তাদের রক্ত হালাল করেছে। আর কাফিররা যেসব মুজাহিদ নেতাদের ক্ষতি করতে পারে নি আইসিস তাদের হত্যা করেছে। আল্লাহু মুস্তা'আন।

SK MUHIB GURABA
ADMIN ·

আইসিসের ভ্রান্ত ও সুযোগসন্ধানী তাকফির নীতির বাস্তবতাঃ কেন আইসিস মুরতাদ সাব্যস্ত হবে না?

***

আমরা জানি, আইসিসের ইস্যুতে কিছু মানুষের মনে আল্লাহ্ মোহর মেরে দিয়েছেন, তারা দেখেও দেখে না, শুনেও শোনে না, বুঝেও বোঝে না। কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি অনেক মুখলেস ভাই সত্যিকারভাবে ইসলাম ও খিলাফাহ-র প্রতি ভালোবাসা এবং আইসিসের চকচকে প্রপাগ্যান্ডার কারণে বিভ্রান্ত হয়ে তাদের সমর্থক হয়েছেন, বা তাদের সাথে যোগ দিয়েছেন। এই মুখলেস ভাইদেরকে আমি একজন মুসলিম ভাই হিসেবে অনুরোধ করবো এই লেখায় উল্লেখিত তথ্যগুলোর সত্যতা যাচাই করার জন্য। আইসিসের তাকফিরের নীতি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করার জন্য। এই লেখায় উপস্থাপিত প্রমানের আলোকে আইসিসের অনুসৃত তাকফিরের নীতি অনুযায়ী আইসিস এর "কুফরের" [আইসিস এর নিজের তৈরি সংজ্ঞা অনুযায়ীই] অবস্থা নিয়ে চিন্তা করার জন্য। এবং সর্বোপরি বিশ্বব্যাপী মুজাহেদীন এবং জিহাদ আন্দোলনের উপর মিথ্যা খিলাফাতের দাবিদার এই দলের অশুভ প্রভাব নিয়ে গভীর ভাবে আবার চিন্তা করার জন্য। হেদায়েতের মালিক একমাত্র আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা। তিনি যাকে হেদায়েত করেন, তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না, তিনি যাকে বিভ্রান্ত করেন তাকে কেউ হেদায়েত করেতে পারে না।
[ভাই খালিদ আল শামীর লেখা অবলম্বনে]
মুসলিম উম্মার আলেম ও বিজ্ঞ ব্যক্তিদের দৃষ্টিতে 'আইএসআইএস বা আইএস'এর আসল চেহারা:
বর্তমান সময়ে ইরাক ও সিরিয়ায় যে নতুন একটি মুজাহিদ গ্র"প আত্মপ্রকাশ করেছে, তার কার্যকলাপ নিয়ে মুসলিম বিশ্বে এক ধ্র"ম্যজাল সৃষ্টি হয়েছে। মুসলিম যুবক ও দ্বীনদার আবেগী লোকেরা এ নিয়ে চরম বিভ্রান্তিতে ভোগছে। কেউ এই গ্র"পকে কাফের-মুশরিকদের বিরুদ্ধে একমাত্র যুদ্ধকারী দল হিসাবে আখ্যা দিচ্ছে। আবার অন্যরা অন্য রকম মন্তব্য করছে। বিশেষ করে যখন তারা সিরিয়ার বিশাল এলাকা দখল করে নিয়েছে এবং ইরাকে তারা বেশ কিছু অঞ্চল নিজেদের করতলগত করে নিয়েছে। মুসলিম উম্মার এই জটিল পরিস্থিতে তাদেরকে সমর্থন কিংবা বর্জন করার আগে তাদের আসল পরিচয় ও আদর্শ সম্পর্কে জানা এখন সময়ের দাবীতে পরিণত হয়েছে। খেলাফত কায়েমের মূল ভিত্তি ও উপকরণ তৈরী হওয়ার আগেই তারা যেই খেলাফতের ঘোষণা দিয়েছে, তার আরবী নাম আরব মিডিয়ায় **الدولة الإسلامية في العراق والشام** বা **الخلافة الإسلايمة** বলে ব্যাপক প্রচার হচ্ছে। সংক্ষেপে একে বলা হয়, **داعش** 'দায়েশ'। ইংরেজী বার্তা সংস্থাগুলোতে একে **Islamic State of Iraq and syria ev ISIS, ISIL, IS** হিসাবে দেখানো হচ্ছে। বাংলা মিডিয়াতে এটিকে আইএসআইএল, আইএসআইএস, আইএস বলে প্রচার করা হয়। ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য যেসব মৌলিক ভিত্তি ও উপকরণের প্রয়োজন তার ১% বাস্তবায়ন না করেই এই সংগঠনটি ইসলামী খেলাফতের ঘোষণা দিয়েছে এবং কল্পিত আবু বকর আলবাগদাদী নামের একজনকে তাদের খলীফা নির্বাচন করেছে। মুসলিম বিশ্বের বিজ্ঞ আলেম ও চিন্তাবিদগণ তাদের এই কার্যকলাপকে গ্রহণ করতে সম্পূর্ণ নারাজ। শুধু তাই নয়, তারা এদের সাথে যোগদান না করতে এবং কোন প্রকার সাহায্য-সহযোগিতা না করার আহবান জানিয়েছেন। যেসব কারণে তারা এই সংগঠনের কার্যকলাপের কড়া প্রতিবাদ করেছেন, তা থেকে কয়েকটি কারণ নিম্নে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলোঃ ১) 'তাকফীর' তথা মুসলিমদেরকে কাফের বলা। এই সংগঠনের লোকেরা তাদের আদর্শের বিরোধীতাকারী যে কোন মুসলিমকে কাফের মনে করে থাকে। জন মাকীনের সাথে সিরিয়ার উত্তরাঞ্চলের মুজাহিদ গ্র"প 'আসেফাতুস শিমাল'এর কমান্ডারের একটি ছবি প্রকাশ হওয়ার কারণেই তারা এই গ্র"পকে কাফের আখ্যা দিয়েছে। অথচ কাফের হওয়ার ব্যাপারে এই সাক্ষাৎকার ব্যতীত তারা অন্য কোন দলীল পেশ করতে পারেনি। এ কথা সুস্পষ্ট যে নবী সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়া সাল্লাম অনেক কাফেরের সাথে মিলিত হয়েছেন এবং তাদের সাক্ষৎ করেছেন। কাফেরদের সাথে সাক্ষাৎ বা লেনদেন করলেই কোন মুসলিমকে কাফের বলা চরম মূর্খতা ছাড়া অন্য কিছু নয়। সুতরাং কোন মুসিলম কোন কাফেরের সাথে মিলিত হলেই তাকে কাফের ফতোয়া দেয়া মারাত্মক অপরাধ। ২) এই সংগঠনের লোকেরা সিরিয়ার **الجيش الحر** 'ফ্রিডম ফাইটার'এর সকল যোদ্ধাকে একবাক্যে কাফের মনে করে। শুধু তাই নয়; তারা সিরিয়ার সকল অধিবাসীকেই কবর পূজারী আখ্যা দিয়ে তাদের উপর কুফুরীর ফতোয়া জারী করেছে। ৩) সিরিয়ায় যুদ্ধরত যেসব গ্র"প তাদের আদর্শের সাথে ভিন্নমত পোষণ করে, তারা তাদের রক্তকে হালাল মনে করে। তাদের এই আকীদাহএর ভিত্তিতে তারা সিরিয়ায় যুদ্ধরত একাধিক মুজাহিদকে হত্যা করেছে। ৪) তারা নিজেদের দলকে **الدولة الإسلامية في العراق والشام** অর্থাৎ ইরাক ও সিরয়ায় ইসলামী খেলাফত বা **الخلافة الإسلامية** 'ইসলামী খেলাফত' নাম দিলেও তাদের অধিকৃত কোন অঞ্চলে তারা স্বাধীন ইসলামী আদালত প্রতিষ্ঠার ঘোর বিরোধী।

এই সংগঠন সম্পর্কে মুসিলম উম্মার আলেমদের মতামতঃ

১)শাইখ আব্দুল আযীয আল-তুরাইফী বলেনঃ এরা হচ্ছে খাওয়ারেজ।

২) শাইখ মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রাহমান আলতুরাইফী বলেনঃ এরা যেহেতু তাদের এলাকায় ইসলামী কোর্ট প্রতিষ্ঠা করাকে সমর্থন করেনা, তাই তাদের দলে যোগদান করা নাজায়েয। সুতরাং যারা সিরিয়ায় জিহাদ করতে চায় তারা যেন এই দল বাদ দিয়ে অন্যান্য দলে যোগদান করে।

৩) শাইখ সুলায়মান আল উলওয়ান বলেনঃ এদের দলনেতা আবু বকর আলবাগদাদী আহলুল হাল্ল ওয়াল আক্দ (উম্মতের আলেম ও বিজ্ঞ ব্যক্তিদের) দ্বারা নির্বাচিত নয়। তার নেতা স্বয়ন আয়মান যাওয়ারী তার প্রতি সন্তুষ্ট নয়। সুতরাং কিভাবে সে অন্যদের নিকট বাইআতের দাবী করতে পারে? সুতরাং সে মুসলিম উম্মার খলীফা নয়।

৪) শাইখ ইউসুফ আল আহমাদ বলেনঃ বাগদাদীর জন্য শরঈ খেলাফত দাবী করা বৈধ নয়। আল্লাহর শরীয়ত কায়েম না করার কারণে এবং তা থেকে বিমুখ হওয়ার কারণে তার দলে যোগ দেয়া জায়েয নয়।

৫) শাইখ আব্দুল্লাহ আস্ সা'দ বলেনঃ এই দল অনেক শরীয়ত বিরোধী কাজে লিপ্ত হয়েছে। (১) পারস্পরিক বিরোধ নিষ্পত্তি করার জন্য তারা তাদের দখলকৃত এলাকায় ইসলামী আদালত প্রতিষ্ঠা করাকে সমর্থন করেনা। (২) তারা অন্যায়ভাবে মানুষকে কাফের বলে এবং তাদের জান-মালকে হালাল মনে করে। (৩) এদের মধ্যে মূর্খতার আলামত সুস্পষ্ট। শাইখ আরো বলেনঃ তাই আমি এই দলে যোগদানকারীদেরকে দল ত্যাগ করে ফিরে আসার আহবান জানাচ্ছি এবং এই দলের নেতাদেরকে আল্লাহর নিকট তাওবা করে হকের দিকে ফিরে আসার আহবান জানাচ্ছি।

৬) আবু বাসীর আত্ তারতুসী বলেনঃ আইএস আইএস একটি গোমরাহ দল। এরা সিরিয়ায় যুদ্ধরত মুজাহিদদেরকে অকাতরে হত্যা করে। মুজাহিদদের মধ্যে ফিতনা ও বিভ্রান্তি সৃষ্টিতে এরা খুবই পারদর্শী। তিনি আরো বলেনঃ যেসব একনিষ্ঠ দ্বীনি ভাই তাদের সাথে যোগ দিয়েছেন, আমরা তাদেরকে এদের দল ছেড়ে চলে আসার দাবী জানাচ্ছি।

৭) শাইখ আদনান আল আরউর বলেনঃ এরা হাদীছের ভাষ্য মোতাবেক খারেজী অথবা বাশ্শার আল আসাদের তৈরী গুপ্তচর। এই সংগঠনের লোকেরা মোট তিন প্রকারঃ (১) এদের মধ্যে রয়েছে এমন কিছু লোক যারা মুসলমানদের জান-মালের উপর আক্রমণ করে। তারা খারেজদের মত আকীদাহ পোষণ করে। (২) এদের মধ্যে রয়েছে ইসলামের শত্র"দের পক্ষের দালাল ও গুপ্তচর। এদের কর্মতৎপরতা ইহুদী-খৃষ্টান এবং ইসলামের দুশমনদের আন্তর্জাতিক গোয়েন্দা সংস্থাসমূহ দ্বারা পরিচালিত। (৩) আরেক শ্রেণীর লোক এদেরকে সঠিক মনে করে ও ভুল বুঝে জিহাদী মনোভাব নিয়েই এদের সাথে যোগ দিয়েছে। (চলবে)

৮) শাইখ আব্দুল আযীয আলফাওযান বলেনঃ এই দল হচ্ছে পাপিষ্ঠ খারেজী দল। ইরাক, আফগানিস্থান ও সিরিয়াতে এরা বহু রক্তপাত ঘটিয়েছে।

৯) মুহাম্মাদ আস সা'দী বলেনঃ সিরিয়ায় যুদ্ধরত মুজাহিদদেরকে খতম করার জন্যই আইএস আইএসএর উতপত্তি হয়েছে।

১০) ডঃ আব্দুল করীম আল বাক্কার বলেনঃ সিরিয়া হতে আগত বহু তালিবুল ইলম (ছাত্র) ও আলেমদের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে। তাদের কাছে আইএস আইএসএর অপকর্ম ছাড়া অন্য কিছু শুনিনি। বাশ্শার আল আসাদের প্রশাসন এবং তারা এক ও অভিন্ন। তারা এবং বাশ্শার আল আসাদ একই অপরাধীর দুই চেহারা।

১১) শাইখ মুহাম্মাদ আল-মুনাজ্জিদ এই খারেজী দল সম্পর্কে বলেনঃ এরা মুসলিমদেরকে কাফের বলে এবং মুসলিমদের রক্তকে হালাল মনে করে। সতরাং যেসব মুসলিম এদের সাথে যোগদান করেছে, তাদের উচিত এদের দল ত্যাগ করা।

১২) সিরিয়ার আলেমগণ বলেনঃ এই সংগঠনটি অন্যায়ভাবে মানুষকে হত্যা করছে এবং মানুষের সম্পদের উপর আক্রমণ করছে। এদের জিহাদ ইসলামী জিহাদ নয়; বরং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টির শামিল। সিরিয়ার আলেমদের ফতোয়া হচ্ছে এই দলে যোগ দেয়া এবং তাদের সাথে যোগ দিয়ে যুদ্ধ করা হারাম। কেননা তাদের দল ও জিহাদ অস্পষ্ট ও অন্ধকারচ্ছন্ন। তাদের নেতা অপরিচিত, তাদের অর্থের উৎস অজ্ঞাত এবং তাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য অস্পষ্ট।

১৩) সিরিয়ার বিভিন্ন ইসলামী সংগঠনের বক্তব্য হচ্ছে, এই আইএসআইএস নামক দলটি প্রথম যেদিন তার নাম ঘোষণা করেছে, সেদিন থেকেই এই দলের কার্যকলাপ সিরিয়ার নাগরিকদের উপর বহু মসীবতের কারণ হয়ে দাড়িয়েছে। তাদের কার্যকলাপ শুধু বাশশারের যুলুম হতে স্বাধীন এলাকাগুলোর মধ্যেই সীমিত, মানুষকে কাফের বলাতে বাড়াবাড়ি করা এবং যুদ্ধরত মুজাহিদ গ্র"পের কমান্ডারদেরকে খেয়ানতের অপবাদ দেয়া। তারা সিরিয়ার মুজাহিদ গ্র"পগুলোকে কাফের ফতোয়া দিয়েছে এবং এই অযুহাতে মুসলিমদের জান-মালকে হালাল মনে করছে যে, পথভ্রষ্ট ও দলাদলিতে লিপ্ত ফির্কাগুলোর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করা জায়েয। তারা বাশ্শার আল আসাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও সংগ্রাম করতে জনগণকে বাধাগ্রস্ত করছে এবং তাদের মনে ভয়-ভীতির সঞ্চার করেছে।

তাদেরকে যখন মুজাহিদগণ আল্লাহর শরীয়ত বাস্তবায়ন করার জন্য স্বাধীন অঞ্চলগুলোতে নিরপেক্ষ ইসলামী আদালত প্রতিষ্ঠা করার আহবান জানালো, তখন তারা টালবাহানা করেছে এবং তা প্রতিষ্ঠা করতে অস্বীকার করেছে। প্রায় প্রতিদিনই খবর আসছে যে, তারা কোন না কোন মুজাহিদকে বন্দি করছে অথবা হত্যা করছে। তাদের কাজগুলো প্রথম যুগের খারেজীদের কাজের মতই। তাদের কাজগুলো ঐসব খারেজীদের কর্মকান্ডের মতই, যাদেরকে হত্যা করতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আদেশ দিয়েছেন। ভিন্ন মতের লোকদেরকে কাফের বলার ক্ষেত্রে, মুসলিমদেরকে হত্যা করার ক্ষেত্রে এবং অহংকার ও তাকাব্বরী করে হক প্রত্যাখ্যান করার ব্যাপারে তাদের মধ্যে খারেজীদের বৈশিষ্টসমূহের সমাহার ঘটেছে। এই কারণে তাদের এবং খারেজীদের হুকুম একই। গাদ্দারী করা, খেয়ানত করা, চুক্তিভঙ্গ করা এবং আমানত নষ্ট করার ব্যাপারে তারা খারেজীদের সীমাকেও ছাড়িয়ে গেছে।

SK MUHIB GURABA
ADMIN ·

আইসিসের ভ্রান্ত ও সুযোগসন্ধানী তাকফির নীতির বাস্তবতাঃ কেন আইসিস মুরতাদ সাব্যস্ত হবে না?

১৪) সৌদি আরবে বিখ্যাত সালাফী আলেম আল্লামা ড: সালেহ আল সুহাইমী হাফিযাহুল্লাহ তাদের সম্পর্কে বলেনঃ এটি হচ্ছে একটি খারেজী জামাআত। তারা কয়েকদিন আগে আমার খালাতো ভাইয়ের ছেলেকে হত্যা করেছে। কারণ সে তাদের দলের বিরোধী অন্য একটি দল তথা জাবহাতুন নসুরার সদস্য ছিল। তবে উভয় দলই ভুল পথে অগ্রসর হচ্ছে। তাদের নাম জাবহা হোক অথবা দায়েশ হোক। কিন্তু দায়েশ জাবহার চেয়ে অধিক ভয়াবহ ও ক্ষতিকর। কারণ তারা মুমিনদের উপর নিয়ন্ত্রণ লাভ করতে পরলে আত্মীয়তার সম্পর্ক এবং কোন প্রকার অঙ্গীকার বা চুক্তির পরোয়া করেনা। তারা যে বাতিলপন্থী, তা প্রমাণিত হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, কয়েকদিন আগে তারা তাদের খলীফার হাতে বাইআত করার জন্য মুসলিমদের কাছে জোর দাবী জানিয়েছে। তাদের সাথে যারা যোগ দিয়েছে, তাদেরকে তারা সর্বপ্রথম যে কাজটি করার আদেশ দিয়েছে তা হচ্ছে নিজ দেশের আমীরের বা বাদশাহর হাতে কৃত বাইআতকে বর্জন করা। আপনারা বাইআত প্রত্যাখ্যান ও ভঙ্গ করার হুকুম অবশ্যই অবগত আছেন। আমাদের প্রত্যেকের স্কন্দে এই দেশের অলীউল আমরের (শাসকের) বাইআত রয়েছে। আপনাদের প্রত্যেকের স্কন্দে রয়েছে এই দেশের শাসকের বাইআত। বাইআত ভঙ্গ করা খেয়ানত ও গাদ্দারী। প্রত্যেক গাদ্দারের (বাইআত ও অঙ্গীকার ভঙ্গকারীর) জন্য কিয়ামতের দিন একটি করে পতাকা স্থাপন করা হবে। তাতে লেখা থাকবেঃ এটি উমুকের বাইআত ভঙ্গকারীর পতাকা। যে ব্যক্তি বাইআত ভঙ্গ করবে, সে কিয়ামতের দিন ভয়াবহ বিপদের সম্মুখিন হবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ شبرا فَمَاتَ إلا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً "যে ব্যক্তি আমীরের আনুগত্য থেকে বের হয়ে গেল এবং মুসলিমদের জামাআত থেকে এক বিঘত পরিমাণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে মৃত্যু বরণ করল, সে জাহেলীয়াতের (কুফরীর) উপর মৃত্যু বরণ করল"। (সহীহ মুসলিম, হাদীছ নং- ৪৮৯২) فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قِيدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الإِسْلاَمِ مِنْ عُنُقِهِ "যে ব্যক্তি মুসলিমদের জামাআত থেকে এক বিঘত পরিমাণ বিচ্ছিন্ন হলো, সে তার গর্দান থেকে ইসলামের রশি খুলে ফেলল"। (তিরমিযী) এরা বাইআত ভঙ্গ করেছে। হক থেকে তারা বহু দূরে। তারা আলেমদেরকে কাফের বলে এবং আমাদের শাসকদেরকেও কাফের বলে। তাদের অবস্থা দেখে মনে হয়, মানুষকে কাফের বলা ছাড়া তাদের আর কোন কাজ নেই। এটিই তারা জানে এবং এটিকেই তারা তাদের দ্বীন মনে করে থাকে। পর্দার অন্তরাল থেকে কতিপয় মূর্খ লোক তাদেরকে ফতোয়া দিচ্ছে। এই ফতোয়াগুলোই তাদেরকে ধোঁকায় ফেলেছে। এই মুফতিরা দুই প্রকার। এক প্রকার মুফতী তাদের সাথেই রয়েছে। তারা এই মুফতীদেরকে মাশায়েখ হিসাবে গ্রহণ করেছে, তারা তাদের কাছ থেকেই ফতোয়া নেয়। তারা আল্লাহর কিতাবের দিকে ফিরে আসেনা এবং উলামায়ে রাব্বানীদের থেকে ফতোয়া নেয়না। এই আলেমরা ঐ দলের সদস্যদের মতই। আরেক শ্রেণীর আলেম আমাদের দেশে বসেই এদেরকে সমর্থন করে ফতোয়া দিচ্ছে, তাদেরকে সমর্থন করছে এবং যুবকদেরকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দিচ্ছে। এরা বিনা উদ্দেশ্যে এসব ফতোয়ার মাধ্যমে মুসলিম যুবকদেরকে অগ্নিকুন্ডে নিক্ষেপ করছে। তারা অন্ধকারচ্ছন্ন ও অস্পষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে যুদ্ধ করে, স্বীয় গোত্র ও দলের আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধ করে এবং অন্ধকারচ্ছন্ন ঝান্ডার অধীনে যুদ্ধ করে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ ليس مِنَّا مَنْ قاتل تَحْتَ رَايَةٍ عِمِّيَّةٍ يُقَاتِلُ لِلْعَصَبِيَةِ أويدعو إلى العصبية "যে ব্যক্তি অস্পষ্ট ও অপরিচিত দলের পতাকাতলে যোগদান করে যুদ্ধ করে, স্বীয় গোত্রকে সাহায্য করার জন্য যুদ্ধ করে এবং গোত্রের সাহায্য ও স্বীয় মতবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধ করতে মানুষকে আহবান করে, সে আমার উম্মতের অন্তর্ভূক্ত নয়"। (সহীহ মুসলিম, হাদীছ নং- ৪৮৯২) এরা মূর্খ, জাহেল এবং এদের বয়স অল্প ও জ্ঞান খুবই সামান্য। এদের থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে সতর্ক করেছেন। তিনি বলেছেনঃ আমি যদি এদের যুগ পেতাম, তাহলে আমি তাদেরকে আদ জাতির ন্যায় হত্যা করতাম। তারা যাকে হত্যা করবে, সে হবে সর্বোত্তম শহীদ। তাদের মধ্যে যারা নিহত হবে, তারা হবে আকাশের নীচে সর্বাধিক নিকৃষ্ট নিহত ব্যক্তি। তিনি আরো বলেছেন, তারা হবে জাহান্নামের কুকুর। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই লোকদের ব্যাপারে বলেনঃ يَأْتِي فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ حُدَثَاءُ الأَسْنَانِ، سُفَهَاءُ الأَحْلاَمِ، يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ، يَمْرُقُونَ مِنَ الإِسْلاَمِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، لاَ يُجَاوِزُ إِيمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ، فَأَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، فَإِنَّ قَتْلَهُمْ أَجْرٌ لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (بخارى:৩৬১১) "আখেরী যামানায় এমন একদল লোক আসবে, যাদের বয়স হবে অল্প এবং জ্ঞান হবে খুবই সামান্য। তারা মানুষের সর্বোত্তম বুলি আওড়াবে। কিন্তু তা সত্বেও তারা ইসলাম থেকে এমন দ্রুতগতিতে বের হয়ে যাবে, যেমভাবে তীর ধনুক থেকে বের হয়ে যায়। তাদের ঈমান তাদের কন্ঠনালী অতিক্রম করবেনা। তাদেরকে যেখানেই পাবে সেখানেই হত্যা করবে। যে ব্যক্তি তাদেরকে হত্যা করবে, সে কিয়ামতের দিন এ হত্যাকান্ডের জন্য পুরস্কার লাভ করবে"। তিনি আরো বলেনঃ يَخْرُجُ نَاسٌ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ وَيَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ، ثُمَّ لاَ يَعُودُونَ فِيهِ حَتَّى يَعُودَ السَّهْمُ إِلَى فُوقِهِ "পূর্ব দিক থেকে একদল লোক বের হবে। তারা কুরআন পড়বে, কিন্তু কুরআন তাদের কন্ঠনালীর নীচে প্রবেশ করবেনা। তীর যেমন ধনুক থেকে বের হয়ে যায়, তারা তেমনি দ্বীন থেকে বের হয়ে যাবে। অতঃপর ধনুকের রশির নিকট নিক্ষিপ্ত তীর ফেরত না আসা পর্যন্ত তারা দ্বীনের মধ্যে ফিরে আসবেনা। অর্থাৎ তারা দ্বীন থেকে সম্পূর্ণরূপে বের হয়ে যাবে, তাতে আর ফেরত আসবেনা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে জাহান্নামের কুকুর বলেছেন। তারা প্রত্যেক যুগেই বের হবে। তারা প্রত্যেক যুগেই বের হতে থাকবে। এমনকি তাদের দল থেকেই দাজ্জাল বের হবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো সংবাদ দিয়েছেন যে, তোমরা তাদের নামাযের তুলনায় তোমাদের নামাযকে নগণ্য মনে করবে, তাদের এবাদতের তুলনায় তোমাদের এবাদতকে খুব সামান্য মনে করবে এবং তারা কুরআন পড়বে, কিন্তু কুরআন তাদের কন্ঠনালীর নীচে যাবেনা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের আরো অনেক স্বভাব ও বৈশিষ্ট উল্লেখ করেছেন। তারাই ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা উছমান ও আলী (রাঃ)কে হত্যা করেছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো সংবাদ দিয়েছেন যে, তারা অমুসলিমদেরকে বাদ দিয়ে মুসলিমদেরকেই হত্যা করবে। তাদের পূর্ব পুরুষরা উছমান বিন আফ্ফান ও আলী (রাঃ)কে হত্যা করেছে। তারা যখন উছমান (রাঃ)এর দেহকে তাঁর মাথা হতে বিচ্ছিন্ন করল তখন তাদের মধ্য হতে একজন অভিশপ্ত নিকৃষ্টি লোক উছমান (রাঃ)এর পবিত্র মাথার খুলির উপর পা রেখে বলেছেঃ والله ما عرفت يوما من أيام الله ولا يوما من أيام الجهاد أفضل من هذا اليوم "আল্লাহর কসম! আল্লাহ তাআলার সম্মানিত দিনসমূহের মধ্য হতে এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের দিনসমূহের মধ্য হতে আমার নিকট আজকের দিনের চেয়ে অধিক ফযীলতময় অন্য কোন দিন আছে বলে আমার জানা নেই"। (নাউযুবিল্লাহ) আলী (রাঃ)এর হত্যাকারী আব্দুর রাহমান বিন মুলজিম বলেছিলঃ আলী (রাঃ)কে হত্যা করার জন্য আমি এই বর্শাটিতে নয়টি মাথা স্থাপন করেছি। তার মধ্য হতে তিনটি মাথা স্থাপন করেছি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য। আলীকে ঘৃণার সংকেত হিসাবে আমি এই নয়টি মাথা স্থাপন করেছি। এই জন্যই তার সাথী ইমরান বিন হাত্তান আলী (রাঃ)কে হত্যা করার কারণে তার প্রশংসা করে বলেছিলঃ يا ضربة مِن تقيٍّ ما أراد بها * * * إلا ليبلغَ مِن ذي العرش رضواناً إني لأذكره يوماً فأحسبُه * * * أوفى البرية عند الله إنسانا "ওহে এমন একটি আঘাত, যা করা হয়েছে আল্লাহর একজন মুত্তাকী বান্দার পক্ষ হতে। এর মাধ্যমে আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টি ছাড়া সে অন্য কিছু কামনা করেনি। আমি এই দিনটিকে একটি ফযীলতময় দিন হিসাবে স্মরণ করি, যাতে আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণকারী বান্দাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি এই আঘাতটি করেছে। এই অভিশপ্তের জবাবে পূর্ব যুগের একজন সৎ লোক বলেছেনঃ يا ضَرْبَةً مِنْ شَقِيَ مَا أَرَادَ بِهَا * * * إلاَّ لِيَبْلُغَ مِنْ ذِي العَرْشِ خُسْرَانا إني لأَذْكُرُهُ يَوْماً فَأَحْسَبُهُ * * * أَشْقَى البَرِيَّةِ عِنْدَ الله إنسانا এটি আঘাতটি ছিল একজন হতভাগ্য লোকের পক্ষ হতে। সে এর মাধ্যমে আরশের মালিকের নিকট ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া ব্যতীত অন্য কিছু কামনা করেনি। আমি মনে করি, এর মাধ্যমে সে কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট সর্বাধিক হতভাগ্য ও নিকৃষ্ট বলে বিবেচিত হবে। এই পথভ্রষ্ট ও গোমরাহ লোকদের অন্যতম আলামত হচ্ছে লুকিয়ে থাকা এবং জনমানবের সামনে এসে তারা তাদের কথা প্রচার করেনা। আমি আপনাদের কাছে প্রশ্ন রাখছি যে, আমাদের দ্বীন কি সুস্পষ্ট? না অস্পষ্ট? আমাদের দ্বীন সুস্পষ্ট। এখানে গোপনীয় কিছু নেই। আমাদের কাছে এমন কিছু নেই, যা গোপন রাখতে হবে। এই সুফিয়ান (রঃ) বলেছেনঃ إِذَا رَأَيْتَ قَوْمًا يَتَنَاجَوْنَ فِي دِينِهِمْ دُونَ الْعَامَّةِ فَاعْلَمْ أَنَّهُمْ عَلَى تَأْسِيسِ ضَلاَلَةٍ তুমি যখন দেখবে যে, একটি দল তাদের দ্বীনি বিষয়ে সাধারণ লোকদেরকে বাদ দিয়ে গোপনে শলাপরামর্শ করছে, তখন তুমি মনে করবে যে, তারা কোন একটি গোমরাহীর পথ উম্মুক্ত করছে। এই কথা সুফিয়ান ব্যতীত আরো অন্যান্য আলেম থেকেও বর্ণিত হয়েছে। আমি কয়েকদিন আগে মসজিদে নববী থেকে তাদের খলীফার দাবীদারের এবং তার হাতে মিথ্যুক দাজ্জালদের বাইআত করার প্রতিবাদ করেছি। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, ইসলামের ইতিহাসে এমন কোন খলীফা কিংবা শাসকের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবেনা, যিনি লুকিয়ে থেকে এবং জনসাধারণের আড়ালে থেকে রাজ্য পরিচালনা করেছেন। (চলবে) ইন্টারনেটে শাইখের বক্তৃতার লিংকঃ https://www.youtube.com/watch?v=kyH4ArJZZaw

১৬) আই এস আইএস-এর কার্যকলাপ সম্পর্কে সৌদি আরবের ৪৮জন আলেমের বিবৃতিঃ মুসলিমদের সাথে পরামর্শ না করেই কোন একটি গ্র"প কর্তৃক নিজেকে একমাত্র শরীয়ত সম্মত দল বলে ঘোষণা দেয়া এবং অন্যান্য দল ও উপদলগুলোকে সেই দলে আসতে বাধ্য করা ও অন্যান্য দল-উপদলের লোকদেরকে খারেজী হিসাবে নির্ধারণ করে তাদের জান-মালের উপর আক্রমণ করা মারাত্মক যুলুম এবং অন্যায়ভাবে ক্ষমতা ছিনিয়ে নেওয়ার শামিল। এটিই মুসলিমদের দলাদলি ও পারস্পরিক যুদ্ধ-বিগ্রহের মূল কারণ। যারা এখন আল্লাহর শরীয়তের সামনে নত হতে অস্বীকার করছে, সাফাবী শিয়া ও বতেনীদের নিকট থেকে সিরিয়ার সম্পূর্ণ অঞ্চল মুক্ত করার পর তারা সিরিয়াতে ইসলামী শরীয়ত বাস্তবায়ন করবে- এ কথা কিভাবে বিশ্বাস করা যেতে পারে? সুতরাং যেই সীমা লংঘন ও বাড়াবাড়ি সিরিয়ার জিহাদকে বাধাগ্রস্ত করছে, তা থেকে আমরা সকলকে সতর্ক করছি এবং আমরা জোর দিয়ে সকল আলেম, দাঈ, বিবেকবান এবং যুদ্ধরত সকল গ্র"পের কমান্ডারদেরকে এই দায়েশের মুকাবেলা করার আহবান জানাচ্ছি। উপসংহারঃ উপরের সবগুলো পর্বের আলোচনা থেকে প্রমাণিত হলো যে, বিজ্ঞ আলোমদের মতে আইএস খারেজীদের একটি দল অথবা খারেজীদের মতই একটি দল। তারা গোমরাহ, সীমা লংঘনকারী, যালেম, পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী এবং লুটতরাজকারী। তারা আল্লাহর শরীয়ত মানতে ও বাস্তবায়ন করতে অস্বীকার করে। প্রকৃত পক্ষেই যারা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই ও তাদেরকে হত্যা করাই হচ্ছে এদের মূল উদ্দেশ্য। এই জন্যই তাদের সাথে যোগদান করা জায়েয নয়, তাদের কাতারে শামিল হয়ে যুদ্ধ করাও নাজায়েয। যারা তাদের সাথে যোগ দিয়েছে, তাদের ফিরে আসা ওয়াজিব। এই ফির্কার নিকট বাইআত করা হারাম। সিরিয়ায় আলেমগণ এদেরকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। শুধু তাই নয়; তারা তাদেরকে বিদ্রোহী, যালেম ও সিরিয়ায় জিহাদের পথে সবচেয়ে বড় বাধা বলে আখ্যায়িত করেছেন এবং সকলকে সাধ্যানুযায়ী তাদেরকে প্রতিরোধ করার আহবান জানিয়েছেন।

সেই বৃষ্টির রাত
MEMBER OF THE GROUP/MAY,18
দরসুল বুখারি [কিতাবুল মাগাযি]
'অর্থবিকৃতির বেড়াজালে' জিহাদ' ও তার প্রতিকার

দরসুল বুখারি [কিতাবুল মাগাযি]
'অর্থবিকৃতির বেড়াজালে 'জিহাদ' ও তার প্রতিকার

[ক[
'কিতাল' শব্দটির অর্থ ও ব্যবহার নিয়ে কারও বিভ্রাট নেই। সবাই জানে 'কিতাল' মানে কাফিরদের সঙ্গে লড়াই করা, যুদ্ধ করা।
তেমনিভাবে 'মাগাযি' শব্দটা নিয়েও এতো মনগড়া ব্যাখা নেই। 'মাগাযী' মানে রাসূল সা.-এর যুদ্ধাভিযান।

কিন্তু 'জিহাদ' শব্দটি নিয়েই যতো বিপত্তি। চলছে মনগড়া ব্যাখ্যা আর অর্থবিকৃতির ছড়াছড়ি।
এই অর্থবিকৃতি থেকে বাঁচার নাম 'ঈমানিয়াত'।
তাই আসুন জেনে নিই এহেন অর্থবিকৃতি থেকে বাঁচার পদ্ধতি-

প্রথমত আমাদেরকে ভালো করে স্মরণ রাখতে হবে যে, শরীয়াহর কতিপয় পরিভাষার 'শাব্দিক অর্থ' রয়েছে এবং 'পারিভাষিক' অর্থও রয়েছে।
ঐ পরিভাষাগুলো কুরআন-সুন্নাহতে কখনও 'শাব্দিকার্থে' ব্যবহৃত হয়েছে, আবার কখনও 'পারিভাষিকার্থে ব্যবহৃত হয়েছে।
যেখানে যে অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে; তার ওল্টোটা সেখানে উদ্দেশ্য নিলে অবশ্যই উক্ত পরিভাষাটি মারাত্মকভাবে বিকৃত হয়ে যাবে! যেটাকে বলে-'তাহরিফ'! ভয়াবহ গুনাহ! এমনকি ঈমান নিয়ে টানাটানি হতে পারে!

যেমন- صلواة (সলাত) এবং زكواة (যাকাত) শব্দদ্বয়।
সলাতের শাব্দিকার্থ 'রহমত', দু'য়া' ইস্তিগফার', দুরূদ পাঠ।
পারিভাষিকার্থ, নামায পড়া (বিশেষ জিকির, বিশেষ কাজ ও বিশেষ কতিপয় অবস্থার সমষ্টিগতের নাম)
যাকাতের শাব্দিকার্থ, পবিত্রকরণ, বৃদ্ধি হওয়া ইত্যাদি।
পারিভাষিকার্থ, নেসাবের মালিক বছরান্তে সম্পদের বিশেষ অংশ গরিবদের মালিক বানিয়ে দেয়া।

কুরআনিবিবরণ নিম্নরূপ-
(وصل عليهم إن صلوتك سكن لهم)
অর্থ: (হে নবি!) আপনি তাঁদের জন্য দু'আ করুন, আপনার দু'আ তাঁদের জন্য প্রশান্তিকর!
(ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم)
অর্থ: নবি স. তাঁদেরকে কুরআন-সুন্নাহ শিক্ষা দেন এবং তাঁদের ক্বলব পরিস্কার (আত্মশুদ্ধি) করেন।

উক্ত আয়াত দু,টোতে- صلواة এবং زكواة শব্দদ্বয় 'শাব্দিকার্থে' ব্যবহৃত হয়েছে, পারিভাষিক অর্থে নয়।

(وأقيموا الصلواة وآتوا الزكواة)
উক্ত আয়াতে صلواة এবং زكواة শব্দদ্বয় পারিভাষিকার্থে ব্যবহৃত হয়েছে, শাব্দিকার্থে' নয়।

ঠিক তদ্রুপভাবে 'জিহাদ' শব্দটিরও 'শাব্দিক' ও পারিভাষিক অর্থ রয়েছে এবং কুরআন-সুন্নাহতে উভয়টাই বিদ্যমান। এক অর্থকে আরেক অর্থের জায়গায় ব্যবহার করা যাবে না। করলে অর্থবিকৃতি হয়ে যাবে।
কিন্তু আফসুস! এব্যাপারে আলেমদের সঠিক ধারণার অনুপস্থিতি নাকি সেচ্ছায়, আল্লাহ মালুম সাম্প্রতিক সেই অর্থবিকৃতি-ই চোখে পড়ছে বেশি বেশি।
কারণ 'জিহাদ'এর শাব্দিকার্থ হলো, 'দ্বীনের জন্য যেকোন কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করা, কোনোকাজে প্রাণবন্ত চেষ্টা করা, ইত্যাদি।

পারিভাষিকার্থ হলো, (بذل الجهد فى قتال الكفار لاعلاء كلمة الله) অর্থাৎ- পৃথিবীতে আল্লাহর দ্বীন কায়েমের জন্য কাফিরদের সঙ্গে সশস্ত্রলড়াই করা।

এবার আসুন জেনে নিই সঠিক অর্থ প্রয়োগের মূলনীতিসহ ব্যবহার পদ্ধতি!.....

[খ]
'হেকমত' আর 'মাসলাহাত'র দোহাই দিয়ে কিংবা নিজদলের কর্মকাণ্ডকে ঢালাওভাবে 'শরীয়াহজিহাদ' বলে চালিয়ে দেয়া এবং স্বপক্ষে পাইকারী হারে জিহাদসম্বলিত আয়াত-হাদিসকে দলিল হিসেবে পেশ করা মহা অন্যায়। চাই সে যত বড়ো আলেমই হোক। তার যতো কোটি ভক্তবৃন্দ থাকুক!
এসব মনগড়া, অপব্যাখ্যা থেকে বাঁচতে অবশ্যই আমাদের এই সংক্রান্ত সহজভাবে অল্পকিছু 'মূলনীতি' জানতে হবেই হবে!
তাই আসুন জেনে নিই-
'জিহাদ' শব্দের আভিধানিক ও পারিভাষিকার্থ প্রয়োগের মূলনীতি।

১. কুরআন-হাদীস বা অন্যকোনো আরবিকিতাবের কোথাও যদি جهاد (জিহাদ) শব্দের মূলধাতুর পরে কেবল 'الله (আল্লাহ) বা তাঁর দিকে প্রবর্তক কোনো 'জমীর' (সর্বনাম) আসে, সেখানে 'জিহাদ' শব্দদ্বারা আভিধানিকার্থ উদ্দেশ্য নেয়া হবে, পারিভাষিকার্থ বিবেচ্য হবে না। অর্থাৎ তখন 'জিহাদ' দ্বারা দ্বীন পালনের যেকোনো চেষ্টাপ্রচেষ্টা, কষ্ট ইত্যাদি ধরে নেয়া হবে।
যেমন-
(১) وجاهدوا فى الله حق جهاده (তোমরা আল্লাহকে পাবার জন্য যথাযথ চেষ্টা করো।-আলকুরআন)
(২) والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا (যারা আমাকে পাবার জন্য চেষ্টা করবে, আলবত,আলবত আমি তাদেরকে আমাকে পেতে অগণিত পথ দেখাবো দেখাবো।- আলকুরআন)

উক্ত আয়াত দু'টোতে 'জিহাদ' শব্দটা আভিধানিকার্থে ব্যবহৃত হয়েছে, পারিভাষিকার্থে নয়।

২. কুরআন-হাদীস বা অন্যকোনো আরবিকিতাবের কোথাও যদি جهاد (জিহাদ) শব্দের মূলধাতুর পরে যদি فى سبيل الله (ফী সাবিলিল্লাহ) উল্লেখ থাকে, সেখানে 'জিহাদ' শব্দদ্বারা পারিভাষিকার্থ উদ্দেশ্য নেয়া হবে, আভিধানিকার্থ মোটেও বিবেচ্য হবে না। অর্থাৎ তখন 'জিহাদ' দ্বারা কেবল দ্বীন কায়েমের জন্য কাফিরদের সঙ্গে স্বশস্ত্র লড়াই করা ধরে নেয়া হবে। আভিধানিকার্থ উদ্দেশ্য নিলেই অর্থবিকৃতির মারাত্মক পাপ হবে।
যেমন-
(১) يجاهدون فى سبيل الله (তাঁরা আল্লাহর পথে লড়াই করে।- আলকুরআন)
(২) إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم فى سبيل الله (নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছেন, হিজরত করেছেন এবং আপন জানমাল দিয়ে আল্লাহর পথে লড়াই করেছেন.... ।- আলকুরআন)
এমন অসংখ্য আয়াত রয়েছে।
তো, এসকল আয়াতের 'জিহাদ' শব্দদ্বারা কেউ যদি 'স্বশস্ত্রলড়াই' অর্থ না করে ভিন্ন কোনো অর্থ করার অপচেষ্টা করে তাহলে সেইটে হবে পরিস্কার অর্থবিকৃতি। নাউযুবিল্লাহ!
আফসোস, অতিসম্প্রতি এটাই সবচে বেশি হচ্ছে।

৩. কুরআন-হাদীস বা অন্যকোনো আরবিকিতাবের কোথাও যদি جهاد (জিহাদ) মূলধাতু না এসে কেবল فى سبيل الله (ফী সাবিলিল্লাহ) উল্লেখ থাকে, সেখানে সাবিলিল্লাহ দ্বারা কেউ বলেন, এর দ্বারা 'স্বশস্ত্রলড়াই উদ্দেশ্য নেয়া হবে, আবার কেউ বলেন, এর দ্বারা আল্লাহকে পাবার যেকোনো ভালো পথই উদ্দেশ্য নেয়া হবে।
যেমন-
مثل الذين ينفقون فى سبيل الله
(যারা আল্লাহর পথে ব্যয় করে....) সূরা বাকারা।

স্মর্তব্য, হাদিস, ফিক্বাহ, ফাতাওয়া ইত্যাদি কিতাবগুলোতে 'কিতাবুল জিহাদ' কিংবা 'বাবুল জিহাদ' এনে যেই শিরোনাম দাঁড় করানো হয়েছে নিঃসন্দেহে ওগুলো দ্বারা তখন 'জিহাদ'এর পারিভাষিকার্থ-ই উদ্দেশ্য নেয়া হবে।
কোনো ছলচাতুরী করে আভিধানিকার্থ উদ্দেশ্য নেয়া যাবে না!

সূত্র: তুহফাতুল ক্বারী (শরহেবুখারি) খণ্ড: ৮ম, পৃষ্ঠা: ৩১-৩২

SK MUHIB GURABA
ADMIN ·MAY,18
বিয়ে VS. বাস্তবতা PART 4

বিয়ে *vs.* বাস্তবতা *PART 4*

বাধ্য হয়ে লিখতে বসলাম...

আমি ত বলছিলাম ই আমার ফেন্ড এর কথা।।
সে বিয়ে করবে সব ঠিকঠাক।এখন মেয়ে ওকে প্রশ্ন করল
আচ্ছা আপনি কি **second** বিয়ে করবেন।আমার ফ্রেন্ড বলল,
এটা ইসলামের মধ্যে একটা সুন্নাহ।আমি যখন এ ব্যাপারে জানি সে
সময়ে আমার মনে হয়েছিল যে এটা করা যেতে পারে... ।।
তারপর আবার আমার ফ্রেন্ড বলল যে , তবে আমি **second** বিয়ে করতে
আগ্রহি নয়.. ।।
এই কথা শুনার পর আবার ওই মেয়ে কি করল????

সে বিভিন্ন কারণ দেখিয়ে বলে যে , আমি আপনাকে বিয়ে করতে পারবো না।।

আজিব, এটা কি মুমিনের আচরণ।।সব ঠিকঠাক , এখন একটা কারণ এর উপর ভিত্তি করে
তাও আবার আমার ফ্রেন্ড দুই টি বিয়ে করতে অমত।।এখন বিয়ে করবে না।।বুঝলাম সবারি একটা মতামত
আছে, এজন্য এই বিয়ের মত সেন্সেটিভ জিনিস নিয়ে এরকম করা।।

হ্যা , যে কথাগুলো বলতে চাচ্ছিলাম,

###আচ্ছা নবি সাঃ এর সুন্নত কি আমরা পালন করতে পারি না।
এখানে **second** বিয়ে ইসলামে হালাল, আর আপনার এই আমল মেনে নিতে সমস্যা কোথায়... ।
হ্যা, একটা কথা বলতে হবেই...

ছেলেদের **desire** বেশি।এজন্য আল্লাহসুবাহানাওয়াতালা, এটাকে ছেলেদের জন্য **fix** করেছেন।।(চারটি বিয়ে)
আর মেয়েদের **desire** ছেলেদের থেকে কম, কিন্ত হ্যা , মেয়েরা একজন কে আকড়ে ধরলে সহজে ছাড়তেই চায়
না।।
এজন্য কোন মেয়ে চায় না, যে তার **husband** অন্য কোন মেয়েকে বিয়ে করুক।।
আর ছেলেদের এই বাসনা বেশি বলেই ত হুরের সংখ্যা বেশি করে দিয়েছেন মহান আল্লাহসুবাহানাওয়াতালা

এখন দেখুন আমাদের মত মুজাহিদ বোনেরা যদি তাদের হাসবেন্ডেরকে এইরকম চারটি বিয়ে করানোর মনোভাব না
থাকে, তাহলে এই মনোভাব কি মডারেট মেয়েদের ভিতর জন্মাবে নাকি?????
কোন কালেই মডারেট মেয়েদের ভিতর এই মনোভাব জন্মাবে না... ।।

শুধুমাত্র যারা ইসলামকে বুঝে থাকে, নবী সাঃ এর আমল পালনে অগ্রসর
একমাত্র তারাই এই আমল পালনে সচেস্ট হবে।।
কাউর হাসবেন্ড যদি রোহিঙ্গাবা অন্য কোন নারিকে বিয়ে করে এই করুন অবস্থা (রোহিঙ্গাদের) থেকে বাচাতে চায়
তাহলে সমস্যা কোথায়।।সাহাবি রাঃ রা কি এই আমল করেন নি।
ওই সময়ে আমাদের সালাফরা এই চারটিবিয়ে করা , তালাক দেয়া এগুলো কোন সমস্যা হিসেবে নিতেন ই না।
আর আমাদের সমাজে যে অবস্থা , আমাদের মত যুবক যুবতিরা একটা বিয়েই করতে কত হিমসিম খেতে
হচ্ছে , আর এজন্যই আমাদের একটা বিয়ে করলেই আর অন্য আরেকটি করার চিন্তা মাথায় আসবেই না।।
কারণ, এখানে সামরথ্য থাকতে হবে মেয়ে কে পালার জন্য।।সবার তা থাকে ও না।।

এজন্য মনোভাব পালটান বোনেরা।।
আর মুমিনদের আচরণ ই হবে এরকম, যে হাদিস শুনলাম, ত মানলাম, কোন দিকে তাকানোর দরকার নেই।।

আশা করি বুঝতে পেরেছেন।
আল্লাহ আমাদের সবাইকে ইসলামের সঠিক বোঝ দান করুক এবং সেই অনুযায়ী আমল করার
তোউফিক দান করুন।।
আমিন।।
আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতু

সুন্নাই(বিবাহ) সমাধান

অচেনা মুসাফির
MAY 24 ,18//GROUP MEMBER

গণতন্ত্র ও সংসদে অংশগ্রহণের ব্যাপারে হুকুম:

গণতন্ত্র ও সংসদে অংশগ্রহণের ব্যাপারে হুকুম:

.

.

শাইখ নাসির ইব্ন হামদ আল-ফাহাদকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল- গণতন্ত্রের অর্থ কী? শূরা এবং গণতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য কী? এবং সংসদে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে কী হুকুম?

.

.

.

শাইখ-এর জবাব: গণতন্ত্র হল জনগণের শাসন। যার অর্থ হল আইন প্রণয়ন এবং হালাল-হারাম নির্ধারণের অধিকার জনগণের। ঈসার (আ.) জন্মের আগে প্রাচীন গ্রীসে এর অস্তিত্ব ছিল। ইংরেজ এবং ফরাসী বিপ্লবের সময় থেকে এ ধারণা আরো বিকশিত হতে হতে আজকের অবস্থায় পৌঁছেছে। এটি নির্জলা কুফর। বিধান দেয়ার অধিকার একমাত্র আল্লাহ তা'আলার, যার কোন শরীক নেই। যেমনটা তিনি বলেন,

.

وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا

অর্থ: "হুকুম দেয়ার ক্ষেত্রে তিনি কাউকে নিজের সাথে শরীক করেন না" [সূরা কাহাফ: ২৬]

.

বিয়ে এবং ব্যাভিচারের মধ্যে যত পার্থক্য, শূরা এবং গণতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য তার চেয়েও বেশি। এবং সেগুলো কয়েকটি দিক থেকে:

.

১. শূরা শুধু ইজতিহাদী বিষয়ের ক্ষেত্রে হতে পারে, যেগুলোর ব্যাপারে স্পষ্ট কোন নাস পাওয়া যায় না। কিন্তু যে বিধানগুলো সুস্পষ্ট, সেগুলোর ব্যাপারে কোন শূরা নেই। অথচ গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে এরকম কোন শর্ত নেই।

.

২. শূরা হল "আহলুল-হাল ওয়াল-আকদ" এর মধ্য থেকে যারা ইহসান, ইখলাস, তাকওয়া এবং দীনদারীতার ব্যাপারে সুপ্রসিদ্ধ, সেইসব সালিহ বান্দার জন্য। অথচ গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে সংসদ হল এমন কিছু লোকদের জন্য যাদেরকে জনগণ নির্বাচিত করে নিজেদের খেয়ালখুশী ও কামনা অনুযায়ী, নিজেদের স্বার্থ পূরণের জন্য, এমনকি তারা যদি সমাজের সবনিকৃষ্টও হয়।

.

৩. শূরার রায় যে সর্বদা সঠিক হয়- তা নয়। তাই যদি তিনি উত্তম বিকল্প পান, অথবা মান্য না করায় কোন কল্যাণ আছে বলে মনে করেন, তাহলে শূরার রায় মানতে ন্যায়বান শাসক বাধ্য নন। অথচ গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে এই ব্যাপারটা সম্পূর্ণ বিপরীত; গণতন্ত্রে যে রায় আসবে সেটাই মানতে হবে।

.

৪. শূরাতে এমন কোন সিদ্ধান্ত ও আইন নিয়ে আসা হয় না, যা জনগণের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়। অথচ গণতন্ত্রে সিদ্ধান্তকে জনগণের উপর জোর করে চাপিয়ে দেয়া হয়।

.

.

.

এসব পার্থক্য ছাড়াও, গণতন্ত্র এবং শূরার মধ্যে আরও বেশ কিছু পার্থক্য আছে। এই ইস্যুতে বেশ কিছু ভালো বই আছে, সেগুলো পড়লে ব্যাপারগুলো আরো স্পষ্ট হবে।

.

.

.আর বিভিন্ন দিক থেকে সংসদে অংশগ্রহণ করা মারাত্মক মুনকার (মন্দ)। যথা–

.

১. জনগণের আইনকে স্বীকৃতি দেয়া। সংসদ হল একটি বিধানসভা, যা আইন প্রণয়ণ করে। তাই এতে অংশগ্রহণ করার অর্থ হল, যে সংসদে অংশগ্রহণ করছে সে আল্লাহ ব্যাতীত অপর বিধানদাতার স্বীকৃতি দিচ্ছে, যা সুস্পষ্ট কুফর। এমনকি ইসলামপন্থীরাও যদি সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়, এবং সংবিধানকে ইসলামসম্মত করে, তবুও সেটা আল্লাহর বিধান বা আল্লাহর আইনের শাসন বলে বিবেচিত হবে না। বরং এটা জনগনে শাসন হিসেবেই বিবেচিত হবে। কারণ এটা করা হয়েছে জনগণের ইচ্ছে অনুযায়ী, আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী নয়। তাই যখন সংসদ সদস্য পরিবর্তন হয়, তখন আইনও বদলে যায়। সুতরাং এটি কখনোই শআরীয়্যাহর শাসন নয়।

.

শারীয়্যাহ বাধ্য করে, নিয়ন্ত্রন করে, শর্তহীন শাসন করে। যারা একে অস্বীকার করে তাদেরকে তরবারী দ্বারা আঘাত করে আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করে, আর এ কাজের আগে পক্ষ-বিপক্ষের ভোট গুণতে বসে না।

.

২. এছাড়াও সংসদে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেককে সংবিধানকে সম্মান করার শপথ করতে হয়, যে সংবিধানটি মূলত কুফর ছাড়া কিছুই নয়। এছাড়াও এর মধ্যে রয়েছে আরো অনেক মুকাফফিরাত, আর এই সংবিধানকে সম্মান করাও কুফর। তাহলে কীভাবে আপনি এই সংবিধানের ওপর শপথ করেন? কীভাবে এ সংবিধানকে সম্মান ও বাস্তবায়নের শপথ করেন!

.

৩. যাদেরকে ইসলামপন্থী বলা হয় তারা সংসদে যাবার জন্য দীনের অনেক বিষয়ের ব্যাপারে ছাড় দেয়, দিয়ে আসছে। কিন্তু সংসদে যাবার জন্য দীনের ব্যাপারে যা কিছু তারা ছাড় দিয়েছে তার ভগ্নাংশও তারা অর্জন করতে পারেনি। বর্তমান অবস্থা খেয়াল করলেই আপনারা তা ভালো করেই বুঝবেন।

.

শাইখ আহমাদ শাকির (রহ) তার উমদাতুল তাফসীরে আল্লাহর বাণী, "এবং পরামর্শ করো তাদের সাথে" [আলী ইমরান: ১৫৯] এর আলোচনায় খুব সুন্দর ভাবে শূরার সাথে গণতন্ত্রের তুলনা করে দেখিয়েছেন। যারা গণতন্ত্রকে শূরার একটি প্রকারভেদ বলে দাবী করে এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণের আহবান করে, এখানে শাইখ আহমাদ শাকির তাদের সুন্দর জবাব দিয়েছেন। তাই আমি আপনাদের বলবো শাইখের উমদাতুল তাফসীর পড়ে দেখুন, কারণ এতে এমন কথা আছে যা স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখার মত

Collected

Mohammad Azizul shared his
Group Member · May 24,18,

/////যেভাবে আপনি জইহাদে অংশগ্রহণ করতে পারবেন////

০১ > জিহাদের জন্য বিশুদ্ধ নিয়ত থাকা।
০২ > শাহাদাত পাওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করা।
০৩ > নিজের মাল সম্পদ দারা জিহাদ করা।
০৪ > মুজাহিদদের জন্য টাকা সংগ্রহ করা।
০৫ > মুজাহিদকে টাকা দিয়ে সাহায্য করা।
০৬ > মুজাহিদের পরিবারকে দেখাশোনা করা।
০৭ > শহীদের পরিবারকে দেখাশোনা করা।
০৮ > বন্দি ভাইদের পরিবারগুলোর দেখাশোনাকরা।
০৯ > মুজাহিদদের যাকাত প্রদান করা (জিহাদের খরচ বাবদ)।
১০ > মুজাহিদদের মনোবল বাড়ানো এবং তাদের উৎসাহ প্রদান করা।
১১ > মুজাহিদদের চিকিৎসায় সাহায্য প্রদান করা।
১২ > মুজাহিদদের সমর্থন করা এবং তাদের জন্য উঠে দাঁড়ানো।
১৩ > পশ্চিমা মিডিয়ার মিথ্যাচারের মোকাবিলা করা।
১৪ > মুনাফিকদের মুখোশ উন্মোচন করা।

১৫ > জিহাদের ব্যাপারে অন্যদের উৎসাহ প্রদান করা।
১৬ > মুজাহিদদের নিরাপত্তা দেয়া এবং তাদের গোপোনীয়তা রক্ষা করা।
১৭ > মুজাহিদদের জন্য দোয়া করা।
১৮ > জিহাদের খবর জানা এবং তা প্রচার করা।
১৯ > মুজাহিদ এবং তাদের আলেমদের লেখনী প্রচার ক রা।
২০ > মুজাহিদদের পক্ষে ফতোয়া দেয়া।
২১ > আলেম এবং ইমামদের মুজাহিদদের
তথ্য এবং খবর
পৌঁছে
দেয়া।
২২ > শারীরিক যোগ্যতা অর্জন করা।
২৩ > অস্ত্র চালনার প্রশিক্ষণ নেয়া।
২৪ > প্রাথমিক চিকিৎসার প্রশিক্ষণ নেয়া।
২৫ > জিহাদের ফিকহ্ ও মাসলা জানা।
২৬ > মুজাহিদদের রক্ষা করা এবং তাদেরক সাহায্য করা।
২৭ >"আল্লাহর জন্য ভালোবাসা এবং আল্লাহর জন্য ঘৃণা"- এই আকিদার বিকাশ করা।
২৮ > মুসলিম বন্দীদের প্রতি আমাদের দায়িত্য পালন করা।
২৯ > জিহাদি ওয়েবসাইট তৈরী করা।
৩০ > আমাদের সন্তানদের জিহাদ এবং মুজাহিদদের প্রতি ভালবাসা শেখানো। ফতোয়া দেয়া।
৩১ > বিলাসী জীবনযাপন এড়িয়ে চলা।
৩২ > মুজাহিদদের কাজে লাগে এমন যোগ্যতা অর্জন করা।
৩৩ > যে সব দল জিহাদের জন্য কাজ করছে তাদের সাথে যোগ দেয়া।
৩৪ > হক আলেমদের দিকে অন্যদের এগিয়ে আনা।
৩৫ > হিজরতের জন্য প্রস্তুত থাকা।
৩৬ > আত্মিক প্রশিক্ষণ নেয়া।
৩৭ > মুজাহিদদের নসিহাহ্ দেয়া।
৩৮ > ফিতনা বিষয়ের হাদিস পড়া।
৩৯ > বর্তমান যুগের ফেরাঊন এবং তার জাদুকরদের মুখোশ উন্মোচন করা।
৪০ > নাশীদ (জিহাদি গজল) তৈরী করা।
৪১ > শত্রুদের অর্থনীতি বর্জন করা।
৪২ > আরবী শেখা।
৪৩ > বিভিন্ন ভাষায় জিহাদি লেখনী অনুবাদ করা।
৪৪ > 'ফিরকাতুন নাযিয়ায়' বা "মুক্তি প্রাপ্ত দল" – এর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অন্যদের শিক্ষাদেয়া।

#মডারেট ইসলাম

বর্তমানে আমেরিকা এমন ইসলাম চায় না যা উম্মাহর বিপদগুলো প্রতিরোধ করবে, তারা চায় না এমন ইসলাম যা আহ্বান করবে জিহাদের দিকে, শরীয়তের শাষনের দিকে ও ওয়ালা- বারা এর দিকে। তারা চায় না ইসলামের এই দরজাগুলো খুলে যাক এবং মানুষকে উহার দিকে আহবান করা হোক। বরং তারা চায় এমন ইসলাম যা হবে আমেরিকান, সমাজতান্ত্রিক, গনতান্ত্রিক, শান্তিপ্রিয় ও গৃহপালিত।

শায়েখ আনোয়ার আওলাকী রাহিমাহুল্লাহ

জিহাদ ও তাকওয়ার মাস রমজান

Fahima Jahan
Admin ·
May 24, 18

হে মুসলমান ভুলে যাবেন না

রমজান শুধু তাক্বওয়ার মাস নয়, এই মাস জিহাদের মাস এই মাস বদর প্রান্তরে কাফেরদের উপড় বিজয়ের মাস। হে মুসলমান এই মাস কে কেন্দ্র করে মুনাফেকি ফাসেকি নিফাকের চরিত্র কে মাটির সাথে মিশিয়ে জিহাদী তামান্না নিয়ে নিজেকে গড়ে তুলুন।

আর ঘরে বসে থাকার সময় নেই চতুর্দিকে কাফের মুশরিকরা আমাদের ঘেরাও করে ফেলেছে, ওরা আমাদের পাইকারিদিরে হত্যা করতেছে ওরা আমাদের রক্ত দিয়ে হলি খেলা খেলতেছে, ওরা আমাদের মা বোনদের নিয়ে ফূর্তি করতেছে এই নরপশুরা আমাদের বোনদের পেঠে ইহুদি জম্ম দিচ্ছে শেষে পশুর মত জবাই করে কুকুরকে খাওয়াচ্ছে এসব দৃশ্য দেখার পরও কি ঘরে বসে থাকবে।

মনে রাখবেন আজ সিরিয়া সোমালিয়া কাশ্মির ভারত ফিলিস্তিনের ভাই বোনেরা হত্যা নির্যাতিত হচ্ছে কাল যে তুমি তোমার মা বোন যে হত্যা ধর্ষিতা হবেনা সেটার কি গ্যারান্টি আছে। এখনও সময় আছে একটিবার শহীদি তামান্না নিয়ে গর্জে ওঠো আর বলুন হয় শাহাদাত না হয় খিলাফাত এই জজবা নিয়ে বেরিয়ে পড়ুন দেখবে কাফের মুশরিকরা ইদুরের গর্ত খুজবে ইনআশাল্লাহ!

শায়েখ উসামা বিন লাদেন রাহিমাহুল্লাহ একবার তার নিজের অবস্থা সম্পর্কে বলেছিলেন:-

مضينا نشق الدرب شقاً ونعتلي ... ... صخوراً ونمضي دونها ونغامر
يعض علينا الشوك تدمى به الخطا ... ... وتدمى به أكبادنا والنواظر
يقود خطانا من هدى الحق ديننا ... ... وأفئدة تجلى به وبصائر
وعهد مع الرحمن أبلج نوره ... ... تدفق فانزاحت بذاك الدياجر
"আমরা বের হয়ে পড়েছি পথ পারাপারের জন্য এবং আরোহণের জন্য বাজপাখির মতো জেগে ওঠেছি এবং ঝুঁকি নিয়েছি।

পথের কাটাঁগুলো আমাদের পদক্ষেপকে রক্তাক্ত করেছে আর এতে রক্তক্ষরণ হয়েছে আমাদের হৃদয় এবং আত্মায়।

আমাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করেছে আমাদের ধর্ম, আলোকিত করেছে আমাদের হৃদয় এবং দৃষ্টিকে।

আল্লাহর সাথে আমাদের একটি কসম, যে কসম উজ্জ্বলকে আরো উজ্জ্বল করে আর অন্ধকারকে দূর করতে আলো বিচ্ছুরিত করে।"

Sk Muhib Guraba
Admin · May 23 ,18

আফসোস,কোথায় গেল আল ওয়ালা ওয়াল বারা

আসছে মৌলিক আকিদা বিনস্টকারি World CUP

আমার এক ফ্রেন্ড কে বললাম,কিরে ব্রাজিল এর কোচ কে?
সে সুন্দর করে ঝটপট উত্তর দিয়ে দিল।।তারপর বললাম ,
আচ্ছা আবু যেহেলকে কে হত্যা করেছে?
সে চুপ...কোন উত্তর নেই মুখ থেকে।।
আফসোস কাফেরের সব কিছুর খবর রাখি,কাফেরে দলে কয়জন ,কি তাদের
নাম... ইসলামের কোন জিনিস মন থেকে জানা ও মানার চেস্টা ও করি না...।।
আর এ থেকেই প্রমাণ হয় যে আমাদের ভালোবাসা কুরআন ও সুন্নাহ
অপেক্ষা কাফেরদের প্রতি বেড়ে গেছে...।।

মেসি,রোনালদো,রুনি,সুয়ারেজ এর মত কাফেরদের দলের
জন্য লাখ লাখ পতাকা উড়ছে ,তাদের জন্য মিছিল হচ্ছে,
অযথা খরচ হচ্ছে ,
আর অন্যদিকে উম্মাহর রক্ত দিন দিন ঝরে যাচ্ছে সে দিকে
আমরা খেয়াল করি না,সিরিয়া,কাশ্মির ,আফগানস্তান,রোহিঙ্গা,...তাদের অবস্থার
জন্য
আমাদের মনে কিছু নাড়া দেয় না।।কত মানুষ না খেয়ে মরছে...।আফসোস...
আমরা নাকি
মুসলিম...খেল তামাশার আড়ালে ফিকে হয়ে যায় উম্মাহ র রক্ত।।
আল্লাহ...মাফ করুন...।।

এসব খেলাধুলার তামাশার মাঝে ঢাকা পড়ে গেছে
ইসলামের মুল

//////

একটি আকিদা////// আল ওয়ালা ওয়াল বারা.///..এই
আকিদা টী হল ...
একমাত্র আল্লাহর জন্য কাউকে ভালোবাসা , আর আল্লাহর
জন্য
কাউকে ঘ্রিণা করা , কাউর সাথে সম্পরক ত্যাগ
করা.. একমাত্র আল্লাহর জন্য.।।
যারা দল সাপোরট করেন , তাদের কাছে একটা প্রশ্ন, আচ্ছা এই
মেসি , রোনালদো
কি কাফের অবস্থায় মারা গেলে কি জান্নাত পাবে,???
আরেকটি প্রশ্ন
হাদীসে এসেছে"" , কিয়ামতের দিন যারা যাকে যেমন
ভালবেসেছে, তারা তাদের
সাথে কিয়ামতের দিন থাকবে""////
আপনি কি চান আপনার হাশর এর ময়দান কোন কাফিরের
সাথে হোক??????
এজন্য, প্রিয় ভাইওবোনেরা , আসুন আমরা যারা এখনো এই
কাফেরের জন্য ভাল
মনোভাব প্রকাশ করে আছি, এখনি তাদের জন্য ভালবাসা
কে কবর দিয়ে দিন , যদি আপনি শান্তিতে
আখিরাতে থাকতে চান।। ভালযদি বাসতেই চান, তাহলে
একমাত্র আল্লাহকেই ভালবাসতেই হবে।
কারণ একমাত্র আল্লাহই আপনার সাহায্যকারি হবেন, সেই
কিয়ামতের দিনে... ।

তাই আসুন বয়কট করুন এই খেলাধুলা দেখা।
সেই সাথে JERSY থাকলে পুড়িয়ে ফেলুন, যদি আপনি
আল্লাহকে ভালবাসেন/// এজন্য ভাই ও বোনেরা আল্লাহর,
দিকে ফিরে আসুন।
কারণ, একজন মুসলমানের সময় খুব দামি, কারন আল্লাহ
হিসাব গ্রহনে অতিব অগ্রসারি।।
তাই, আসুন আমরা সবাই সময়কে একমাত্র আল্লাহর জন্যই
কাজে লাগাই, কোন কাফেরদের
জন্য নয়।।

////////////////SK MUHIB//////////

Md Lazu

May 23 ,18

আল-ক্বা'ইদা কি অ্যামেরিকার তৈরি? বিন লাদেন কি অ্যামেরিকার তৈরি? অনেকে বলে রাশিয়ারবিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য অ্যামেরিকা আল ক্বা'ইদাকে তৈরি করে? এ কথা কি সত্য?

আল-ক্বা'ইদা কি অ্যামেরিকার তৈরি? বিন লাদেন কি অ্যামেরিকার তৈরি? অনেকে বলে রাশিয়ারবিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য অ্যামেরিকা আল ক্বা'ইদাকে তৈরি করে? এ কথা কি সত্য?

#উত্তর – বস্তুত যারা আল-ক্বা'ইদা এবং শায়খ উসামা বিন লাদেনকে রাহিমাহুল্লাহকে অ্যামেরিকার এজেন্ট বলে মনে করে তারা ৫ শ্রেনীতে বিভক্ত।

.

১)ইরানী-শি'আ ও শি'আ পন্থীরা। এরাই সর্বাধিক ষড়যন্ত্র তত্ব প্রচার করে থাকে। এদের বিভিন্ন মিডিয়া যেমন রেডিও তেহরান, প্রেস টিভি ইত্যাদির মাধ্যমে এসব তত্ত্ব প্রচার করা হয়।

.

২) বাম চিন্তাধারায় অনুপ্রানিত বুদ্ধিজীবিরা। আমাদের দেশীয় বাম চিন্তাধারার অধিকাংশ বুদ্ধিজীবি পশ্চিমা ও পশ্চিম বঙ্গের বাম বুদ্ধিজীবিদের চিন্তাগুলোই দাড়ি-কমা সব অনুবাদ করে নিজেরা মস্তিষ্ক ও মননে ধারন করেন।

.

৩) রাশিয়ান মিডিয়া। RT নিউয এর মতো রাশিয়ান মিডিয়াগুলো এবং রাশিয়ার শাসক শ্রেণী মুজাহিদিনকে অ্যামেরিকার এজেন্ট বলে দাবি করে, এবং প্রচার করে অ্যামেরিকার সাথে তাদের নিজেদের যে মিডিয়া যুদ্ধ, মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ তার অংশ হিসেবে

.

MD LAZU

MAY 23 ,18

আল-ক্বা'ইদা কি অ্যামেরিকার তৈরি? বিন লাদেন কি অ্যামেরিকার তৈরি? অনেকে বলে রাশিয়ারবিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য অ্যামেরিকা আল ক্বা'ইদাকে তৈরি করে? এ কথা কি সত্য?

৪) বাংলাদেশী রাজনৈতিক এবং বিভিন্ন ভূইফোড় ধর্মীয় সংগঠনগুলো যারা সত্যমিথ্যা যাচাই না করেই একথা বলে বেড়ায় কারন এটা বললে তাদের নিজেদের কাপুরুষতাকে আড়াল করা সহজ হয়। দুনিয়াতে যে আসলে জিহাদ হচ্ছে এ সত্য লুকিয়ে রাখা সহজ হয়।

.

৫) সাধারণ মানুষ যারা উপরের চার শ্রেণীর প্রচারনা থেকে বিভ্রান্ত হয়।

.

প্রথমত পাঠকের যা জানা উচিৎ তা হল শায়খ উসামা বিন লাদিন রাহিমাহুল্লাহ আমাদের বাংলাদেশীদের কাছে অপরিচিত ব্যক্তি হতে পারেন, কিন্তু আরবদের কাছে তিনি কোন অপরিচিত ব্যাক্তি ছিলেন না। আল-ক্বা'ইদা ঘটনের আগেই তিনি সম্পূর্ণ আরব জুড়ে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন। তার জনপ্রিয়তার পেছনে ছিল দুটি কারন।

.

১) তার পিতৃপরিচয়। শায়খ উসামার পিতা মুহাম্মাদ বিন আওদাহ বিন লাদিন ছিলেন একজন ইয়েমেনী যিনি হিজাযে (যাকে সাউদী আরব বলা হয়) এসে একজন দিনমজুর হিসেবে কাজ শুরু করেন। ১৯৩০ সালে শুরু করেন নিজের কোম্পানি। কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে একসময় তিনি পরিণত আরবের সবচেয়ে বড় বিযনেস টাইকুনে। আরবের সবচেয়ে বড় কনশট্রাকশান কোম্পানী ছিল তার। এবং সাউদী আরবে তেল পাবার আগে মুহাম্মাদ বিন লাদেনের সম্পদের পরিমান ছিল সাউদী রাজ পরিবারের চেয়েও বেশি।

.

মুহাম্মাদ বিন লাদেনের সোভাগ্য হয়েছিল মাসজিদুল হারাম (কা'বা শরীফ), মাসজিদ আন-নাওয়াউয়ী, এবং বাইতিল মাকদিসে আল-আক্বসা – এ তিন পবিত্র স্থানের তিন পবিত্র মাসজিদের সংস্কার ও নির্মান কাজে অংশ গ্রহনের। এর মাঝে মাসজিদ আল হারামের সংস্কারের সময়, সাউদী রাজবংশের কাছে পর্যাপ্ত পরিমান টাকা না থাকায় মুহাম্মাদ বিন লাদেন নিজ খরচে কাজ চালিয়ে যান।

কাজের সুবাদে প্রায়ই মুহাম্মাদ বিন লাদেন একইদিনে মক্কা-মদীনা ও জেরুসালেমের পবিত্র মাসজিদে নামায আদায় করতেন। এবং মাঝেমধ্যে এসময় তার সাথে সঙ্গী হিসেবে থাকত তার প্রিয় ছেলে উসামা। মুহাম্মাদ বিন লাদেন ছিলেন বাদশাহ ফায়সালের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ও অন্তরঙ্গ বন্ধু। এবং মুহাম্মাদ বিন লাদেন মারা যাবার পর বাদশাহ ফায়সাল প্রকাশ্যে আক্ষেপ করেছিলেন।

.

আরব জুড়ে বিন লাদেন কোম্পানী বানানো রাস্তা-প্রাসাদ, অট্টালিকা, স্কাইস্ক্রেপার, এয়ারপোর্ট, পাওয়ার প্ল্যান্ট, হাসপাতাল ইত্যাদি ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। বিন লাদেন কোম্পানী এবং তাদের অন্যান্য অঙ্গপ্রতিষ্ঠানেবার্ষিক আয় কমের দিকে ১০ বিলিয়ন ডলারের মতো। শায়খ উসামা বিন লাদেন এ পরিবারের সন্তান।

সাউদী রাজ পরিবার আরবে সকল সম্ভ্রান্ত পরিবার, ব্যবসায়ী এবং উলামা ছোটকাল থেকেই শায়খ উসামা বিন লাদেনকে চেনেন। শায়খ উসামার সুযোগ ছিল এ ব্যবসায়িক রাজত্বের দায়িত্ব নিয়ে রাজার মটো জীবন যাপন করার। যদি তিনি টাকার পেছনেই ছুটতেন তাহলে অ্যামেরিকার কাছে যাবার কোন প্রয়োজন তার ছিল না। বরং উল্টো এফবিআই ও সিআইএকে কিনে ফেলার মতো টাকা তার কাছে ছিল।

.

২) মুজাহিদ হিসেব পরিচিতি- শায়খ উসামা যখন রাশিয়ার বিরুদ্ধে আফগান জিহাদে শামিল হন তখনো তার বয়স তিরিশ ছোয়নি। প্রথম দিকে শায়খের ভূমিকা ছিল মুজাহিদিনের জন্য অর্থ সংগ্রহের। শায়খ নিজে মিলিয়ন মিলিয়ন রিয়াল জিহাদের জন্য দান করার পাশাপাশি আরব ঘুরে ঘুরে সম্ভ্রান্ত পরিবার ও ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে মুজাহিদিনের জন্য অর্থ সংগ্রহ করতেন। পরবর্তীতে আফগানিস্তানের যুদ্ধের ময়দানেও তিনি বীরত্বের পরিচয় দেন।

.শুধুমাত্র আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের জন্য তিনি ধন-সম্পদ আরাম-আয়েশ ত্যাগ করে আফগানিস্তানের পাহাড়ে-পাহাড়ে ঘুরে বেড়াতে থাকেন। আর এ আত্বত্যাগের মাধ্যমেই আরবের ঘরে ঘরে তিনি একজন বীর মুজাহিদ হিসেব পরিচিতি লাভ করেন। প্রকৃত পক্ষে তার পরিবার, সম্পদ, তার আত্বত্যাগ, তার বীরত্ব, তার চেহরা, তার চলন, তার ব্যবহার সব কিছু মিলিয়ে শায়খকে অতীত যুগের কোন রাজপুত্র মনে হওয়াই স্বাভাবিক যিনি দ্বীনের জন্য দুনিয়াকে ক্বুরবানী করেছেন।

.

শায়খ উসামা একজন মুজাহিদ হিসেবেই পরিচিত ছিলেন আরব শায়খদের কাছে। এমনকি যখন তিনি অনেক বিষয়ে অনেকে তার সাথে মতপার্থক্য করেছে তখনো কেউ তার ব্যাপারে এ কথা বলেননি যে তিনি এজেন্ট বা অজ্ঞাত পরিচয় কোন চর।

দেখুনঃ

শায়খ উসামার ব্যাপারে শায়খ ইবন জিব্রীন – https://www.youtube.com/watch?v=B88YOpRa6J4

শায়খ উসামার ব্যাপারে শায়খ উসাইমীন – https://www.youtube.com/watch?v=ZQwINRHERZs

এছাড়া শায়খ হামুদ বিন উক্বলা আশ-শুয়া'আইবি তার সূরা তাওবাহর তাফসীর লেখার অনুরোধ করেন শায়খ উসামাকে। এমনকি আরব সাংবাদিকদের অনেকেও শায়খ উসামাকে ব্যক্তিগত ভাবে চিনতেন। প্রকৃত পক্ষে শায়খ উসামা যে এজেন্ট হতে পারে এরকম কথা আরবের মানুষদের কাছে হাস্যকর, কারন তারা জানে এ মহান ব্যক্তি কে। দেখুন সাংবাদিক আব্দুল বারি আতওয়ানের বক্তব্য – https://www.youtube.com/watch?v=WQb2yKe2yhQ

শায়খ উসামা পরিচিত ছিলেন পাকিস্তানের উলামাগণের কাছে। মাওলানা মাসউদ আযহার, হাফিয সাইদ, মুফতি নিযামুদ্দীন শামযায়ীসহ আফগানিস্তানের ও পাকিস্তানের অনেক প্রসিদ্ধ আলেম ও নেতার কাছে শায়খ উসামা পরিচিত ছিলেন। যখন শায়খ উসামা সুদানে ছিলেন তিনি সুদানের উন্নয়নের জন্য খরচ করেছিলেন ১৫০ মিলিয়ন ডলারের বেশি।

.

শায়খ উসামাকে এজেন্ট বলার অর্থ হল আরবের সকল উলামা, সকল সম্ভ্রান্ত পরিবার, পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের উলামা, আরবের সাংবাদিক সবাই একসাথে মিথ্যা বলছে।

.

.

খোদ অ্যামেরিকানদের বক্তব্য থেকেও জানা যায় যদিও রাশিয়ার বিরুদ্ধে জিহাদ চলাকালীন সময় অনেক দল পাকিস্তানের আইএসআই এর মাধ্যমে অ্যামেরিকার কাছ থেকে সাহায্য গ্রহন করতো, কিন্তু শায়খ উসামা এবং তার সাথে থাকা অন্যান্য আরব মুজাহিদরা কখনই তা গ্রহন করতেন না। দেখুন, সিআইএর বিন লাদেন ইউনিটের প্রধানের বক্তব্য –

Conversations With History – https://www.youtube.com/watch?v=ImWX5vJYbk0

Who was Osama bin Laden – https://www.youtube.com/watch?v=xoxcB2s3ABg

Bin Laden died a success – https://www.youtube.com/watch?v=1JnNP_IWzSc

.

পাশাপাশি আপনার যদি আল ক্বা'ইদার অন্যান্য নেতা ও সদস্যদের দিকে তাকান তাহলে দেখবেন সেখানে আছেন আরব বিশ্বের অত্যান্ত সম্ভ্রান্ত পরিবার থেকে আসা সন্তানেরা। যাদের মধ্যে অনেকেই আল-ক্বাইদাতে যোগ দেয়ার আগেই তাদের কার্যকলাপের জন্য বিশ্বজুড়ে নন্দিত/নিন্দিত ছিলেন। যেমন শায়খ আইমান আল-যাওয়াহিরি। আল-ক্বাইদাতে এমন অনেকেই পরবর্তীতে যোগ দিয়েছেন যারা ৬০, ৭০ এর দশক থেকে দীর্ঘদিন তাদের নিজস্ব দেশে জিহাদি কর্মকান্ডের সাথে জড়িত ছিলেন। অনেকে ছিলেন সামরিক বাহীনির সদস্য, অনেকে ছিলেন সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়ী – যাদের অভাব ছিল না, অর্থের, সম্মানের কিংবা খ্যাতির।

বর্তমানে আল-ক্বাইদা যেসব জায়গায় কাজ করছে সব জায়গায় যে তারা আরবদের দিয়ে কাজ করাচ্ছে এমন না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা ঐ অঞ্চলের যোগ্য লোকদের তাদের সাথে নিচ্ছেন। যেমন সিরিয়াতে আল-ক্বাইদার সাথে পাশপাশি কাজ করছে মাসজিদ হারামের ইমাম শায়খ মুহাইসিনির ছেলে আব্দুল্লাহ আল-মুহাইসিনি।

পাকিস্তানে আল-ক্বাইদার হয়ে কাজ করেছেন উস্তাদ আহমেদ ফারুক যার পিতা পাকিস্তানের একজন প্রসিদ্ধ ইউনিভার্সিটি শিক্ষক এবং আর মা পাকিস্তানে এমপি নির্বাচিত হয়েছিলেন। একইভাবে শায়খ আনওয়ার আল আওলাকীর বাবা ছিলেন ইয়েমেনের কৃষিমন্ত্রী। এরা সবাই এক সাথে অ্যামেরিকার এজেন্ট হয়ে গেল? আর এমনো না যে তারা নিম্ন পর্যায়ের নেতা ছিলেন। বরং উচু পর্যায়ের নেতাই তারা ছিলেন।

.

এটা কি আদৌ বিশ্বাসযোগ্য যে বিশ্বজুড়ে উম্মাহর সম্ভ্রান্ত বংশীয়, উচ্চ যোগ্যতা সম্পন্ন মানুষগুলো অ্যামেরিকার এজেন্ট হয়ে যাচ্ছে, তাও কি রকম এজেন্ট যে এজেন্ট হয়ে তারা না পাচ্ছে টাকা, না পাচ্ছে আরাম-আয়েশ। পাহাড়ে, মরুভুমিতে, বনে-জঙ্গলে ড্রোন আর গুলির শব্দ শুনে, রক্ত আর আগুন মাখা এক জীবন তার কাটাচ্ছে? এটা এরা কি ধরনের এজেন্ট হল? কোন মূর্খও তো এমন সওদা করে না।

যদি তারা এজেন্ট হতে চাইতেন তাহলে কেন সরকারি আমলা হলেন না, কিংবা অ্যামেরিকাতে গিয়ে বিদেশী দিগ্রি নিয়ে জাতিসঙ্ঘ, আইএমএফ, বিশ্বব্যাঙ্ক, কিংবা অ্যামেরিকা অথবা ইউরোপীয় সরকারদের কোন চাকরি নিলেন না? সেতাই কি এজেন্ট হবার সহজ রাস্তা না? যদি ধন-সম্পদ, প্রচার-প্রসার, আরাম-আয়েশ লক্ষ্য হয়ে থাকে তাহলে কি এরকম কিছু করাই বুদ্ধিমানের কাজ না? যোগ্যতা তো তাদের ছিল? তাহলে কেন তারা তা না করে, এ জীবন বেছে নিলেন? সত্যি কি "এরা অ্যামেরিকার এজেন্ট" এ কথা বলে নিজেকে বুঝ দেওয়া সম্ভব?

.

হ্যা, প্রশ্ন উঠতে পারে কেন তাহলে এরকম বলা হচ্ছে। এর উত্তর হল, দেখুন কারা আসলে এ অভিযোগগুলো করছে। দেখুন তাদের মধ্যে কেউ কখনো আদৌ জিহাদের ময়দানে ছিল কি না। বিশ্বব্যাপী জিহাদ চলছে, কুফফার ও তাগুতের বিরুদ্ধে একদল মুসলিম লড়াই করে যাচ্ছে।

শারীয়াহ কায়েমের জন্য নির্যাতিত মুসলিম উম্মাহর বিজয়ের জন্য, ফিলিস্তীন, কাশ্মীর, আরাকানসহ সকল মুসলিম ভুমিকে মুক্ত করার জন্য, উম্মাহকে সম্মানিত করার জন্য একদল মুজাহিদ কাজ করে যাচ্ছেন, এবং তাদের হাতে আল্লাহর ইচ্ছায় দু-দুটো সুপারপাওয়ারের পতন হয়েছে – এ সত্যগুলোকে স্বীকার করে নিলে ঐসব ধর্ম ব্যবসায়ীদের লাভ না ক্ষতি, যারা ধর্মকে শুধু খানকাহ আর মাসজিদ-মাদ্রাসা বানানোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে চায় – যারা ইসলামকে শুধু ব্যক্তিজীবনে আবদ্ধ রাখতে চায় – যারা মুসলিম বিশ্বের এসব দুর্নীতিবাজ শাসকদের টিকিয়ে রাখতে চায় – যারা চায় যেভাবে চলছে চলুক, জীবনটা এভাবেই সৃষ্টির দাসত্ব পার হয়ে যাক?

.

পৃথিবীতে যে আসলে জিহাদ চলছে এ কথা স্বীকার করে নিলে মিডিয়ার কি লাভ না কি ক্ষতি? পৃথিবীতে যে আসলে জিহাদ চলছে এ কথা স্বীকার করে আমাদের জাতীয়তাবাদ আর পতাকার রঙ্গ বেঁচে খাওয়া রাজনীতিবিদদের কি লাভ না কি ক্ষতি? পৃথীবিতে জিহাদ চলছে এ কতাহ স্বীকার করে নিলে কুফফার ক্রুসেডার আর যায়নবাদীদের কি লাভ না কি ক্ষতি?

পৃথিবীতে জিহাদ চলছে এ কথা মেনে নিলে উম্মাহর শত্রুদের লাভ না কি ক্ষতি? তাই এতে কি অবাক হবার কিছু আছে যে জিহাদ যাদের ক্ষতির কারন হয়ে দাঁড়াবে তারা জিহাদের ব্যাপারে সংশয় সৃষ্টি করছে? মুজাহিদদের বিরুদ্ধে মানুষ বিভ্রান্ত করছে? বরং যদি এর অন্যথা হত তাহলেই তো সেটা বিস্ময়কর হতো।

.

সুতরাং আমাদের উচিৎ শারীয়াহর আলোকে মুজাহিদিনকে বিচার করা ষড়যন্ত্র তত্ত্বের নিরিখে না। পাশাপাশি আমাদের দেখা উচিৎ কুর'আনে বিশ্বাসীদের যেসকল বৈশিষ্ট্য বর্নিত আছে সেগুলো পৃথিবিতে কোন দলের মাঝে আজ বিদ্যামান। হাদিসে যে সাহায্যপ্রাপ্ত দল বা ত্বাইফাতুল মানসুরার কথা বর্ণিত হয়েছে সে ত্বইফা নিশ্চিত ভাবেই আজ পৃথিবিতে বিদ্যমান আছে, সে ত্বইফার বৈশিষ্ট্যগুলো কাদের মাঝে বিদ্যমান।

আল্লাহ আমাদের সকলকে সিরাতুল মুস্তাক্বিমে চালিত রাখুন এবং হক্ব দলের সন্ধান দিন, এবং তাদের সাথে যোগ দেয়ার তাউফীক দান করুন। আমীন।

[সংগৃহীত]

WORLD CUP 2018
ADMIN · MAY 23,18
#মুজাহিদের_ফযিলত.।

#মুজাহিদের_ ফযিলত.।

#মুসলিম_ মুজাহিদদের_ মর্যাদা.......

#মুজাহিদের_ ফযিলত.........

(مجاہد اللہ تعالیٰ کی زمین پر اللہ تعالیٰ کانمائندہ ہوتا ہے۔) ۱
১। মুজাহিদ আল্লাহ তায়ালার জমিনে আল্লাহ তায়ালার খলিফা হয়
(مجاہد جب میدان جنگ میں اکڑ کر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر فخر فرماتے ہیں۔) ۲
২। মুজাহিদ যখন জিহাদের ময়দানে চলে তখন আল্লাহ তায়ালা তার ফখর করে
مجاہد کا میدان جنگ میں ایک منٹ کا قیام عابد کی ستر سالہ بے ریا عبادت سے افضل ہے۔ (۳)
৩। মুজাহিদ জিহাদের ময়দানে এক মিনিট অবস্থান করা সত্তর বছর রিয়া ছাড়া ইবাদতের চেয়ে উত্তম
مجاہد کا رات کوپہرہ دینا حجر اسود کے پاس کھڑے ہو کر لیلۃ القدر کی عبادت سے افضل ہے۔ (۴)
৪। মুজাহিদের রাত্রে পাহারা দেওয়া লাইলাতুল কদরে হজরে আসওয়াদ সামনে রেখে নামাজ পড়ার চেয়ে উত্তম
مجاہد کا ایک دن و رات غیر مجاہد کے مہینہ کے روزوں اور رات کے قیام سے افضل ہے۔ (۵)
৫। মুজাহিদ একদিন একরাত গাইরে মুজাহিদের একমাস রোযা ও নামাজ পড়ার চেয়ে উত্তম
(مجاہد کے پاؤں کا غبار اور جہنم کا دھواں کبھی جمع نہیں ہو سکتے۔) ۶
৬। মুজাহিদের পায়ের ধুলাবালি ও জাহান্নামের ধোয়া কখনো একসাথে হবে না
(مجاہد کے دن گھوڑے کی پیٹھ اور رات مصلّے پر گزرتی ہے۔) ۷
৭। মুজাহিদের দিন ঘোড়ায় বসে আর রাত জায়নামাজে অতিবাহিত হয়
(مجاہد کی عبادت پر فرشتے بھی رشک کرتے ہیں۔) ۸
৮। মুজাহিদের ইবাদতের উপর ফেরেস্তারা ঈর্শা করে
(مجاہد سرحدات کو محفوظ کرکے پوری امت کے اعمال کا اجر وثواب کماتا ہے۔) ۹
৯। মুজাহিদ এন্তেহায়ী দরজার (সব কিছু দিয়ে) মেহনত করে পুরা উম্মতের আমলের আজর ও সওয়াব হাসিল করে
مجاہد کے لئے بلوں میں کیڑے، سمندر میں مچھلیاں ،فضاؤں میں پرندے بھی دعا کرتے ہیں۔ (۱۰)
১০। মুজাহিদের জন্য মাটির কিরা (পুকা) সমুদ্রের মাছ আসমান ও জমিনের মাঝের পাখিরাও দোয়া করে থাকে
(مجاہد کی پشت پر مظلوموں کی دعائیں ہوتی ہیں۔) ۱۱
১১। মুজাহিদের উপরে মজলুমগনের দোয়া থাকে
(مجاہد کیلئے رات کی تنہائی میں امت کی مائیں ،بیٹیاں اور بہنیں آنسو گراتی ہیں۔) ۱۲
১২। মজাহিদগনের জন্য শেষ রাত্রে উম্মতের মা, বেটি, এবং বোনগন চখের পানি ফেলে
(مجاہد کی ہمت، عزم اور نظر کی بلندی پر آسمان بھی رشک کرتا ہے۔) ۱۳
১৩। মুজাহিদের সাহস, দৃঢ়তা এবং পূর্ব পরিকল্পনার উপর আসমানও ঈর্শা করে
مجاہد کی ثابت قدمی اور استقامت کے سامنے پہاڑ بھی گردن جھکا دیتا ہے۔ (۱۴)
১৪। মুজাহিদের দৃঢ়তা ও ইস্তেকামাতের সামনে পাহাড়ও মাথা ঝুকিয়ে দেয়
(مجاہد کی عاجزی و انکساری کے سامنے زمین بھی شرمندہ ہوتی ہے۔) ۱۵
১৫। মুজাহিদের বিনয় ও নরমি দেখে জমিনও লজ্জাবোধ করে
(مجاہد مصائب میں الجھ کر مسکراتا ہے۔) ۱۶
১৬। মুজাহিদ মসিবত (বিপদ) এ পরেও হাসে
(مجاہد ہر مشکل کا مقابلہ خندہ پیشانی سے کرتا ہے۔) ۱۷
১৭। মুজাহিদ সমস্ত মুশকিল মুকাবেলায় হাসি মুখে থাকে
(مجاہد کو شجاعت اور بہادری بھی سلام کرتی ہے۔) ۱۸
১৮। মুজাহিদ কে বীর ও বাহাদুরেরাও সালাম (সম্মান) করে
(مجاہد صابر ہوتا ہے۔) ۱۹
১৯। মুজাহিদ ধর্য্যশীল হয়
(مجاہد جفاکش ہوتا ہے۔) ۲۰
২০। মুজাহিদ মানুষের মনকে জয় করে নেয়
(مجاہد قناعت، زہد، سادگی کی مثالِ بے مثال ہوتا ہے۔) ۲۱
২১। মুজাহিদের বিনয়ী, বইরাগী এবং সচ্ছলতা এমন যে তার কোন মিছাল নাই
(مجاہد توحید کی دعوت اپنے عمل سے دیتا ہے۔) ۲۲
২২। মুজাহিদ নিজের আমল দ্বারা তাওহিদের দাওয়াত দেয়
(مجاہد خاموش داعی ہوتا ہے۔) ۲۳
২৩। মুজাহিদের চুপ থাকাও দাওয়াত
(مجاہد کی زندگی دین کا نمونہ ہوتی ہے۔) ۲۴
২৪। মুজাহিদের জিন্দেগী দিনের মত
(مجاہد کی جان و مال کی قیمت جنت ہے۔) ۲۵
২৫। মুজাহিদের জান ও মালের মুল্য হল জান্নাত
(مجاہد کا زیور مجاہد کا اسلحہ ہوتا ہے۔) ۲۶
২৬। মুজাহিদের পোষাক হল আসলিহাত (হাতিয়ার)
(مجاہد کا اصل سامانِ حرب اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین ہوتا ہے۔) ۲۷
২৭। মুজাহিদের মুল সামানা হল আল্লাহ তায়ালার যাতের উপর পূর্ন ইয়াকিন রাখা
(مجاہد مسلح ہو کر بھی اپنے امیر کی اطاعت کرتا ہے۔) ۲۸
২৮। মুজাহিদ অস্ত্রে সজ্জিত হওয়া সত্ত্বেও নিজের আমীরের ইতায়াত করে
(مجاہد طاقتور ہو کر بھی کمزور پر ہاتھ نہیں اٹھاتا۔) ۲۹
২৯। মুজাহিদ শক্তিশালী হওয়া সত্তেও দূর্বলদের উপর হাত তুলে না
(مجاہد مسلمانوں کے ایمان ، عزت، مال اور جان کا محافظ ہوتا ہے۔) ۳۱
৩১। মুজাহিদ, মুসলমানের ঈমান, ইজ্জত, জান এবং মালের হিফাজত কারী
(مجاہدجاگتا ہے جس کے بھروسہ پر پوری امت سوتی ہے۔) ۳۲
৩২। মুজাহিদ জাগ্রত থাকার উপর ভরসা করে পুরা উম্মত ঘুমিয়ে থাকে
(مجاہد اپنا خون پیش کرکے امت کے خون کو محفوظ کردیتا ہے۔) ۳۳
৩৩। মুজাহিদ নিজের রক্ত দিয়ে উম্মতের রক্তের হিফাজত করে
(مجاہد اشاعت دین کے دروازے کھولتا ہے۔) ۳۴
৩৪। মুজাহিদ দ্বীন প্রচারের দরজা

#গুরাবা.............

সাহাবুদ্দিন তুরুল
MAY 23,18
MEMBER

সৃষ্টিকর্তা নির্বাচন!!
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

সাহাবুদ্দিন তুরুল
May 23 ,18

সৃষ্টিকর্তা নির্বাচন!!
____
.
১। একটি নির্বাচন। মুল প্রার্থী দু,জন; শেখ হাসিনা এবং খালেদা জিয়া। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় বিজয়ী নির্ধারণ করা হবে। যে বিজয়ী হবে তাকে দেশের জনগন সৃষ্টিকর্তা হিসেবে মেনে নেবে। যারা আল্লাহর পরিবর্তে ঐ বিজয়ী প্রার্থীকে সৃষ্টিকর্তা মানবে না তাদেরকে গণতন্ত্রবিরোধী এবং দেশদ্রোহী আখ্যায়িত করে কঠোর শাস্তির মুখোমুখি করা হবে।
.
এ ব্যাপারে কি সন্দেহ থাকতে পারে যে, এমন নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা এবং এমন নির্বাচনকে বৈধ হিসেবে মেনে নেওয়া শিরক!
.
.
২। একটি নির্বাচন। মুল প্রার্থী দু,জন; শেখ হাসিনা এবং খালেদা জিয়া। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় বিজয়ী নির্ধারণ করা হবে। যে বিজয়ী হবে তাকে দেশের জনগন আইনদাতা হিসেবে মেনে নেবে। বিজয়ী প্রার্থী এবং তার সাঙ্গ- পাঙ্গরা সংসদে গিয়ে হালাল-হারাম নির্ধারণ করবে। যেমন এদেশে সুদ, পতিতাবৃত্তি, মদ পান বৈধ করা হয়েছে। যারা আল্লাহর পরিবর্তে এই পার্লামেন্টকে আইনদাতা হিসেবে মেনে নিবে না, তাদেরকে গণতন্ত্রবিরোধী, সংবিধানলঙ্ঘনকারী এবং দেশদ্রোহী আখ্যায়িত করে কঠোর শাস্তির মুখোমুখি করা হবে।
.
.
আপনি যদি ১ম নির্বাচনকে শিরক মনে করেন, তাহলে আপনাকে ২য় নির্বাচনকেও শিরক হিসেবে স্বীকার করতে হবে। কারন সৃষ্টিকর্তা যেমন আল্লাহ, তেমনি আইনদাতাও আল্লাহ। আল্লাহ তা'লা উম্মতে মোহাম্মদির (সা) জন্য শরিয়ত নির্ধারিত করে দিয়েছেন, যার বাইরে যাওয়ার কোন সুযোগ নেই; নতুন শরীয়ত বা সংবিধান বানানো তো অনেক দুরের কথা।

.
আর যারা আল্লাহ্কে সৃষ্টিকর্তা এবং হাসিনাকে আইনদাতা হিসেবে গ্রহন করেছে, তারা মুলত আসমানে এক রব এবং দুনিয়ায় আরেক রব গ্রহন করেছে।

.
"যেসব লোক আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদনুযায়ী ফায়সালা করে না, তারাই কাফের।" [সুরা- মা'ইদাহঃ৪৪]
.
"তাদের কি এমন শরীক দেবতা আছে, যারা তাদের জন্যে সে ধর্ম সিদ্ধ করেছে, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি ? যদি চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত না থাকত, তবে তাদের ব্যাপারে ফয়সালা হয়ে যেত। নিশ্চয় যালেমদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।" [আশ- শুরাঃ ২১]

.
.
এ ব্যাপারে আল্লামা শানকিতি রহ. বলেন,
الإشراك باللّه في حكمه والإشراك به في عبادته كلها بمعنى واحد، لا فرق بينهما ألبتة. فالذي يتبع نظاما غير نظام اللّه وتشريعا غير تشريع اللّه كالذي يعبد الصنم ويسجد للوثن، لا فرق بينهما ألبتة بوجه من الوجوه فهما واحد وكلاهما مشرك باالله.
حكم اللّه وما ينافيه، ج . ١، ص . ٥
আল্লাহর হুকুমতে শিরক করা আর ইবাদাতে শিরক করা একই কথা। উভয়ের মাঝে কোনোই পার্থক্য নেই। যে ব্যক্তি আল্লাহর আইনের বিপরীত কোন আইন অনুসরণ করে, আল্লাহর শরীয়তের বিপরীতে অন্য কোনো শরীয়ত মেনে চলে, তাহলে সে যেন তার মতোই, যে মূর্তির পূজা করছে অথবা মূর্তিকে সিজদা করছে। উভয়ের মাঝে কোনোই পার্থক্য নেই। ভিন্ন ভিন্ন রূপ মাত্র। উভয়টা একই রকম শিরক। আর দু'জনই আল্লাহর সাথে শিরককারী তথা মুশরিক।
.
হুকমুল্লাহ ওমা য়ুনাফীহি, খন্ড-১, পৃ-৫।

Sk Muhib Guraba
Admin · May 18 ,18

শরীয়তের সুস্পষ্ট বিধানের বিরোধিতা বা প্রত্যাখ্যান করা দলের ব্যাপারে হুকুম
শাইখ নাসির আল-ফাহাদ (ফাক্কাল্লাহু আসরাহ) এর কাছে প্রশ্ন করা হয়েছিল –

যারা বলে তাইফাহ মুমতানি'য়াহ ব্যাপারে দুটি মত আছে, তাদের জবাবে কী বলা উচিৎ? আর শাইখুল ইসলাম (ইবনু তাইমিয়া) এ ব্যাপারে যে ইজমার কথা বলছেন – এটা যে অস্বীকার করে এবং বলে, "আমি ইজমা থাকার ব্যাপারে দাবিটি খতিয়ে দেখলাম কিন্তু এমন কিছু খুঁজে পেলাম না" – তাদের ক্ষেত্রে জবাব কী হবে? তাছাড়া এটা কিভাবে সম্ভব যে তাইফাতুল মুমতানি'য়াহর ব্যাপারে সাহাবীদের রা. মধ্যে ইজমা থাকার পরও পরবর্তীতে ফকিহগণ এ ইজমার সাথে ভিন্নমত পোষণ করলেন? এবং তাইফা মুমতানি'য়াহর কুফরের ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করলেন?

উত্তর: তাইফাহ মুমতানি'য়াহর ব্যাপারে বক্তব্য দুইটি অংশে ভাগ করা যায়:

১. এই ব্যাপারে বর্ণনাগুলো একত্রীকরণ

২. তাইফাতুল মুমতা'নিয়াহর কুফরের মূল কারণ

প্রথম অংশ: শরীয়াতের সুস্পষ্ট বিধানকে প্রত্যাখ্যান করা বা এর বিরোধিতা করা দল বা তাইফাহ মুমতানি'য়াহর ব্যাপারে দুইটি বিধান রয়েছে।

১. তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ব্যাপারে সকল মাজহাবের সকল ফুকাহাগণ একমত।

২. তবে তাদের কুফরে ব্যাপারে ফকিহদের দু'টি প্রসিদ্ধ মত আছে। সাহাবীদের রা. বুঝ থেকে বুঝা যায় যে, তাঁরা রা. সকলেই এধরণের দলের কুফরের ব্যাপারে একমত ছিলেন। তবে তাদের ইজমা তাদের বক্তব্য থেকে নয়, বরং তাদের কার্যক্রমের দ্বারা সব্যস্ত হয়। ফুকাহাগণ সাহাবীদের রা. কাজের বিশ্লেষণের মাধ্যমে একমত হয়েছেন যে তাইফাতুল মুমতা'নিয়াহর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ব্যাপারে সাহাবিদের রা. ইজমা ছিল। তবে তাদের কোন শ্রেণীতে ফেলা হবে, কী নামে আখ্যায়িত করা হবে – এই নিয়ে ফকিহদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে।

আমরা কি তাদেরকে আহলুর রিদ্দা বা মুরতাদ গণ্য করে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো? নাকি বাগি বা বিদ্রোহী গণ্য করে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হবে? শাইখুল ইসলামের বক্তব্যেও এই বিষয়টুকু উল্লেখ হয় নি যে কেন তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হবে - তারা মুরতাদ এই জন্য, নাকি তারা বিদ্রোহী এই জন্য? তবে ইমাম বুখারীর (রহ) কাছ থেকে তাদের মুরতাদ হবার বিষয়টা স্পষ্ট হয়। কারণ ইমাম বুখারি যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘটনার ব্যাপারে আবু হুরায়রার রা. বর্ণনাগুলো এনেছেন "রিদ্দা এবং ফরয বিধান অস্বীকারকারীদের হত্যা বিষয়ক অধ্যায়"-এ। সুতরাং যাকাত অস্বীকার এবং না দেয়ার কারণে তাদেরকে মুরতাদ গণ্য করা হয়েছিল।

এ বিষয়ে কথা বলার সময় খেয়াল রাখতে হবে যে, শাইখুল ইসলাম তাদের কুফরের ব্যাপারে না, বরং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ব্যাপারে ইজমা থাকার কথা উল্লেখ করেছেন। তাদের আহলুর রিদ্দা হবার ব্যাপারে সকল সাহাবির রা. একমত হবার বিষয়টি সাহাবিদের রা. কোন স্পষ্ট বক্তব্য থেকে সাব্যস্ত না, বরং তাঁদের ইজমার বিষয়টি তাঁদের কাজের ভিত্তিতে নিরূপণ করা হয়েছে।

সাহাবিদের রা. সুস্পষ্ট কার্যক্রমের উপর ভিত্তি করে বলা যায় যে তাইফাতুল মুমতানি'য়াহর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ব্যাপারে ইজমা আছে। এ ব্যাপারে ফকীহগণের মধ্যেও কোন মতপার্থক্য নেই। কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের কারণ কি রিদ্দা নাকি বিদ্রোহ, তা সুস্পষ্ট না। মতপার্থক্য এই জায়গাতে। একারণে কেউ যদি তাদের কুফরের ব্যাপারে দ্বিমত করে, তবে সে ইজমাকে অস্বীকার করল, এবং ক্বাতি ইজমা অস্বীকার করার কারণে সে কাফির হয়ে গেল – এমন বলা যাবে না (ক্বাতি ইজমা অস্বীকার করা ৫ ওয়াক্ত সালাত অস্বীকার করার মত। যে একে অস্বীকার করবে সে কাফির)। বরং এ ইজমার বিষয়টি পরিষ্কার হয় সাহাবিদের রা. কাজের অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণের মাধ্যম। সুতরাং এটি একটি যন্নি ইজমা (যন্নি ইজমা হল এমন ইজমা যেখানে সুস্পষ্ট বর্ণা নেই, এবং বিশদ গবেষনার মাধ্যমে ইজমার বিষয়টি জানা যায়)।

দ্বিতীয় অংশ: তাইফা মুমতানি'য়াহ 'র উপর তাকফির করা হবে কিনা।

জেনে রেখো, ক্বলবের দরকার ক্বওল (বক্তব্য) এবং আমল (কাজ)। ক্বলবের ক্বওল হল তাসদিক্ব (স্বীকৃতি), আর ক্বলবের আমল হল ইসতিসলাম (আত্মসমর্পণ) এবং ইনক্বিয়াদ (সম্মতিসহকারে আনুগত্য)। যা ক্বলবের কওলের বিরুদ্ধে যায়, তা হল তাকযিব (মিথ্যা গণ্য করা) এবং যা ক্বলবের আমলের বিরুদ্ধে যায় তা হল বিদ্রোহ। যার মধ্যে এ দুটির যেকোন একটি আছে সে কুফর করেছে, এবং মিল্লাত হতে বেরিয়ে গিয়েছে।

যদি কারো মধ্যে তাসদিক্ব থাকার পরও সে অহংকার ও জেদের কারণে শরীয়াহর সুস্পষ্ট ও যাহির কোন বিধান গ্রহণ করার বিরোধিতা করে, তবে সে কুফর করল। এটা হল ঐ ব্যক্তির মত যে অলসতার কারণে কোন নামায ত্যাগ করলো (নামায অস্বীকারকার করলো না), আর যখন তাকে নামাযের দিকে আহবান করা হল, সে অস্ত্র নিয়ে আসলো এবং নামায পড়তে বিরোধিতা করলো। ইবনু তাইমিয়া এবং ইবনুল কাইয়্যিম উভয়ের মতে, এমন ব্যক্তি ইজমা অনুযায়ী কাফির।

সুতরাং যে শরীয়তের সুস্পষ্ট কোন বিষয়কে মিথ্যা গণ্য করে, অথবা অহংকারবশত তা প্রত্যাখ্যান করে (অথবা দুটিই করে)- এমন ব্যক্তির ব্যাপারে কখনোই কোন মতপার্থক্যের সুযোগ নেই। ইবনু তাইমিয়া বলেছেন, এমন লোকেদের ব্যাপারে যারা বলে – "এরকম কাউকে হত্যা করা একজন মুসলিমকে হত্যা করার মত" – তারা মুরজিয়া ও হল নফসের অনুসারীদের ফিতনায় পড়েছে।

হয়তো কেউ হারামকে হারাম হিসেবে স্বীকার করতে এবং হারাম হবার বিধান মেনে চলতে অস্বীকার করতে পারে, যেমনটা অনেক তথাকথিত "ইন্টেলেকচুয়াল"দের (আক্বালিনিয়্যিন) মধ্যে দেখা যায়। যদিও তারা তার মধ্যে ঐ বস্তু নিষিদ্ধ হবার ব্যাপার তাসদিক্ব আছে। আপনারা দেখবেন এধরণের লোকেদের অনেকেই ঔদ্ধত্যভরে জিহাদ, আমর বিল-মারুফ ওয়া নাহী আনীল-মুনকারের মতো কাজ যে ফরয – এর বিরোধিতা করে। এছাড়া অনেক হারাম কাজ, যেমন – বাদ্যযন্ত্র, বেপর্দা হওয়া এবং এরকম আরো অনেক হারাম কাজকে হারাম হিসেবে মানতে চায় না। এমন ব্যক্তি হল একজন অবাধ্য অহংকারী কাফির। ব্যক্তিক্রম হল ওই ব্যক্তি যার উদ্ধত বিরোধিতা প্রকাশ্য নয় বরং গোপন, এবং একারনে তার বিষয়টা পুরোপুরি নিশ্চিত করা যাচ্ছে না। এসব ক্ষেত্রে মূলনীতি অনুযায়ী তার এ কাজকে অবাধ্যতা (ফিসক্ব) গণ্য করা হবে, কুফর নয়।

তবে বিরোধিতার বিষয়টি প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত হতে পারে। যদি তাদের বিরোধিতার বিষয়টি যাহির হয়, তাহলে প্রমানের ভিত্তিতে তাদের ব্যাপারে হুকুম প্রতিষ্ঠিত হবার পর যারাই তাদের সাথে একমত হবে, অথবা তাদের সাথে যোগদান করবে, তাদের উপরও একই বিধান প্রযোজ্য হবে। যে ব্যক্তি তাদের সাথে একমত হবে অথবা যোগ দেবে, সেও শারীয়াহ ব্যাপারে তাদের উদ্ধত বিরোধিতা ও অস্বীকৃতির সাথে যুক্ত হয়ে যাবে, এবং তাইফাতুল মুমতা'নিয়ার কুফরের যে কারণ সেটার সাথেও সে যুক্ত হয়ে যাবে।

যখন এটি স্পষ্ট হয়ে যাবে যে তারা শরীয়াহ থেকে কিছু গ্রহণের বিরোধিতা করছে, তখন ব্যক্তি আর দলের হুকুমের মধ্যে কোন পার্থক্য হবে না। যদি না ব্যক্তির অজ্ঞতার কোন ওজর থাকে। যদি তার অজ্ঞতার ওজর থাকে তাহলে তার ব্যাপারে মূলনীতি হল, ধরে নিতে হবে সে ইসলামের মধ্যেই আছে। এমন লোকের অবস্থা হল শরিয়াহ প্রতিষ্ঠার আহ্বান করা এমন কোন দলের সদস্যের মত, যে জানে না তার দলের নেতারা কুফরে পতিত হয়েছে। তবে যে দল প্রকাশ্যে ফরয বিধান থেকে অন্যদের বিরত করার চেষ্টা করে, এবং তাদের উদ্ধত বিরোধিতার প্রমাণ প্রকাশ্য, এমন দলের সদস্যদের ক্ষেত্রে এই ওজর প্রযোজ্য না। ওয়াল্লাহু 'আলাম।

দারুল ইলম...
 জায়নবাদী ইয়াহুদী সন্ত্রাসী মোশে দায়ান ফিলিস্তিনের "লুদ" শহরে ভয়াবহ গণহত্যা চালায়। ইহুদিবাদীরা নির্বিচার গুলি বর্ষণ করে হত্যা করেছিল ওই শহরের নিরপরাধ ফিলিস্তিনি বেসামরিক নাগরিকদের। ইহুদিবাদী সন্ত্রাসীরা লুদ শহরে ফিলিস্তিনিদের ঘরে ঘরে অভিযান চালিয়ে ওই হত্যাযজ্ঞ চালায়। মুসলিমরা মাসজিদে আশ্রয় নিলে তারা সেখানেও আক্রমন করে। সর্ব শেষ ফুটবল মাথে জড়ো করে সমস্ত যুবককে ফাসীতে ঝুলায়। ওই গণহত্যা অভিযানে ৪২৬ জন ফিলিস্তিনি শহীদ এবং বহু সংখ্যক আহত হয়েছিল। এর পর তাদেরকে কোন মাল-সামানা ছাড়া আধা ঘন্টার ভিতর পায়ে হেটে শহর ত্যাগ করার আদেশ দেয়, ফলে রাস্তায় খাবার না পেয়ে অনেক নারী-শিশু মারা যায়।

Abdullah Muhamma
Member · May 21 ,18

তাকফীর কি এবং এর প্রকারভেদ সম্পর্কে শাইখ আবু হামজা আল মিসরি রঃ বলেন!

তাকফীর কি এবং এর প্রকারভেদ সম্পর্কে শাইখ আবু হামজা আল মিসরি রঃ বলেন!

কুফর সম্পর্কে ধারণা দেয়ার পর এখন আমরা দেখবো ইসলাম গ্রহণের পর কখন একজন ব্যক্তিকে আবার কাফের হিসেবে ঘোষণা দেয়া যাবে অর্থাৎ তাকফীর করা যাবে। ফিকহশাস্ত্রের সব বড় বড় কিতাবেই এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।
কিন্তু বাস্তবে অনেকেই তাকফীরের মূলনীতি ভালোভাবে বুঝতে পারেনা। খারেজীদের বিপথে যাওয়ার এবং তাকফীরের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করার মূল কারণ ছিল তাকফীরের মূলনীতি গুলিয়ে ফেলা এবং সব মূলনীতিকে এক ও অভিন্ন মনে করা। আমাদের উচিত এই বড় ভুলগুলো শুধরে দেয়া যাতে মুসলমান উম্মাত এরকম আচরণ দেখলে সন্দেহ-সংশয়ে না পড়ে যায়। এই অধ্যায়ে আমরা ইনশাআল্লাহ আমাদের আলোচনার সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন তাকফীরের বিষয়ে আলোচনা করবো:
ক) তাকফীরুন- নস: (নির্দিষ্ট আয়াত কিংবা হাদীসের উপর ভিত্তি করে তাকফীর করা) ইহা হলো যখন কোন বিষয়ে কোরআন এবং হাদীসে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা পাওয়া যায় এবং সে অনুযায়ী তাকফীরের শর্ত প্রয়োগ করে কাউকে কাফের রায় দেয়া হয়। উদাহরণস্বরূপ:
"আবু লাহাবের হস্তদ্বয় ধ্বংস হোক এবং ধ্বংস হোক সে নিজে।" – সূরাহ লাহাব: ১
এই আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর চাচা আবু লাহাবকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সন্দেহাতীতভাবে কাফের আখ্যায়িত করেছেন। এখন কেউ যদি বলে, 'আবু লাহাব কাফের নয় – বরং মুসলমান' তাহলে এই ব্যক্তিকে তাকফীর করা যাবে। কিন্তু তার আগে তাকফীরের প্রতিবন্ধকতাসমূহ ও শর্তসমূহ যাচাই করে দেখতে হবে। এমনও হতে পারে যে ঐ ব্যক্তি নতুন মুসলমান এবং তিনি এই তথ্য জানেন না। এমনও হতে পারে যে ঐ ব্যক্তি পাগল কিংবা এ জাতীয় কিছু। কিন্তু যদি তাকফীরের মূলনীতি অনুযায়ী ঐ ব্যক্তিকে মাফ না করা যায়, তবে তার ওপর তাকফীর করতে হবে এবং কেউই ইহা অস্বীকার করতে পারবে না। ইহা দুই ব্যক্তির মধ্যে তাকফীর নয় বরং ইহা হচ্ছে ব্যক্তি এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার মধ্যে তাকফীর, কারণ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আবু লাহাবকে নাম ধরে উল্লেখ করেছেন।

খ) তাকফীরুল- ইজতিহাদ: (ইজতিহাদ বা ব্যক্তিগত মতামতের উপর ভিত্তি করে তাকফীর করা) যখন আল কোরআনের এক বা একাধিক আয়াতে কোন কাজকে কুফর হিসেবে উল্লেখ করা হয়। যেমন:
"আর যারা আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তদানুযায়ী বিচার- ফায়সালা করে না, তারাই কাফের (অবিশ্বাসী)।" – সূরাহ আল মায়িদাহ: ৪৪
এই কুফর সংক্রান্ত বিষয়ে যথেষ্ট গবেষণা করা হয়েছে এবং এর রূপরেখা বোঝা হয়েছে। এই বিষয় সংক্রান্ত সকল আয়াতের সতর্ক পর্যালোচনার পরই কেবল একজন এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারে এবং বলতে পারে যে, 'এই যুগে আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তা দিয়ে বিচার- ফায়সালা করে না এমন যে কোন শাসকই কাফের।' এই প্রকার তাকফীরে কিছু নিয়ম- কানুনের কারণে মতপার্থক্যের সুযোগ আছে। এছাড়া এমনও হতে পারে যে, এই বিষয়টির ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রার কুফরী সংঘটিত হতে পারে। যেমন: উপরের আয়াতের ক্ষেত্রে এক পর্যায়ের কুফর হচ্ছে: যখন কোন ব্যক্তি হঠাৎ একবার কিংবা দুইবার কিংবা কখনো কখনো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার বিধান ছাড়া অন্য কোন আইনের দ্বারা বিচার- ফায়সালা করেছে, এই ব্যক্তি কাফের হয়নি কিন্তু সে নিঃসন্দেহে কবীরা গুনাহ করেছে ও কুফর দুনা কুফর (একটি ছোট কুফর) করেছে যেভাবে ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে নির্ভরযোগ্য সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু যে ব্যক্তি সর্বদাই এমন ভাবে আল্লাহর আইন বাদে অন্য আইনে বিচার- ফায়সালা করছে, সে অবশ্যই বড় কুফর করেছে এবং সে কাফের – যেভাবে ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর অপর বর্ণনা ও ইবনে মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর বর্ণনায় রয়েছে।

অতঃপর আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বিশ আউন্স সোনা মুক্তিপণ হিসেবে প্রদান করেন। (বিস্তারিত: তাফসীর আল কুরতুবী, ইবনে কাসীর ও আত তাবারী)
গ) তাকফীরুল- মুয়াইয়িন: (কোন ব্যক্তি বিশেষকে নাম ধরে তাকফীর করা) যখন কোন ব্যক্তির নাম ধরে তাকফীর করা হয়, তখন এই প্রকার তাকফীর হয়। এই প্রকার তাকফীর করার আগে অবশ্যই তাকফীরুল ইজতিহাদ করতে হবে। যদি তাকফীরের কারণ উপরের আলোচ্য বিষয় হয় যেখানে আল্লাহর আইনকে বাদ দিয়ে অন্য আইনে বিচার- ফায়সালা করা হচ্ছে, মূলত "যারা আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তদানুযায়ী বিচার- ফায়সালা করে না, তারাই কাফের (অবিশ্বাসী)।" – এই আয়াতের ভিত্তিতে সকল ক্ষেত্রেই ইজতিহাদ একই থাকবে। এখন ইজতিহাদ যখন করা হয়ে যাবে এবং বড় কুফরের উপস্থিতিও প্রমাণিত হয়ে যাবে, তখন ভালো ভাবে ইহা যাচাই করে নিয়ে নিশ্চিত হতে হবে যে, কোরআনের আয়াত এবং কুফরের অভিযোগ উভয়ই অভিযুক্তর জন্য যথাযথভাবে মানানসই কিনা। তারপর দেখতে হবে কোন শর্ত কিংবা বাধা আছে কিনা। তারপর ঐ ব্যক্তিকে তাকফীর করা হয়। যেমন বলা হলো: "এই এই আয়াতের উপর ভিত্তি করে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যা নাযিল করেছেন তা দিয়ে বিচার- ফায়সালা না করায় প্রেসিডেন্ট 'ক' কিংবা বাদশা 'খ' কাফের।"

এই প্রকার তাকফীর ইজতিহাদের উপর ভিত্তি করে হওয়াতে এতে আলেমদের মধ্যে মতপার্থক্য হতে পারে। যেমন একজন আলেম হয়তো ভুল ব্যাখ্যা (তাওয়ীল) কিংবা জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ক্ষমা করে দিতে পারেন, আবার অন্য এক আলেম ক্ষমা নাও করতে পারেন।(৩) যেমন পরিপূর্ণ ভাবে নামায পরিত্যাগকারীকে কাফের বলার ব্যাপারে ইমাম শাফেঈ (রাহিমাহুল্লাহ) ও ইমাম আহমদ (রাহিমাহুল্লাহ) এর মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। এই ধরনের তাকফীরের ব্যাপারে কেউ কেউ এর উপর আমল করতে পারে, কিন্তু কেউ কেউ হয়তো ইহা নাও মানতে পারে এবং অভিযুক্তকে মাফ করে দিতে পারে।
এই প্রকার তাকফীরের ক্ষেত্রে মতপার্থক্যের বিষয়ে ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রাহিমাহুল্লাহ) আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, "তাকফীরের কিছু শর্ত রয়েছে এবং এর কিছু বাধা বা প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। এবং শর্ত ও বাধা যাচাই না করে কোন ব্যক্তিকে তাকফীর করা যায় না। আর সাধারণভাবে তাকফীর করার ক্ষেত্রে আমরা কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে তাকফীর করি না যতক্ষণ না ঐ শর্তগুলি উপস্থিত থাকে এবং বাধা বা প্রতিবন্ধকতা সমূহ অনুপস্থিত থাকে।"
(দেখুন: মাজমু আল ফাতাওয়া ১২/৪৮৭- ৪৮৯)

ঘ) তাকফীর তাইফাতুল কুফর: (কোন দলকে তাকফীর করা) এই বিষয়টিকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের ইজতিহাদের উপর ছেড়ে দেননি বরং ইহা ঈমান ও কুফরের বিষয়।
এরকম পরিস্থিতি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সময়ও এসেছিল যখন 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়া একদল লোক ইসলাম ও মুসলমানদের বিরোধীতা করেছিল। তাদেরকে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সামনে হত্যা করা হয়, আল কোরআনে এ কাজের প্রশংসা করা হয় এবং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইহা অনুমোদন করেন।
এই ব্যাপারে দলিল দেবার পূর্বে আমরা এই ব্যাপারে কিছু মূলনীতি আলোচনা করতে চাই। তা হলো: আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মানুষকে শুধু নিজের জন্যই দায়বদ্ধ করেননি, বরং সে যে দলের আনুগত্য ও সমর্থন করে, সেই দলের জন্যও তাকে দায়বদ্ধ করেন। আমরা সকল ভাই- বোনকে ইহা জানাতে চাই যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা প্রত্যেক ব্যক্তির ঈমানের ব্যাপারে দুইটি নিয়ম করেছেন। একটি হচ্ছে ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে তার ঈমানের অবস্থা; আরেকটি হচ্ছে তার দল কিংবা যে দলের প্রতি তার আনুগত্য ও সমর্থন রয়েছে, যে দলের জন্য সে চেষ্টা- সাধনা করে, সময় ও শ্রম ব্যয় করে সেই দলের ঈমানের অবস্থা সংক্রান্ত।

এই বিবেচনায় মানুষ চার ধরনের হয়ে থাকে:
ক) ব্যক্তিগত ভাবে মুসলমান এবং দলগত ভাবেও মুসলমান: এরা হচ্ছেন ঐ সকল মানুষ যারা দ্বীন ইসলামে বিশ্বাস রাখেন ও এর পাঁচটি স্তম্ভের উপর আমল করেন। তারা তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী ইসলামের অনুসরণ করেন। এছাড়াও তারা হেদায়াতপ্রাপ্ত কোন দলের জন্য কাজ করেন এবং সেটার প্রতি আনুগত্য পোষণ করেন। উদাহরণ স্বরূপ: আনসার ও মুহাজির উভয় দলের সাহাবা (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) গণ। কিংবা ঐসকল মুসলমান যারা এমন কোন খিলাফতের আনুগত্য করেন যা ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী শাসন করে, যেখানে এমনকি যদিও খলিফা জুলুমকারী হয়, শরীয়ত তখনো পূর্ণাঙ্গ থাকে এবং মুসলমানদের অধিকার সুরক্ষিত থাকে। ১৯২৪ সালে খিলাফত ধ্বংসের পর থেকে আর এই উদাহরণ উপস্থিত নেই। এখন এর উদাহরণ হচ্ছে: ঐ সকল মুসলমানগণ যারা ব্যক্তিগতভাবে ইসলাম পালন করছেন এবং ইসলামী শরীয়তের বিজয়ের জন্য চেষ্টা- সাধনা ও জিহাদ করছেন। এছাড়াও যারা এই সকল মুসলমানদেরকে সাহায্য করছেন, সমর্থন করছেন তারাও এই দলে পড়বেন যদিও তারা ঐ দলে শরীক হতে পারছেন না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন:
"আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যাতীত কোন কাজের ভার দেন না, সে তাই পায় যা সে উপার্জন করে এবং তাই তার উপর বর্তায় যা সে করে। হে আমাদের পালনকর্তা, যদি আমরা ভুলে যাই কিংবা ভুল করি, তবে আমাদেরকে অপরাধী করবেন না। হে আমাদের পালনকর্তা! এবং আমাদের উপর এমন দায়িত্ব অর্পণ করবেন না, যেমন আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর অর্পণ করেছেন, হে আমাদের প্রভু! এবং আমাদের দ্বারা ঐ বোঝা বহন করাবেন না, যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই। আমাদের পাপ মোচন করুন। আমাদেরকে ক্ষমা করুন এবং আমাদের প্রতি দয়া করুন। আপনিই আমাদের প্রভু। সুতরাং কাফের সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদের কে সাহায্যে করুন।" – সূরাহ আল বাকারাহ: ২৮৬

খ) ব্যক্তিগত ভাবে কাফের এবং দলগত ভাবেও কাফের: এরা হচ্ছে ঐ সকল লোক যারা আসল কাফের (অর্থাৎ, সে ইসলাম গ্রহন করে পরে কুফরীর মাধ্যমে দ্বীনত্যাগ করেনি, বরং পূর্বের থেকেই সে কাফের, যেমন: ইহুদী, খ্রীষ্টান ইত্যাদি) ও মুর্তাদ (যারা দ্বীন ইসলাম গ্রহন করে পরবর্তীতে বড় কুফর বা বড় শির্ক করার মাধ্যমে দ্বীনত্যাগ করেছে) হবার কারণে ইসলামের বাহ্যিক আমলগুলি সম্পাদন করে না। এর আরেকটি উদাহরণ হচ্ছে: যখন কোন ব্যক্তি কোন কাফের কিংবা মুর্তাদ দলের অনুগত থাকে এবং ঐ দলের পক্ষে কাজ করে।
উদাহরণ স্বরূপ: বর্তমান মুসলমান দেশসমূহে সেনাবাহিনীগুলোতে কর্মরত ইহুদী- খ্রীষ্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ, নাস্তিক, অগ্নি উপাসক ও দ্বীনের ব্যাপারে সন্দেহপ্রবণ ব্যক্তি ইত্যাদি। কারণ মুসলমান দেশের সেনাবাহিনীগুলিও বর্তমানে ইসলামী শরীয়তের রক্ষক না হয়ে বিরোধীতা করছে – তাই এসব সেনাবাহিনী দলগতভাবে কাফের দল।

ABDULLAH MUHAMMA
MEMBER · MAY 21 ,18

তাকফীর কি এবং এর প্রকারভেদ সম্পর্কে শাইখ আবু হামজা আল মিসরি রঃ বলেন!

গ) ব্যক্তিগতভাবে কাফের কিন্তু দলগতভাবে মুসলমান: এর উদাহরণ হচ্ছে এমন ব্যক্তি যারা বাইরে ইসলামের আনুগত্য প্রকাশ করছে কিন্তু অন্তরে মুনাফেকীর কুফর রয়েছে। এবং সে এমন একটি দলের অংশ যারা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা, তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও মুমিনদের সাহায্য করছে। কিন্তু সে এই দলটিকে ধোঁকা দিয়ে লুকিয়ে আছে যাতে ভিতর থেকে এই দলটিকে ধ্বংস করে দিতে পারে। এজন্য সে বাহ্যিকভাবে ইবাদত- বন্দেগী করে থাকে। এই ইবাদত- বন্দেগীর কারণ হচ্ছে যাতে সে এই দলটিতে থাকতে পারে এবং তার মুনাফেকী করতে পারে, ঠিক যেমনটি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সময় আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সলুল করেছিল।
বর্তমান যুগে এর উদাহরণ হচ্ছে: মুর্তাদ সরকারের গোয়েন্দা বাহিনী যারা মুজাহিদীনদের ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহের জন্য মুজাহিদ সেজে সম্মুখ সমরে যায়। এছাড়াও তারা বিভিন্ন ইসলামী আলোচনা ও মিটিং এ যোগদান করে।
তাদের স্বরূপ প্রকাশ পাবার আগ পর্যন্ত তাদের ব্যাপারটা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার উপর ছেড়ে দিতে হবে। আর প্রকাশ পাবার পর তাদের উপর ইসলামী হদ জারি করা হবে।(এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা দুরার আস সুন্নিয়া, ৯ম খণ্ড, মুর্তাদের ব্যপরে হুকুম অধ্যায়ে আছে।)

ঘ) ব্যক্তিগতভাবে মুসলমান কিন্তু দলগতভাবে কাফের: এই দলের বিস্তারিত আলোচনা প্রয়োজন। ইহাকে ভালোভাবে না বুঝলে তাকফীরের ভুল প্রয়োগের সম্ভাবনা থেকে যাবে। খারেজী, তাকফীরী ও মুর্জিয়ারা এই দলের ব্যাপারে ভুল করে থাকে। এই রকম পরিস্থিতি বা দল নতুন কিছু নয়। বরং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর যুগে এবং সাহাবাদের (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) যুগেও এরকম দল ছিল যখন রিদ্দাহ এর ঘটনা ঘটেছিল। যখন তাতারীরা মুসলমানদের বিভিন্ন এলাকা দখল করে নিয়েছিল এবং মুসলমানরা কাফেরদের সাথে মেলামেশা করছিল সেই সময়েও এইরকম দল ছিল।
সত্যি কথা হলো: বর্তমান সময়েও মুসলমান উম্মাতের অধিকাংশের অবস্থাও তাই। ব্যক্তিগত ইবাদত ও ফরজ-ওয়াজিব পালনের ক্ষেত্রে হয়তো এসব মুসলমানদের অবস্থা ভালো হতেও পারে। এমনও হতে পারে যে সে তাহাজ্জুদ পালনকারী, হজ্জ আদায়কারী। কিন্তু যারা শরীয়তের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত, যারা মুমিনদেরকে হত্যা করছে, যারা সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করতে বাধাপ্রদান করছে – সে ঐসব লোকদেরকে সমর্থন করে। প্রকৃত কাফের অথবা মুর্তাদদের আদর্শিক বিজয়ের আগ পর্যন্ত সে তাদের পক্ষে প্রচেষ্টা চালায়। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর যুগে তায়েফের ঘটনায় এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল।
যখন তায়েফবাসী ইসলাম গ্রহণ করার পরও সুদের ব্যবসা ছাড়তে রাজী হলো না, তখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদেরকে প্রথমে নিষেধ করলেন, কিন্তু তারা এর জবাবে তলোয়ার বের করলো এবং সুদের ব্যবসা বন্ধ করতে অসম্মতি প্রকাশ করলো। যদিও তারা কালেমা পড়তো, আযান দিতো, নামাজ পড়তো কিন্তু রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের সাথে একুশদিন ধরে যুদ্ধ করলেন। তিনি তাদের ঘাঁটি ঘিরে ফেললেন, তার ভিতর পাথর, আগুন ও সাপ- বিচ্ছু নিক্ষেপ করলেন যাতে তারা আত্মসমর্পণ করে – যদিও সেখানে নারী- শিশু- বৃদ্ধ ও অক্ষমরা ছিল। তাদের সবার সাথে কুফরের একটি দল হিসেবে আচরণ করা হয়েছে যদিও ব্যক্তিগতভাবে তারা নামাজ পড়তো কিংবা ইসলামের অন্যান্য বিধান মেনে চলতো। এছাড়াও যেসব মুসলমান কুরাইশ কাফেরদের সাথে অবস্থান করতো তাদের ব্যাপারে আলোচনায় আল কোরআনেও এই রকম উদাহরণ দেয়া হয়েছে। বদরের যুদ্ধের সময় ঐ সকল মুসলমানদেরকে কুরাইশরা যুদ্ধে যোগদানে বাধ্য করে যারা তখনও হিজরত করেনি। এর মাধ্যমে তারা তাদের সংখ্যার আধিক্য দেখিয়ে সাহাবাদের (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) ভয় দেখাতে চেয়েছিল। এসব মুসলমানদের মধ্যে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর চাচা আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ও ছিলেন। সহীহ মুসলিমে বর্ণিত এক হাদীসে এসেছে: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবীদেরকে (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) জানিয়েছিলেন যে, "বনী হাসিমের কিছু মানুষকে এই যুদ্ধে যোগ দিতে বাধ্য করা হয়েছে, যুদ্ধের ময়দানে উনাদেরকে সামনে পেলে যেন ছেড়ে দেয়া হয় কারণ তাদেরকে বাধ্য করা হয়েছে।" একথা শুনে একজন সাহাবী বলেছিলেন: "ওহ তাহলে আমরা আমাদের পরিবারকে হত্যা করবো আর আমাদের শত্রুদেরকে ছেড়ে দিবো, তাদেরকে হত্যা করবো না।" রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জবাব দিয়েছিলেন, "তোমার কি পছন্দ হবে যে, আমার চাচা আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এর মুখে চড় মারা হোক?" উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে ঐ সাহাবীকে শাস্তি দেয়ার অনুমতি চাইলেন।
কিন্তু যুদ্ধের ময়দানে এসবই পরিবর্তন হয়ে যায়। এবং সাহাবী (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) এর ছোঁড়া কিছু কিছু তীর ঐ সকল মুসলমানদের গায়ে লাগে যারা বাধ্য হয়ে কুরাইশদের পক্ষে যুদ্ধে যোগদান করেছিলেন। মুহাজির ও আনসার (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) তখন ভয় পেয়ে বলতে থাকেন: "আমরা আমাদের ভাইদের হত্যা করেছি।" তখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আয়াত নাযিল করেন:
"যারা নিজের অনিষ্ট করে, ফেরেশতারা তাদের প্রাণ হরণ করে বলে, তোমরা কি অবস্থায় ছিলে? তারা বলে: এই ভূখণ্ডে আমরা অসহায় ছিলাম। ফেরেশতারা বলে, আল্লাহর পৃথিবী কি প্রশস্ত ছিল না যে, তোমরা দেশত্যাগ করে সেখানে চলে যেতে? অতএব, এদের বাসস্থান হলো জাহান্নাম এবং তা অত্যন্ত মন্দ। কিন্তু পুরুষ, নারী ও শিশুদের মধ্যে যারা অসহায়, যারা কোন উপায় করতে পারে না এবং পথও জানে না তারা এর অন্তর্ভুক্ত নয়।" – সূরাহ আন নিসা: ৯৭- ৯৮
এখানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা শুধু ঐ সকল দুর্বল মুসলমানদেরকে জাহান্নামের শাস্তি মাফ করে দেন যারা দুর্বল ও নিরুপায়। কিন্তু এই ঘটনায় কোন কুফরের দলকে কিভাবে দেখতে হবে, তাদের সাথে কি আচরণ করতে হবে এই ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা রয়েছে। বদরের যুদ্ধের পর আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) নিজের ও তার ভাতিজার জন্য এই বলে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে অব্যাহতি চাচ্ছিলেন যে, তারা মুসলমান। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছিলেনঃ "আপনার এই যুক্তিটি বাদ দিন। আপনারা একটি যুদ্ধরত কাফের দলের সাথে এসেছেন এবং আপনাদের সাথে যুদ্ধরত দলের মতোই আচরণ করা হবে। আপনাকে অবশ্যই নিজের ও নিজের ভাতিজার জন্য মুক্তিপণ আদায় করতে হবে।"
অন্য হাদীসে এসেছে: "আপনার বাহ্যিক অবস্থা দেখেই আমরা আপনার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিবো। আপনার অন্তরের ব্যাপার আল্লাহ দেখবেন।" (বিস্তারিত: সহীহ বুখারীতে এই আয়াতের তাফসীর ও কিতাবুল গাযওয়া)
তারপর তিনি আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কে নিজের জন্য ও তার ভাতিজার জন্য মুক্তিপণ আদায় করতে নির্দেশ দেন। এ ব্যাপারে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আয়াত নাযিল করেন:
"হে নবী, যারা তোমার হাতে বন্দী হয়ে আছে তাদেরকে বলে দাও যে, আল্লাহ যদি তোমাদের অন্তরে কোন রকম মঙ্গল চিন্তা রয়েছে বলে জানেন, তবে তোমাদেরকে তার চেয়ে বহুগুণ বেশী দান করবেন যা তোমাদের কাছ থেকে বিনিময়ে নেয়া হয়েছে। তাছাড়া তোমাদেরকে তিনি ক্ষমা করে দিবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ ক্ষমাশীল, করুণাময়।" – সূরাহ আল আনফাল: ৭০
অতঃপর আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বিশ আউন্স সোনা মুক্তিপণ হিসেবে প্রদান করেন। (বিস্তারিত: তাফসীর আল কুরতুবী, ইবনে কাসীর ও আত তাবারী)

আব্দুল্লাহ গালিব আযযাম

ADMIN · MAY 18 ,18

শাইখ সুলাইমান আল-উলওয়ানের ইলমের গভীরতা সম্পর্কে একটু ধারণা দেয়ার ব্যাপারে কিছু কথা বলছি,

.

উনি মূলত বুখারী, মুসলিম, মুয়াত্তা মালিক, বুলুগুল মারাম, উমদাতুল আহকাম ও আরবাইনে নাওয়াবীয়্যাহ'র উপর পাঠদান করতেন। আর আক্বীদার বিষয়ে তিনি যেসব কিতাবগুলোকে প্রাধান্য দিয়ে পাঠদান করতেন তার মধ্যে রয়েছে- আক্বীদা আত-তাদমুরিয়্যাহ, আক্বীদাতু হামাবিয়্যাহ, ইব্ন তাইমিয়ার আক্বীদাতুল ওয়াসিতিয়্যাহ, মুহাম্মদ ইব্ন আব্দুল ওয়াহহাবের কিতাবুত তাওহীদ। এছাড়াও আল-আজুররির আশ-শারীয়াহ, আব্দুল্লাহ ইব্ন আহমদের আস-সুন্নাহ, ইব্ন নাসরের আস-সুন্নাহ, ইব্ন বাত্তাহ'র আল-ইবানাহ এবং ইব্নুল কায়্যিমের আস-সাওয়াইক ও আন-নুনিয়্যাহ।

.

এতক্ষণে হয়তো কিছুটা বোঝাতে পেরেছি উনি কোন মাপের আলিম। কিছুদিন আগে দেখলাম উনাকে সৌদি কারাগারে শূণ্য ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার নিচে রাখা হয়েছে। গায়ে কোন কাপড় উনাকে দেয়া হচ্ছে না। উনার অপরাধ হল উনি তাওহীদকে তাওহীদের মত করে প্রচার করেছেন, তৃতীয় উমারের যুগে বাস করে তৃতীয় উমারকে বাই'আত দিয়েছেন।

.

এই যে এতবড় একজন আলিমকে সৌদি কারাগারের নিয়ে এভাবে টর্চার চালানো হচ্ছে এর পিছনে রয়েছে আমাদের তথাকথিত ইলমের সাগরে হাবুডুবু খাওয়া কিছু 'আলিমদের কিছু ফতওয়া। 'আলীমদের গ্রীন সিগনাল না থাকলে উনাকে বন্দী করা সম্ভব ছিল না। অসম্ভব ছিল শাইখ নাসির বিন হামাদ আল-ফাহাদকে বন্দি করা, অসম্ভব ছিল শাইখ ইউসুফ আল-উরাইরি (রহিমাহুমুল্লাহ) এর মত আলিমদের হত্যা করা।

.

আমার খুব প্রিয় একজন শাইখ আহমাদ মূসা জিব্রীল (ফাক্বাল্লাহু আসরাহু)। উনার দুই একটা লেকচার শুনলেই উনার প্রজ্ঞা আর ইলমের গভীরতা সম্পর্কে বুঝতে পারার কথা। শাইখ আহমাদ মূসা জিব্রীল আর উনার বাবাকে (যিনি নিজেও একজন 'আলিম) একসাথে গ্রেফতার করা হয়, আর সেই টর্চার চালানো হয় যা শাইখ সুলাইমান আল উলওয়ানের (ফাক্বাল্লাহু আসরাহু) উপর চালানো হচ্ছে। লা- হাউলা ওয়া কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ!!

.

এবার একটু নিজ দেশের বর্ডারে আসি। শাইখ আব্দুর রাহমানকে ফাঁসি দেয়া হয়েছে আজ থেকে ১০ বছর আগে। উনার অপরাধ শারীয়াহ কায়েম করতে চেয়েছিলেন এই দেশে। এদেশের শরীয়াহ কায়েমকারীদের হত্যা করা তো সাধারণ ব্যাপার। তাদের অপরাধ প্রমাণিত হওয়া জরুরী না। এমনকি তারা যদি অপরাধ করেও সেটার জন্য সর্বনিম্ন শাস্তিই থাকে মৃত্যুদন্ড। অথচ সেই মৃত্যুদন্ডের বিধান আল্লাহর শরীয়াহ থেকে নয়, তাগুতের শরীয়াহ থেকে উৎসরিত। ততটুকু হলেও হয়ত হত। কিন্তু উনার সংগঠনের কর্মীদের বাসার মা-বোন, স্ত্রীদের জেলে তুলে এনে রেইপ করেছে তাগুতের শুয়োরেরা!!

.

সেই সময়ে যে 'আলিমরা জিহাদ বিরোধী বই লিখে, ফতোয়া দিয়ে দলীলবিহীন অপবাদ আরোপ করেছিলেন, একজনের অপরাধে আরেকজনকে অভিযুক্ত করেছিলেন, এবং তাগুতের যুলমকে লুকিয়ে রেখেছিলেন, তাদেরকে কেন এই হত্যা আর রেইপের জন্য দায়ী করা হয় না?

.

আজকাল চারপাশে অনেক ক্ষমার বাণী শুনি। বলা হয় এগুলোকে ইজতিহাদি ভুল ভেবে যেন ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখা হয়। সুবহানাল্লাহ!! নিজের স্ত্রী, বোন, মাকে রেইপ করা হলেও কি উনারা একই ক্ষমার বাণী আওড়াতে পারবেন? পছন্দের শাইখদের নিয়ে কেউ সমালোচনা করলে সেটাই সহ্য করতে পারেন না, আর অন্যদের বলেন তারা যেন সহনশীলতা বজায় রাখেন!! এই সহনশীলতার মানদন্ডটা কে নির্ধারণ করবে?

.

আসলে ঘরে বসে, ফেইসবুকে এসে তথাকথিত এটিকেট মেইন্টেইন করে অন্যকে ক্ষমার বাণী শোনানো খুব সহজ। প্রশ্ন হচ্ছে এই ক্ষমা করার আপনি বা আমি কে? এই উম্মাহর রক্ত ঝড়ানোর দায় থেকে যারা মুক্ত নয়, মা-বোনদের রেইপ করার দায় থেকে যারা মুক্ত নয় তাদেরকে আপনি-আমি চাইলেই ক্ষমা করতে পারি না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা নিজ শানে তাদের ক্ষমা করবেন কিনা সেটা আল্লাহর ব্যাপার। ক্ষমা যদি কারো করতেই হয় করবে সেই বোনরা যাদেরকে অন্ধকার কারাগারে রেইপ করা হয়েছে, যাদের পরিবারের সদস্যদের হত্যা করা হয়েছে। পারবেন তো তাদের সামনে গিয়ে এই ক্ষমাশীলতা আর সহনশীলতার বাণী আওড়াতে? আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলার কাছে বেইনসাফি থেকে আশ্রয় চাই...

MENT OF THE
S BASED UPON
INJUSTICE AND
MONEY OF THE
UNJUSTLY.
MAAN AL-'ALWAAN
STEN HIS RELEASE)

ABDUL MALEK AWLAKI
ADMIN · MAY 18

যে কাফেরকে কাফের বলেনা সে কাফের” – এই মূলনীতির বিশ্লেষণ!!

“কাফের কে কাফের না বললে কাফের হয়ে যাবে” এই মূলনীতির ব্যাখ্যা রয়েছে ।

এখানে ৭ টি প্রকার রয়েছেঃ

১ম প্রকারঃ যে ব্যক্তি ইহুদি, খৃষ্টান বা পৌত্তলিক জাতিকে বা তাদের কোনো সদস্যকে কাফের বলেনা সে কাফের। কারন সে এর মাধ্যমে শরিয়তের অকাট্য দলীলকে অস্বীকার করেছে।

২য় প্রকারঃ যে ব্যক্তি প্রাচীন ধর্মে প্রত্যাবর্তনকারীকে কাফের বলেনা- যেমন কেউ ইহুদি , খৃষ্টান বা মাজুসী ধর্মে ধর্মান্তরিত হলো, তাকে যে কাফের মনে না করবে সে কাফের কারন সে অকাট্য দলীলকে অস্বীকার করেছে।

৩য় প্রকারঃ যে ব্যক্তি কাফের হয়েছে ঈমান ভঙ্গের সর্বস্বীকৃত কর্ম করে এই কর্মটি কুফরি তার উপর প্রমান প্রতিষ্ঠা হয়েছে এবং সংশয় নিরসন হয়েছে। যদি এই ব্যক্তিকে সনদেহের কোন কারন বা ব্যখ্যার আশ্রয় ছাড়া শুধুমাত্র মনের খাহেশের কারনে অথবা গুরুত্বহীনতার কারনে কেউ কাফের মনে না করে সে এই মূলনীতির আওতাভুক্ত হবে “যে কাফেরকে কাফের মনে করেনা সে কাফের”।

৪র্থ প্রকারঃ ঈমান ভঙ্গের কোন কর্মে লিপ্ত কাফের ব্যক্তিকে কে্উ এই কারনে কাফের মনে করছে না যে, এই কর্মটির দ্বারা ঈমান ভঙ্গের ব্যপারে তার সংশয় রয়েছে অথবা তার বিশ্বাস সেই ব্যক্তির সামনে প্রমান (হুজ্জাহ) প্রতিষ্ঠা পায়নি অথবা তার ক্ষেত্রে কাফের হওয়ার শর্তসমূহ পরিপুর্ন উপস্থিত নেই তাহলে এমতাবস্থায় সর্বসম্মতিক্রমে এমন কাফেরকে কাফের না বলার কারনে সে কাফের হবেনা।

৫ম প্রকারঃ কেউ কাফেরকে কাফের মনে করছেনা নিজের কোন বিদাতি মতবাদের কারনে যেমন মুর্জিয়া যে কিনা ঈমান ভঙ্গের কারণকে সীমিত করে রেখেছে বিশ্বাস অথবা অস্বীকার অথবা হারাম কে হালাল বানানোর মধ্যে। সবার ঐক্যমত রয়েছে যে, সে কাফের নয় ।

কারন তাকে কাফের বলা হলে এমন বিদাতি আকীদা পোষনকারি দলগুলো যেমন মুরজিয়া, আশায়িরা, কাররামিয়া, সালেমিয়া সব ফির্কাকেই কাফের বলতে হবে। অথচ কেউ এমন বলেনা।

৬ষ্ট প্রকারঃ ঈমানভঙ্গের মত কর্মে জড়িত ব্যক্তি বা শ্রেণী যেমন ইচ্ছাকৃত নামাজ তরককারি, যাদুকর ইত্যাদিকে যে কাফের বলেনা ।

এদের কে কাফের না বলার দুই অবস্থা।

একটি হলো এগুলো্কে আমল পর্যায়ভুক্ত বলে সংশ্লিষ্টদের কাফের না বলা, এটা বিদাতি মতাদর্শের লো্কদের বক্তব্য । এদেরকে কাফের বলা হবেনা। এ ক্ষেত্রেও দ্বিমত নেই ।

দ্বিতীয় অবস্থা হলো দলীলসমূহের পারস্পরিক ভারসাম্য বিধান করতে গিয়ে কাফের না বলা। এই ব্যক্তিকেও সর্বসম্মত ভাবেই কাফের বলা যাবেনা ।

কারন এই ব্যক্তিকেও যদি কাফের বলা হয় তাহলে আইম্মায়ে আরবায়া সহ পুর্ববর্তি অনেক আলেম যেমন ইমাম যুহরি... তাদেরকে কাফের বলতে হবে।

এই কারনেই সালাফদের মাঝে খারেজিদের ব্যপারে মতানৈক্য হয়েছে মুতাযিলাদের ব্যপারে মতানৈক্য করেছেন, পুর্ববর্তি ইমামদের মাঝে হাজ্জাজের মত ব্যক্তিবিশেষদের ব্যপারেও মতভিন্নতা ছিল এতদসত্বেও তারা একে অপরকে কাফের বলেননি বরং একে অন্যকে বিদাতিও বলেননি কারন এটি হয়েছে তাদের ইজতিহাদ এবং ব্যখ্যার আলোকে।

এইতো সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে খারেজিদের ব্যপারে মতপার্থক্য হয়েছে এক্ষেত্রে কাফের আখ্যায়িতকারীগন এরা যারা কাফের বলেন না তাদেরকে মুর্জিয়া বলেন নি, আবার যারা খারেজিদের কাফের বলেন না তারা কাফের আখ্যায়িত কারিদের খারেজি বলেন নি।

এই যে হাসান বসরি, ওমার ইবনে আব্দুল আজীজ, মুজাহিদ প্রমুখ আকাবির হাজ্জাজ কে কাফের মনে করতেন আর মুহাম্মাদ ইবনে সিরীন এবং আরো একদল তাকে কাফের মনে করতেন না।

এতদসত্বেও তারা একে অপর কে বিভ্রান্ত বলতেন না একে অন্যকে কাফেরও বলেন নি। কারন এটি ছিল গবেষনাধর্মী বিষয়, যেহেতু প্রত্যেকেই এই অভিমত পোষণ করতেন যে আসলে তার মধ্যে কুফরি সাব্যস্ত হওয়ার মত যথেষ্ট দলীল সমূহ পাওয়া যাচ্ছে না বা কুফর সাব্যস্ত হওয়ার দলীল সমূহ পরিপুর্ন বিদ্যমান নেই।

এই ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে মতানৈক্য হয়েছে এজন্য কেউই অন্যকে কাফের বলেননি বরং বিদাতিও বলেন নি বরং একে অপরের মার্যাদা হানিও করেন নি, বিদাতি বলাতো বহুদূর। কাফের বলাতো আরো দূরের বিষয়।

৭ম প্রকারঃ কোনো নির্দিষ্ট শ্রেণির ক্ষেত্রে সর্বসম্মতভাবে কুফরি সাব্যস্ত হয়েছে , এখন কেউ সেই শ্রেণির কাফের হওয়ার ব্যপারে নয় বরং শ্রেনীর ব্যক্তি বিশেষের ক্ষেত্রে কুফরির বিধান প্রয়োগে মতানৈক্য করছে, বলা যায় সে শ্রেনীর কাফের হওয়া স্বীকার করছে কিন্তু এই শ্রেণীর প্রতিটি ব্যক্তি সুনির্দিষ্ট ভাবে কাফের এটা স্বীকার করে না, আর ইজমা সংঘটিত হয়েছিল শ্রেণীর কুফরের ক্ষেত্রে, প্রতিটি সদস্যের ক্ষেত্রে নয়।

বিধায় তাকে কাফের বলা যাবে না কারন সে অকাট্য বিষয়কে অস্বীকার করেনি আর এখানে কাফের আখ্যা প্রদানের শর্ত সমুহের মধ্যে এটিও একটি যে অকাট্য বিষয়ের অস্বীকার সাব্যস্ত হতে হবে এখানে অকাট্য বিষয় হলো শ্রেনী; ব্যক্তি নহে ।

হ্যাঁ যেখানে ব্যক্তি বিশেষের পর্যায়ে কাফের আখ্যা না দেওয়া হলে অকাট্য বিষয়ের অস্বীকার সাব্যস্ত হয়ে যায়, সে ক্ষেত্রে ব্যক্তি বিশেষকেও কাফের না বলা হলে কাফের হয়ে যাবে। যেমন- দ্বিতীয় প্রকারে। এমনিভাবে তৃতীয় প্রকারের কাফেরদের ক্ষেত্রে ব্যক্তি বিশেষকে কাফের না বললেও নিশ্চিত বিষয়ের অস্বীকার সাব্যস্ত হয়ে যায়।

#আল্লামা সুলাইমান আল উলওয়ান ফাক্কাল্লাহু আসরাহ..

আব্দুল্লাহ গালিব আযযাম

Admin · MAY, 18

গনতন্ত্র হারাম....

প্রশ্ন হলো ইসলাম প্রতিষ্টা করার জন্য এই হারাম পদ্ধতির কেন অনুসরন করতে হবে.??

আল্লাহ তো ইসলাম প্রতিষ্টা করতে বলছেন এবং সেই পদ্ধতিও বলে দিয়েছেন...

রাসুল স; সেই পদ্ধতিতে ইসলাম প্রতিষ্টা করেছেন এবং সাহাবা (রা:) গনও সেই পদ্ধতিতেই ইসলাম প্রতিষ্টা করেছেন..

যতদিন খেলাফত ব্যবস্থা কায়েম ছিলো অর্থাৎ ইসলাম প্রতিষ্টিত ছিলো ততদিন এই পদ্ধতিতেই ছিলো......!

তাহলে সেই পদ্ধতি বাদ দিয়ে একটা হারাম এবং কুফরি পদ্ধতির অনুসরন কেন????

ইসলাম প্রতিষ্টার পদ্ধতি কি.??

আল্লাহ বলেন:

♦ তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ(কিতাল) কর যে পর্যন্ত না ফিতনা খতম হয়ে যায় এবং দীন আল্লাহর জন্য হয়ে যায়।

[সুরা বাকারা-১৯৩]

আল্লাহ আরো বলেন;

""আর ওদের সাথে যুদ্ধ করতে থাক যতক্ষণ না ভ্রান্তি শেষ হয়ে যায় এবং আল্লাহর সমস্ত হুকুম প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। তারপর যদি ওরা বিরত হয়ে যায়, তবে আল্লাহ ওদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করেন।

[সূরা আনফাল, ৩৯]""

তোমাদের উপর যুদ্ধকে [কিতাল]ফরজ করা হয়েছে [সুরা বাকারা-২১৬]

এখন হয়তো কেউ কেউ যুক্তি দেখাইতে পারে এ যুগে কিতাল অসম্ভব তাই গণতন্ত্র করি ।

জবাব হলো এটাই.. যে আল্লাহর বিধান আপনার জন্য অ--- সম্ভব করলো কেঠা.???

প্রত্যেক যুগেই কিতাল চলবে এবং সেটা সম্ভবও থাকবে শুধু মোনাফেকরা বলবে সম্ভব।

★

কিয়ামত পর্যন্ত আমার উম্মাতের একদল হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে বাতিলের বিরুদ্ধে ক্বিতাল করতে থাকবে

****

لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

সহিহ মুসলিম :: বই ১ :: হাদিস ২৯৩/ ২৯২ ইসলামিক ফাউন্ডেশন

সহিহ মুসলিম :: বই ২০ :: হাদিস ৪৭১৭/ ৪৮০১ ইসলামিক ফাউন্ডেশন

সহিহ মুসলিম :: বই ২০ :: হাদিস ৪৭১৮/ ৪০৮২ ইসলামিক ফাউন্ডেশন

সহিহ মুসলিম :: বই ২০ :: হাদিস ৪৭২০/ ৪৮০৩ ইসলামিক ফাউন্ডেশন

সহিহ মুসলিম :: বই ২০ :: হাদিস ৪৭২১/ ৪৮০৪ ইসলামিক ফাউন্ডেশন

শুধুমাত্র মুনাফেকরাই জিহাদ থেকে পলায়ন করার বিভিন্ন অজুহাত খোজে... আজকের যুগের মুনাফেকরা জিহাদ থেকে বাচার জন্য কুফরি গনতন্ত্রের অনুসরন শুরু করেছে....

★

যারা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে, তারা তোমার কাছে তাদের মাল ও জান দিয়ে জিহাদ করা থেকে বিরত থাকার অনুমতি চায় না, আর আল্লাহ মুত্তাকীদের সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞাত।[সুরা তাওবা-৪৪]

★

একমাত্র সেসব লোক অনুমতি চায় যারা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে না, আর তাদের অন্তরসমূহ সংশয়গ্রস্ত হয়ে গেছে। সুতরাং তারা তাদের সংশয়েই ঘুরপাক খেতে থাকে।[সুরা তাওবা-৪৫]

অতএব কথা হলো ইসলাম প্রতিষ্টার জন্য আল্লাহর বিধান নির্দিষ্ট সেখানে কুফরি সিস্টেম গনতন্ত্রের অনুসরন কেন??

নাকি আল্লাহর বিধানের চেয়ে কুফরি মজা বেশি লাগে....!

★তোমাদের প্রতি তোমাদের রবের পক্ষ থেকে যা নাযিল করা হয়েছে, তা অনুসরণ কর এবং তাকে ছাড়া অন্য অভিভাবকের অনুসরণ করো না। তোমরা সামান্যই উপদেশ গ্রহণ কর।

[আল আরাফ- ৩]

=>♣জিহাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সমূহ♣

.

১. দ্বীনকে বিজয়ী করা।

২. কাফেরদের শক্তিকে চূর্ণ করে দেওয়া।

৩. অসহায় অত্যাচারিত মানুষদের সাহায্য করা এবং যালিমকে প্রতিহত করা।

৪. জিহাদের মাধ্যমে মানুষকে আল্লাহর দিকে আহবান করা।

৫. জিহাদের মাধ্যমে প্রকৃত মুসলিম ও মুনাফিকের পরিচয় স্পষ্ট করা।

৬. ফিতনার মূলোৎপাটন করা।

আব্দুল্লাহ গালিব আযযাম

World Cup 2018
Admin

প্রশ্ন: খলীফার অধীনেই কেবলমাত্র জিহাদ পরিচালিত হবে। খেলাফতের অধীনে ছাড়া যে জিহাদ করা হয় তা অবৈধ ও বাতিল এ কথা কতটুকু সহীহ?

.

উত্তর: এটা ভিত্তিহীন কথা, যার কোন দলীল নেই।তবে হাদীসে ইমামের কথা বলা হয়েছে।

.

"আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, তিনি রাসূল সা. কে বলতে শুনেছেন, নিশ্চয়ই ইমাম হলো ঢাল। তার অধিনে যুদ্ধ পরিচালিত হবে এবং তার মাধ্যমেই আত্মরক্ষা হবে।-(বুখারী কিতাবুল জিহাদ, ইমামের নেতৃত্বে জিহাদ অধ্যায়], হা: ২৭৫৭, মুসলিম হা: ১৮৩৫, নাসাই হা: ৪১৯৩, ইবনে আবি শাইবা হা: ৩২৫২৯)

.

এ হাদীসে খলীফার কথা বলা হয়নি বরং ইমামের কথা বলা হয়েছে। মুসলিমদের সব সময় একজন ইমাম থাকবে যার অধীনে মুসলিমরা ঐক্যবদ্ধ থেকে জিহাদ চালিয়ে যাবে। যদি এরকম কোন ইমাম না থাকে তাহলে তারা নিজেদের মধ্য থেকে কোন একজনকে ইমাম বানিয়ে নিবে।

Sk Muhib Guraba Admin ,MAY,18

আগুন!

শায়খ নাসির বিন হামদ আল ফাহদ

শায়খ সাথে পা ভাজ করে বসলেন। স্বভাবসুলভ গাম্ভীর্যের সাথে আমামাহ ঠিক করলেন। তারপর ধীরে ধীরে তাঁর চারপাশে বসে থাকা ছাত্রদের দিকে এক একে তাকালেন। তাঁরা বসে ছিল স্থির হয়ে, নিবিষ্ট মনে মাটির দিকে চোখ নামিয়ে – যেন তাঁদের মাথায় পাখি বসে আছে, আর একটু নড়াচড়াতেই উড়ে যাবে। শায়খ শুরু করলেনঃ

“হে বৎস, কাল আমরা কিতাবের কোথায় শেষ করেছিলাম?”

‘আমরা লেখকের এই বক্তব্য পর্যন্ত পৌছেছিলাম – “ জামা’আ হল তাই যা হাক্বের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। যদি শুধু একজন সম্পূর্ণ সত্যকে স্বীকার করে, তবে সেটাই জামা’আ, যদি তাতে একজন থাকে, তাও।”

“হ্যা, হ্যা। আর আমি তোমাদের বলেছিলাম যে হাক্ব হল তা-ই যার উপর আমাদের এই জামা’আ আছে। আর যে আমাদের সাথে দ্বিমত করবে, সে জামা’আ ত্যাগ করবে। এবং সে তাঁর এই কাজের মাধ্যমে দ্বীনের মধ্যে বিদ’আ করেছে এবং মুমিনদের রাস্তার বিপরীত পথে চলে গেছে, এবং…”

হঠাৎ ভেসে আসা দরজায় আঘাতের শব্দে শাইখের কথায় বাঁধা পড়লো…

শায়খ কথা থামিয়ে একজন ছাত্রের দিকে তাকালেন। তৎক্ষণাৎ ছাত্রটি উঠে গিয়ে দরজা খুললো…

দরজার ওপারে দাড়ানো উস্কখুস্ক চুলের, কালি মাখা মুখের লোকটি চেঁচাতে শুরু করলোঃ

“ইয়া শায়খ ! ইয়া শায়খ ! আদিলের ঘরে আগুন লেগেছে, সব পুড়ে যাচ্ছে…”

শায়খ জায়গায় বসে মাথা ঘুড়িয়ে শব্দের উৎসের দিকে তাকালেন। শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করলেনঃ “আর তাতে আমার কি?”

“আমাদের এই মুহূর্তে আপনার এবং আপনার ছাত্রদের সাহায্য বড়ই প্রয়োজন হে শায়খ…”

“তুমি চাও আদিলের অসতর্কতার কারণে,সে যে সমস্যায় পতিত হয়েছে, আমি সেটার সমাধান করি?”

“শায়খ, বাসা ভর্তি নারী আর শিশু, এরা সবাই মারা পড়বে!”

শায়খঃ “এ সবই আদিলের কর্মফল। সে নিজেই এই বিপদ ডেকে এনেছে”

এটুকু বলেই শায়খ তাঁর ছাত্রের প্রতি ইশারা করলেন। উস্কখুস্ক চুলের কালিমাখা লোকটির মুখের উপর দরজা বন্ধ হয়ে গেল। শায়খ আবার তাঁর দারস শুরু করলেনঃ

“হে আমার সন্তানেরা, জেনে রাখো, যারাই আমাদের জামা’আর বিরুদ্ধে কথা বলে তারা গোমরাহ, বিদআতি এবং মন্দের অনুসরণকারী।”

একজন ছাত্র প্রশ্ন করলোঃ “যদি তারা আহলুস সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত হয়, তাও?”

“কিভাবে তারা আহলুস সুন্নাহ-র অন্তর্ভুক্ত হতে পারে? তুমি কি এখনো বুঝতে পারছো না? কেউ আমাদের জামা’আর বিরোধিতা করার পরও কিভাবে আহলুস সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। বরং সে একজন বিদ’আতি।

না, বরং সে আহলুল বিদ’আর চাইতেও নিকৃষ্ট, কারণ সে এমন সব ব্যক্তিদের তাবলিস করে যাদের বেশীরভাগ…”

দরজায় করাঘাতের শব্দে আবারো শাইখের কথায় ছেদ পড়লো। একজন ছাত্র উঠে গিয়ে দরজা খুললো। চৌকাঠের ওপাড় থেকে সেই একই উস্কখুস্ক চুলের, কালিমাখা মুখের লোক আর্তনাদ করে উঠলোঃ

“ইয়া শায়খ, আগুন সালিহ-র ঘর পর্যন্ত পৌছে গেছে…”

“কোন সালিহ? বিদ’আতি সালিহ?”

আল্লামা শায়খ নাসির বিন হামাদ আল-ফাহদ

“হে শায়খ, যারা তাঁর ঘরে আটকা পড়েছে তাঁদের আগুনের হাত থেকে বাঁচান, তারপর তাঁকে নাসীহাহ করুন।”

শায়খ বললেনঃ “এই হল আল্লাহ-র পক্ষে থেকে ত্বরিত শাস্তি সেই ব্যক্তির জন্য যে বিদ’আ করেছে”

তিনি তাঁর ছাত্রের দিকে দরজা বন্ধ করার ইশারা করলেন। শায়খ আবার শুরু করলেনঃ

“দেখ কিভাবে আল্লাহ্‌ এই বিদ’আতি খবিশকে শাস্তি দিয়েছেন। আল্লাহ্‌ এই ব্যক্তিকে শাস্তি দিয়েছে কারণ সে আহলুস সুন্নাহর পোষাকের আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রেখেছিল। কিন্তু যখন সে আমাদের বরকতময় জামা’আর বিরুদ্ধে কথা বলা শুরু করলো, তখন আল্লাহ্‌ তার স্বরূপ প্রকাশ করে দিলেন। এবং তিনি সুবহানাহু তা’আলা এই বিদ’আতির শাস্তি বৃদ্ধি করে দিয়েছেন, আর তাই এখন তার ঘর আগুনে পুড়ছে।”

অস্বস্তির সাথে নড়েচড়ে একজন ছাত্র বললোঃ

“কিন্তু শায়খ… আমি সালিহকে চিনি… আর আমি তো তাঁর মধ্যে কোন বিদ’আ দেখি নি!”

“হাহ! তুমি দেখো নি কারণ তুমি আল জারহ ওয়াল তা’দীল সম্পর্কে এখনো সম্পূর্ণ জ্ঞান অর্জন করতে পারো নি।

আর তাই আমি তোমাকে বলছিঃ যে ব্যক্তি সুন্নাহর আড়ালে লুকিয়ে থাকে সে প্রকাশ্য বিদ’আতির চাইতে বেশি ভয়ঙ্কর। এই যে সালিহ, আমি তাকে বহুবার মাসজিদের দেখেছি। সে আমার কুশলাদি জিজ্ঞেস করা তো দূরের কথা, আমার দিকে তাকায় পর্যন্ত না ! এবং সে আমাকে এড়িয়ে চলে।”

“শায়খ এটা কি একটা বিদ’আ?”
“অবশ্যই। যদি সে আমাদের বরকতময় জামা’আর সদস্য হত, তবে অবশ্যই সে আমাদের কুশলাদি জিজ্ঞেস করতো!”

তৃতীয়বারের মত শাইখের কথায় বাধা পড়লো। দরজা খোলা মাত্র উস্কখুস্ক চুলে, কালিমাখা চেহারার লোকটি কান্না মিশ্রিত গলায় চিৎকার করে বললোঃ

“ইয়া শায়খ, আগুন মাসজিদ পর্যন্ত পৌছে গেছে…”

শায়খ তাঁর স্বভাবসুলভ গাম্ভীর্যের সাথে লোকটির দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বললেনঃ

“আমি ভেবেছিলাম এরকমটা ঘটবে। কারণ এই মাসজিদ বিদ’আতিদের কাছ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছে। আর বিদ’আতিরা এই মাসজিদে প্রবেশ করেছে, সালাত আদায় করেছে এবং তাদের বিদ’আ ছড়িয়েছে। হে ব্যক্তি! তুমি আমাদের যথেষ্ট বিরক্ত করেছো। আর এখানে আসবে না।”

“ইয়া শায়খ।… মাসজিদ আগুনে পুড়ে যাচ্ছে!”

“হোক মাসজিদ… এসব কিছুর কারণ হল আদিল। সে ই এসবের জন্য দায়ী।”

তিনি ইশারায় তাঁর ছাত্রদের দরজা বন্ধ করতে বললেন।

শায়খ আবার তাঁর কথা শুরু করলেনঃ

“দেখো, আহলুল বিদআর গুনাহর ফলাফল। লা হাওলা ওয়ালা কু’আতা ইল্লাহ বিল্লাহ… এমনকি মাসজিদও তাঁদের বিদ’আর অকল্যাণ থেকে রক্ষা পেলো না।“

“হে শায়খ, আমাদের কি মাসজিদের আগুন নেভাতে তাঁদের সাহায্য করা উচিৎ না?”

শায়খ গলা পরিষ্কার করলেন…

“হে বৎস… যারা আগুন নেভানোর কাজ করছে তাদের মধ্যে বিভিন্ন ধরণের লোক আছে। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ বিদ’আতি, কেউ কেউ ফাসিক… আর আমাদের জামা’আ এসব থেকে মুক্ত। যদি আমরা তাদের সাহায্য করতে যাই, তবে আমাদের মধ্যে তাদের অকল্যাণ প্রবেশ করবে।”

তিনি একজন ছাত্রের দিকে তাকিয়ে আদেশ দিলেনঃ

“তুমি পড়া শুরু করো, বারাকাল্লাহু ফীক”

কিন্তু ছাত্রটি কিতাব থেকে পড়া শুরু করার আগেই , একটি বিকট শব্দ তাদের হতচকিত করে দিলো।

শায়খসহ তারা সকলে দরজার দিকে ছুটে গেলেন

কিন্তু দরজাটা কোন ক্রমেই খুলছিল না। আর তখনই তাদের চোখের সামনে তাদের ঘরের দেয়াল ধ্বসে পড়তে শুরু করলো… আর চারদিক থেকে আগুন তাদের দিকে এগিয়ে আসতে শুরু করলো।

***

লিখিত- ২-ই জিলক্বদা, ১৪২২ হিজরি

আমেরিকা এ যুগের হুবাল

সুতরাং তাঁর সাথীরা মার্কিনীদেরকে ইয়েমেনের আদন শহরে লক্ষ্যবস্তু বানিয়েছিল। অতঃপর সোমালিয়ায়, অতঃপর নাইরোবিতে ও তানজানিয়ার দারুস সালাম শহরে, অতঃপর ইয়েমেনের আদন শহরে আরেকবার ইউএসএস কোলে বিস্ফোরণের মাধ্যমে, অতঃপর স্বয়ং মার্কিনিদেরই কেন্দ্রভূমিতে টুইন টাওয়ার হামলা করে মহা সাফল্য অর্জন করেছিলেন।

শাইখ উসামা রহঃ ও তাঁর সাথীরা সেগুলোর আঞ্জাম দিয়েছিলেন খুবই সামান্য অস্ত্র-সরঞ্জাম দ্বারা, যা মার্কিনিদের অস্ত্র-সরঞ্জামের সামনে শূন্যের কোঠায় পড়ে। (আমরা আল্লাহর ওপর আগ বেড়ে তাঁদের প্রশংসা করছি না; বরং আমরা তাদের প্রতি ধারণা করছি যে,) তথাপি তাঁদের জন্য তা সম্ভব হয়েছিল আল্লাহর প্রতি তাঁদের তাওয়াক্কুল ও এমন প্রচণ্ড আগ্রহ ও দৃঢ় সঙ্কল্পের দরুণ যে, পাহাড় হেলে গেলেও তা হেলে না এবং পর্বতে কাঁপন ধরে গেলেও তাদের সঙ্কল্পে কোন হেরফের আসে না এবং মজবুত সুউচ্চ ভবনগুলো স্থানচ্যুত হয়ে গেলেও তাদের হিম্মতে কোন চিড় ধরে না।

(তাঁর ও তাঁর শহীদ ভাইদের উপর আল্লাহ্ রহম করুন এবং বন্দিগণকে মুক্তি দান করুন।) তারা আমাদেরকে উত্তম নজির ও দৃষ্টান্ত দেখিয়ে দিয়ে গেছেন এবং পথ বাতলে দিয়েছেন ও রাস্তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন। তাই ইসলাম ও মুসলিমদের পক্ষ থেকে আল্লাহ্ তাআ'লা তাদেরকে উত্তম বিনিময় দান করেন।

আমেরিকা তার সামর্থ্যানুযায়ী ওই সকল মুজাহিদদের ভাবমূর্তি বিকৃত করে উপস্থাপনের চেষ্টা করেছে ও মুজাহিদিন যে বাস্তবতা সম্পর্কে উম্মাহ জ্ঞাত করে গেছেন, তা থেকে লোকদেরকে ফিরিয়ে রাখার জন্য আমেরিকা সাধ্যানুরূপ চেষ্টা করেছে। আর এ কাজে আমেরিকার প্রতি ভীত বা আগ্রহী লোকেরা তাদের ক্ষমতানুযায়ী প্রতিযোগীতায় লিপ্ত ছিল।

পরিশেষে নির্বোধ ক্রুসেডার ও তাদের লঘুচিত্ত জনগণ ঐ সকল প্রতারিত প্রবঞ্চকদের নিকট তাদের কথার মোড় উল্টে দিয়েছে ও তাদেরকে বলেছে যে, মুসলিমদের ও তাদের মধ্যকার এই যুদ্ধ একটি ধর্মীয় যুদ্ধ। সেই বিকৃত তাওরাতের যুদ্ধ, যা মূর্খ ক্রুসেডার ও তাদের বেকুফ ক্রুসেডার জনগণের ধারণানুযায়ী ইয়াহুদীদের জন্য ফুরাত নদী ও নীল নদের মধ্যবর্তী সমস্ত অঞ্চলের মঞ্জুরী দিয়ে দেয়; (তাদের এই দাবী) এমন কুরআনের বিরুদ্ধে, যা নিশ্চিত করে যে, গোটা পৃথিবী আল্লাহ্ তাআ'লার মালিকানাধীন, তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে খুশি তাকেই এর ওয়ারিস বানান এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মতই সেই সর্বশেষ উম্মত, যা ইতিপূর্বের সবকিছুর ওয়ারিস।

এভাবেই পশ্চাদগামী ক্রুসেডার ও তাদের অত্যাচারী নির্বোধ জনগণ পূর্বেকার বিকৃত কিতাবসমূহ ও শাশ্বত কুরআনের মধ্যকার তাদের দলাপূর্ণ ধর্মীয় যুদ্ধের মেজাজ প্রকাশ করে দিল।

অতএব হে আমার মুসলিম উম্মাহ্! এখনই উপযুক্ত সময় প্রত্যেক প্রতারণার শিকার চেতনাহীন ব্যক্তির চেতনা ফিরে পাওয়ার ও অলসতায় বিভোর ব্যক্তির আপন অলসতার নিদ ভেঙ্গে উঠে দাঁড়াবার। এখনই সময় প্রত্যেক দ্রুত মুনাফাকামী ব্যয়কুণ্ঠ ব্যক্তি ও আমেরিকার দাপটে কম্পমান ব্যক্তির জিহাদ ও দাওয়াহর পথে ফিরে আসার এবং দুনিয়ার প্রতি আসক্তি ও মৃত্যুভয়কে ঝেড়ে ফেলে দেয়ার।

আমেরিকা কিছুতেই সেই আন্তর্জাতিক আইনের সম্মুখীন হয়ে তার ভ্রষ্টতা, অত্যাচার, দুরাচার ও সীমালঙ্ঘন থেকে বিরত হবে না, যা সে নিজেই তৈরী করেছে ও সে নিজেই যার অর্থায়ন করে থাকে। এবং ঐ সকল দালাল শাসকদের সামনেও সে নতি স্বিকার করবে না, যাদেরকে সে নিজেই প্রতিষ্ঠিত করেছে ও নিয়োগ দান করেছে। ঐ সমস্ত লোকদের দ্বারাও সে বিরত হবে না, যারা সদা তার ক্ষমতা ও লোকবলের ভয়ে আতঙ্কিত থাকে। বরং একমাত্র এমন জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ-ই পারে আমেরিকাকে রুখতে; যা সম্পাদন করা হবে অস্ত্র-সরঞ্জাম, শরয়ী যুক্তি-প্রমাণ, দাওয়াত-তাবলীগ, আল্লাহর রাস্তায় দান-দক্ষিণা, আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কুল, দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি এবং ইসলামের আকিদা-বিশ্বাস ও শরীয়তের আহকামের ওপর অবিচল থাকার দ্বারা।

আল্লাহর ইচ্ছায় আমেরিকাকে অচিরেই আল্লাহর রাস্তার মুজাহিদগণ, সৎকর্মশীল আলেমগণ এবং সত্যনিষ্ঠ দায়ী'গণ ও তাওহীদের ঝান্ডা তলে সমবেত মুসলিম জাতি পরাস্ত করবেন।

অতঃএব হে আমার মুসলিম উম্মাহ্! আসুন, আমরা সর্বস্থানে আমেরিকার সাথে জিহাদ করি, যেমন তারা সর্বস্থানে আমাদের প্রতি অত্যাচার নিপিড়ন চালিয়ে থাকে। যেন তারা আমাদের মুখোমুখি অবস্থানকালে আমরা সকলে এক থাকতে পারি এবং বিক্ষিপ্ত না হই ও সংঘবদ্ধ হয়ে থাকতে পারি এবং আমাদের মাঝে ফাটল না দেখা দেয়।

হে সর্বস্থানের মুজাহিদগণ! আপনারা বিশ্বের যে কোন প্রান্তে অবস্থানরত আপনাদের মুসলিম উম্মাহকে প্রতিরক্ষার জন্য জিহাদ করুন এবং তাদের চিন্তায় চিন্তিত হোন ও ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকুন ও পরস্পরে একে অপরকে সহযোগীতা করুন এবং আপনারা বিচ্ছিন্ন হবেন না, বিভেদ সৃষ্টি করবেন না ও জুদা হবেন না বরং আপনারা এক সারিতে চলে আসুন, যেমন আপনাদের রব বলেছেন-

إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص

"নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর পথে সারিবদ্ধভাবে সীসা ঢালা সুদৃঢ় প্রাচীরের মত লড়াই করে, আল্লাহ্ তাদেরকে ভালোবাসেন"। (সুরা ছফ: ৪)

প্রতিটি মুজাহিদই যেন বিশ্বের যেকোন প্রান্তের তাঁর মুসলিম ভাইয়ের চিন্তায় বিষণ্ন থাকে ও আপনাদের হিন্দুস্থানী ভাইয়েরা যেন পশ্চিমা ভাইদের ও সিরিয়ান ভাইয়েরা যেন আফগানী ভাইদের ও মিশরীয় ভাইয়েরা যেন তুর্কিস্তানী ভাইদের সাহায্যে এগিয়ে আসে এবং সকলে ভাই ভাই হয়ে আল্লাহর বান্দায় পরিণত হয়ে যান। আর আপনারা সেই বিচ্ছিন্নতার আমন্ত্রণ থেকে দূরে থাকুন, যার দিকে আমেরিকা ও আমেরিকার নীতি অনুসরণকারীরা আপনাদেরকে ঠেলে দিচ্ছে; যদিওবা তারা সদয় হিতাকাঙ্ক্ষী বা সমব্যথী অর্থদাতারূপে আত্মপ্রকাশ করে।

সুতরাং আমরা সকলে এক উম্মাহ্। আমরা চিনি না ঐ সকল ভৌগলিক সীমারেখা, যা নির্ধারণ করেছে দখলদার ও ঔপনিবেশিকেরা। আমরা চিনি না ঐ সকল চেক পয়েন্ট ও কাঁটাতার, যা ধার্য করেছে অত্যাচারী কাফেররা। আমরা চিনি না ঐ সকল ম্যাপ-মানচিত্র, যার সবক আমাদেরকে শিখিয়েছে মুরতাদ তাগুতরা।

হে মুজাহিদগণ জেনে রাখুন! নিঃসন্দেহে আপনাদের সর্বোত্তম অস্ত্র হচ্ছেঃ সহীহ আকীদা ধারণ করা, ইবাদাত, সততা ও অঙ্গিকার পূরণকে নিজেদের জন্যে অপরিহার্য করে নেওয়া এবং গুনাহ পরিহার করা ও জিহাদের পথে অটল থাকা। অতএব আপনারা অবিচল থাকুন এবং ধৈর্যহারা ও পশ্চাদপদ হবেন না! আল্লাহ্ আপনাদেরকে বিজয় দান করবেন, যেমন বিজয় দান করেছিলেন আপনাদের পূর্ববর্তীদেরকে। আপনারা গুনাহ থেকে দূরে থাকুন ও মুসলমানদের হারাম রক্ত ও তাদের মর্যাদাক্ষুন্ন করা থেকে এবং বিশ্বাসঘাতকতা, মিথ্যাচার ও জুলুম থেকে বিরত থাকুন, যেন আপনাদের তাওফীককে ছিনিয়ে না নেওয়া হয়। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তাআ'লা বলেন-

يا أيها الذين آمنوا إن تنصر الله ينصركم ويثنت أقدامكم

"হে মুমিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য কর, তবে তিনি তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের অবস্থান সুদৃঢ় করবেন"। (সুরা মুহাম্মাদ: ৭)

আর হে সৎকর্মশীল আলেমগণ! আপনারা সৎসাহসে উজ্জীবিত হোন এবং জাতির সামনে অত্যাচারী দখলদার ও মুরতাদ তাগুতদের বিরুদ্ধে জিহাদ ফরজে আইন হওয়ার কথা তুলে ধরুন এবং তাদেরকে শিক্ষা দিন যে, শরীয়াহ শাসন তাওহীদের রোকন সমূহের মধ্য থেকে একটি শক্তিশালী রোকন, যার কোন সম্পূরক নেই। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তাআ'লা বলেন-

فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما

"অতএব তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা কখনও বিশ্বাস স্থাপনকারী হতে পারবে না, যে পর্যন্ত তারা তোমাকে তাদের আভ্যন্তরীণ বিরোধের বিচারক হিসেবে মেনে না নিবে, তৎপর তুমি যে বিচার করবে তা তারা দ্বিধাহীন অন্তরে গ্রহণ না করবে এবং ওটা শান্তভাবে পরিগ্রহণ না করবে"। (সুরা নিসা: ৬৫)

এবং তাদের নিকট বর্ণনা করুন যে, একতা বজায় রাখা ফরজ ও সকল মুসলমান ভাই ভাই, সকল মুসলিম ভূখণ্ড একটি শহরের ন্যায়, প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অপর মুসলমানের জান মাল ও ইজ্জত-আবরু হরণ করা হারাম এবং আমাদের আমাদের জিহাদের মূল লক্ষ্য হল দুনিয়ার বুকে পুনরায় খেলাফতে রাশেদা ফিরিয়ে আনা, যা পরিচালিত হবে মজলিসে শুরার মাধ্যমে। যেমন আল্লাহ্ তাআ'লা বলেছেন-

وأمرهم شورى بينهم

"এবং তাদের কর্ম তারা নিজেদের মধ্যে পরামর্শের মাধ্যমে সম্পাদন করে"। (সুরা শুরা: ৩৮)

আর হে জাতির কর্ণধার, উপদেষ্টা, নেতৃবর্গ ও ব্যবসায়ীরা! আসুন আমরা সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আমাদের সম্মিলিত শত্রুর মুকাবিলা করি। অপরাধীদের গুরুঠাকুরদের আইনের কাছে এবং বিশ্বাসঘাতক ও চোর-ডাকাত সরকারের কাছে এবং ফিলিস্তিন বিক্রেতা ও ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধানের নির্বাচনে আশ্রয় গ্রহণ করার দ্বারা কস্মিনকালেও আমাদের কোন ফায়দা হবে না। সুতরাং এখন আমাদের জন্য আমাদের বিপক্ষে জড়ো হওয়া সম্মিলিত শত্রুর বিরুদ্ধে এক দেহের ন্যায় সংঘবদ্ধ হয়ে জিহাদ করার কোন বিকল্প নেই। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তাআ'লা বলেন-

وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة

"আর মুশরিকদের সাথে তোমরা যুদ্ধ কর সমবেতভাবে, যেমন তারাও তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে যাচ্ছে সমবেতভাবে"। (সুরা তাওবাহ্: ৩৬)

হে মুসলিম উম্মাহ! অচিরেই (মুসলিম নামধারী) ভ্রষ্ট ভিক্ষুকেরা আপনাদের জন্য আমেরিকার সাথে শত্রুতার ইস্যু হিসেবে পূর্ব জেরুজালেমকে ধর্মনিরপেক্ষ ফিলিস্তিনের রাজধানী ঘোষনা করার ইস্যুকে দাঁড় করাবার চেষ্টা করবে। এটি তাদের ভ্রষ্টতা ও অন্যকে ভ্রষ্ট করার ফাঁদ। কেননা পূর্ব ও পশ্চিম উভয় জেরুজালেমই আমাদের এবং হাইফা, আকা, জাফফা ও সম্পূর্ণ ফিলিস্তিনই আমাদের এবং গ্রোযনী, ম্যানিলা ও আন্দালুসও আমাদের। এ সবগুলোই দখলকৃত মুসলিম ভূখণ্ড, আমরা আল্লাহর শক্তি ও সাহায্যে এগুলো কিছুতেই ছাড়বো না।

আমরা জিহাদ করি দামেস্ক প্রতিরক্ষার জন্য, যেমন প্রতিরক্ষা করে থাকি কাবুলের। এবং কাবুলকে তেমন প্রতিরক্ষা করে থাকি যেমন প্রতিরক্ষা করে থাকি গ্রোযনীর। এবং গ্রোযনীকে তেমন প্রতিরক্ষা করে থাকি যেমন করে থাকি কাশগর ও সকল মুসলিম ভূখণ্ডগুলোর, যেন সেগুলোকে আমরা ঔপনিবেশিক দখলদার ও মুরতাদ পাপাচারদের হাত থেকে মুক্ত করতে পারি।

অতএব জাতির প্রতি আমাদের অতিশয় সংক্ষিপ্ত বার্তা হচ্ছে এই যে, আপনারা কালের প্রবঞ্চক ও অজগরের মস্তক আমেরিকার বিরুদ্ধে জিহাদের জন্য উঠে দাঁড়ান, উঠে দাঁড়ান দুনিয়ার ইজ্জত ও আখেরাতের সফলতার জন এবং যাত্রা করুন এমন জান্নাতের দিকে যার সীমানা হচ্ছে আসমান ও জমিন।

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله صحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

জান্নাতি হুরয়াইন
ADMIN · 24 MAY,18

আমেরিকা মুসলমানদের প্রধান শত্রু

শাইখ আইমান আয-যাওয়াহিরী
হাফিজাহুল্লাহ

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه
আল্লাহর নামে শুরু করছি, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ তাআ'লার জন্য এবং দুরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তাঁর পরিবারবর্গ, সাহাবায়ে কেরাম ও যারা তাকে পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন তাঁদের প্রতি।

সারাবিশ্বে অবস্থানরত মুসলিম ভাইয়েরা!

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

হামদ ও সালামের পর-

ক্রুসেডারদের ধৃষ্টতাপূর্ণ আচরণ আমেরিকার আসল চেহারা ও মুসলিমদের ব্যাপারে অধিকাংশ মার্কিন জনগণের প্রকৃত মনোভাব প্রকাশ করে দিয়েছে। প্রকাশ করে দিয়েছে ঐ সমস্ত লোকদের প্রতারণাকে, যারা আমেরিকার নৈকট্য অর্জনের ও আমেরিকাকে এই সীদ্ধান্ত প্রদানের অনুশীলন করে যাচ্ছিল যে, আফগানিস্তানের মুসলমানদের সাথে আমেরিকার যুদ্ধ করার পূর্ণ অধিকার করেছে এবং সন্ত্রাসীরা (মুজাহিদীন) কোন মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে না। সাথে সাথে নির্বোধ ক্রুসেডারদের আচরণ তাদের ঐ সকল ভিক্ষা, অধঃপতন ও বশ্যতার নীতিসমূহের ব্যর্থতাকেও স্পষ্ট করে দিয়েছে, যেগুলোকে তারা রাষ্ট্রিয় আইন ও আন্তর্জাতিক আইন বলে নাম দিয়েছিল। পাশাপাশি ঐ সকল ফিলিস্তিন বিক্রেতাদের হতাশাকেও প্রকাশ করে দিয়েছে, যারা ইসরাইলের নিরাপত্তাকর্মীতে পরিণত হয়েছিল। এবং ঐ সমস্ত লোকদের কাপুরুষতাকেও জাহির করে দিয়েছে, যারা এই আতঙ্কে থাকে যে, আমেরিকা তাদেরকে সেই লিস্টিতে ফেলে দিবে, যাদের মাঝে সে সন্ত্রাস করে থাকে।

তেমনিভাবে স্পষ্ট করে দিয়েছে ইসরাইলের সাথে আত্মসমর্পণের চুক্তি মেনে চলার নীতির ও আমেরিকার সাথে সামরিক ও নিরাপত্তামূলক সহযোগীতার চুক্তি মেনে চলার নীতির বিফলতা। এবং তা আরব লীগ, ওআইসি ও জাতিসংঘের দুর্বলতাকেও প্রকাশ করে দিয়েছে। স্পষ্ট করে দিয়েছে আমেরিকার এজেন্ট ও দালাল মুসলিম শাসকদের লাঞ্ছনা ও অপদস্থতার বিস্তৃতির কথা এবং আমেরিকানরা যে তাদেরকে গণনায়ও ধরে দেখে না সে কথা।

এবং আরও স্পষ্ট করে দিয়েছে, যে তাদের সহায়তা, অর্থ ও নির্দেশনায় একবার ভরসা করবে সে যদি তাতে স্থির না থাকে তাহলে তারা তাকে ধ্বংসের অতল গহ্বরে ঠেলে দেয়। আমেরিকার রাষ্ট্রনীতি ও তার অত্যাচারী ক্রুসেডার প্রধানগণ আমাদেরকে এ কথাই পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দিয়েছে যে, তাদের এ সীমালঙ্ঘনের মুকাবিলায় মুসলমানদের কেবল একটিই পথ খোলা রয়েছে, আর তা হচ্ছে জিহাদ ও দাওয়াহর পথ।

এ পথচলাই জাতিকে শাইখ উসামা বিন লাদেন রহঃ স্বীয় কথায় ও কাজে শেখাতে চেষ্টা করেছেন । তিনি বারংবার নিশ্চিত করেছেন যে, আমেরিকাই মুসলমানদের প্রধান শত্রু। আমেরিকাই কালের প্রবঞ্চক ও অজগরের মস্তক। তিনি তাঁর ভাষণ, সাক্ষাৎকার এবং বিশ্লেষণ ও বার্তা দ্বারা পরিষ্কার জানিয়েছেন যে, বর্তমানে আমেরিকা ও মুসলমানদের মধ্যকার যে শত্রুতা বিরাজ করছে তা মূলত বস্তুবাদী পশ্চিমা ধর্মনিরপেক্ষ ক্ষিপ্ত ক্রুসেডারদের ও উম্মতে মুহাম্মাদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মধ্যকার একটি ধর্মীয় শত্রুতা। তিনি শুধুমাত্র কথাগুলো বলেই তৃপ্ত হননি; বরং বাস্তবিকপক্ষেও তিনি স্বীয় জাতির জন্য প্রায়োগিক নমুনা ও উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। তিনি স্বীয় জাতির নিকট স্পষ্ট করেছেন, যে ব্যক্তি আপন রবের প্রতি ভরসা রাখে, অতঃপর দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হয় এবং পূর্ণ প্রচেষ্টা ব্যয় করে, তার জন্য আমেরিকাকে শায়েস্তা করা অসম্ভব কিছু না ।

SK MUHIB GURABA
ADMIN · MAY,18
আইসিস ও আল কায়েদার মধ্যে মানহাজগত পার্থক্য | পর্ব-১ |

আইসিস ও আল কায়েদার মধ্যে মানহাজগত পার্থক্য | পর্ব-১ |

প্রথম অভিযোগঃ শিআদের কাফির ঘোষনা এবং তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা

[আবু বাকর বাগদাদির নেতৃত্বাধীন "আইসিস"/"আইএস" নামক দলটির পক্ষ থেকে তানযীম ক্বা'ইদাতুল জিহাদের প্রতি উত্থাপিত অসংখ্যা অভিযোগসমূহের মধ্যে অন্যতম হল – তানযীম ক্বা'ইদাতুল জিহাদের প্রতি সালাফি জিহাদের প্রকৃত মানহাজ থেকে বিচ্যুত হয়েছে। ২০১৪ এর এপ্রিলে তাদের কথিত খিলাফাহ ঘোষণার প্রায় দু মাস আগে, আল-ফুরক্বান মিডিয়া থেকে প্রকাশিত জামাতুল বাগদাদির মুখপাত্র আবু মুহাম্মাদ আল আদনানীর "এটা আমাদের মানহাজ নয় আর কখনো হবেও না" শীর্ষক বক্তব্যে সর্বপ্রথম তারা অফিশিয়ালি দাবি করে বর্তমান আল-ক্বা'ইদার নেতৃবৃন্দ সালাফি জিহাদ ও শায়খ উসামার মানহাজ থেকে পথভ্রষ্ট হয়েছে। এ দাবির স্বপক্ষে কিছু অভিযোগ এ বক্তব্যে পেশ করা হয়। পরবর্তীতে তাদের সাথেই সংশ্লিষ্ট সকলেই নানাভাবে এ সকল অভিযোগের পুনরাবৃত্তি করতে থাকে।

এ প্রবন্ধগুলোতে আমরা দালীলিক আলোচনার মাধ্যমে অনুসন্ধানের চেষ্টা করবো সালাফি জিহাদের প্রকৃত মানহাজ কোনটি এবং কারা সে মানহাজের অনুসরণ করছে আর কারাই বা বিচ্যুত হয়েছে। তবে একটি বিষয় নিশ্চিত আল-আদনানী মহাসত্য উচ্চারন করেছে , যখন সে বলেছে ""এটা আমাদের মানহাজ নয় আর কখনো হবেও না"। সত্যই আল-ক্বাইদার মানহাজ এবং জামাতুল বাগদাদির মানহাজ এক নয়, আর না কখনো হবে।]

=======================================

প্রথম অভিযোগঃ শি'আদের কাফির ঘোষণা এবং তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা

"উসামার আল-ক্বায়িদা থেকে আইমানের আল-ক্বায়িদা পথভ্রষ্ট হয়ে গিয়েছে" এর পক্ষে আদনানির অনেকগুলোর অভিযোগের মধ্যে একটি হচ্ছে— রাফিদাদের ব্যাপারে আল-ক্বা'ইদা তাদের দৃষ্টিভঙ্গি এখন পালটে ফেলেছে! তো এই ব্যাপারে আদনানি "এটা না আমাদের মানহাজ আর না কখনো হবে" শিরোনামে একটি বার্তাতে বলেন যে, বর্তমান আল-ক্বা'ইয়দা পথভ্রষ্ট হয়ে গিয়েছে। তারা বলেন যে, "আর তারা (আল-ক্বা'ইদা) এখন বলছে নাপাক রাফিদা মুশরিকিনদের ব্যাপারে মতপার্থক্য আছে[1], এবং এটি (সম্মিলত ভাবে রাফিদাদের বিষয়টি) হল দাওয়াতী ময়দানের কাজ

অথচ আল-ক্বা'ইদার সাথে জামা'আতুল জিহাদের[2] সংযুক্তির আগেও ড. আইমান আয্-যাওয়াহিরীর অবস্থান এটিই ছিল। শি'আদের ব্যাপারে তিনি বলেছিলেন, "সাধারণ মুর্খ শি'আদের ব্যাপারে অবস্থান হল, তারা তাদের অজ্ঞতার কারণে ওজর পাবে।"[3] এবং আজ পর্যন্ত ডঃ যাওয়াহিরি তার এ অবস্থান পরিবর্তন করেন নি, এবং এমন কিছুই বলেন নি, যা তার পূর্বের এ বক্তব্যের সাথে সাংঘর্ষিক। এমনকি দুটি জামা'আ একীভূত হবার সময়েও শাইখ উসামাও কিন্তু শর্ত হিসেবে ডঃ যাওয়াহিরিকে বলেননি তাঁর এ বক্তব্য প্রত্যাহার করতে বা এ অবস্থান থেকে সরে আসতে।[4] যদি এটি স্পষ্ট গোমরাহিই হয়ে থাকে, তাহলে কিভাবে এরকম গোমরাহিপূর্ণ বক্তব্য ডঃ আইমান আয্*-যাওয়াহিরী দেয়ার পরও জামা'আহ দুটি একীভূত হল? আর কেনই বা শায়খ উসামা, এরকম "গোমরাহ" ব্যক্তি আইমান আয্-যাওয়াহিরীকে নিজের ঘনিষ্ঠ সহকর্মী ও আল-ক্বা'ইদার শূরা সদস্য হিসেবে গ্রহন করলেন?

আর ড. আইমান আয্-যাওয়াহিরীর এ বক্তব্যের ব্যাপারে এত অবাক হবারই বা কি আছে, যেখানে উসামা আল-ক্বা'ইদার আমীর থাকাকালীন অবস্থাতেই ডঃ যাওয়াহিরী তার প্রথম সম্মুখ সাক্ষাৎকারে একই কথা বলেছিলেন: "শি'আদের সাধারণ জনগণের ব্যাপারে আমার অবস্থান হচ্ছে, আহলুস সুন্নাতের আলিমদের অবস্থান, এবং সেটা হল যে— তারা তাদের অজ্ঞতার জন্য (তাকফির থেকে) ওজর পাবে (উযর বিল জাহল)... এবং যেসব সাধারণ শিআ' মুসলিমদের বিরুদ্ধে কোন যুলুমে অংশগ্রহণ করে নি, তাদের প্রতি আমাদের পথ হল দাওয়াহ এবং সত্য উপস্থাপন করার পথ।"[5]

২০০৫ এ আবু মুস'আব আল-যারক্বাউয়ীকে লেখা চিঠিতেও ডঃ যাওয়াহিরী বলেছিলেন – "কেন সাধারণ শি'আদের হত্যা করা হচ্ছে, যখন তাদের ব্যাপারে অজ্ঞতার অজুহাত (উযর বিল-জাহল) রয়েছে?"[6]

এ বক্তব্যের ব্যাপারে খুরাসানের নেতৃত্বও একমত ছিলেন। শায়খ আতিয়াতুল্লাহ আল-লিবী[7], আল-যারক্বাউয়ীর কাছে লেখা চিঠিতে ড. আইমান আয্-যাওয়াহিরীর চিঠির উল্লেখ করে বলেন, "তারা (খুরাসানের নেতৃবৃন্দ) কিছু বিষয় এবং নির্দেশনাবলীর ব্যাপারে একমত হয়েছেন, যার সারসংক্ষেপ আপনি ডঃ সাহেবের চিঠিতে পাবেন, এবং এটাই আমাদের ভাইদের, বিশেষ করে শায়খদের, এবং উলামা–উমারা যারা এখানে আছেন তাদের সকলের দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিনিধিত্ব করে।"[8]

এত কিছুর পরও আল-যারক্বাউয়ী বলেন নি যে তারা (আল-ক্বা'ইদা) পথভ্রষ্ট!

এবং আতিয়াতুল্লাহ, যিনি উসামার আল-ক্বা'ইদারই সদস্য ছিলেন, বলেছিলেন, "বরং সঠিক অবস্থান হল, তারা (রাফিদা) বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্তিযোগ্য, এবং রাফিদা শি'আদের সাথে সংযুক্ত সকলেই যে নিশ্চিত ভাবে কাফির, এমন না। বরং আমরা তাদের প্রত্যেককে তাদের বিশ্বাস এবং কাজের ভিত্তিতে উপযুক্ত শ্রেণীতে বিভক্ত করবো।"[9]

আরো বিস্ময়কর ব্যাপার হল শুধু উসামা আর আইমানের আল-ক্বা'ইদাই না, বরং খোদ আইসিসের সবচেয়ে বড় তাত্ত্বিকরাও একই অবস্থানের কথাই ইতিপূর্বে বলেছে। তুর্কি বিন'আলী (তাদের প্রধান শার'ঈ) ইন্টারনেটে প্রচারিত অডিও রেকর্ডিং এ বলেছে:

"শি'আদের ব্যাপারে আলিমগণের মধ্যে মতপার্থক্য আছে... এবং ব্যক্তিগত ভাবেও প্রত্যেক শি'আ কি কুফরের উপর আছে, নাকি তাদের কুফর হল দলগত ভাবে কোন দলের কুফরের উপর থাকার অনুরূপ, সেটার ব্যাপারেও মতপার্থক্য রয়েছে... আমরা এ ব্যাপারে আমাদের অবস্থান এভাবেই উপস্থাপন করি যে, যখন সালাফগণ ইমামিয়্যাহ শি'আদের তাকফির করেছিলেন, তখনও তারা কি শুধুমাত্র দলগতভাবে কাফির নাকি তারা প্রত্যেকে ব্যক্তিগতভাবে কাফির, এ ব্যাপারে সালাফগণের মধ্যে মতপার্থক্য ছিল। সংক্ষিপ্তভাবে এ ব্যাপারে আমাদের বক্তব্য হল, তাদের মধ্যে যারা দ্বীন থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে এবং মুসলিমদের উপর শক্তি প্রয়োগ করেছে, তাদের প্রত্যেকের উপর ব্যক্তিগতভাবে তাকফির করা হবে, যেমন রাফিদা সরকার এবং রাফিদা মিলিশিয়াদের উপর। এবং যারা তাদের মতো না, তাদের প্রত্যেকের অবস্থা আলাদা ভাবে বিচার করতে হবে। দেখতে হবে তারা কি সুস্পষ্টভাবে ঈমান নষ্টকারী কোন কাজ করেছে কি না। এবং সে অনুযায়ী সে ব্যক্তির ব্যাপারে হুকুম হবে। যদি সে (সুস্পষ্ট ভাবে ঈমান নষ্টকারী কোন আমল) করে থাকে তবে তার উপর তাকফির করা হবে। অন্যথায় করা হবে না। এবং আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।"

আরো অবাক করা ব্যাপার হচ্ছে যে, বেশিরভাগের মুজাহিদিনের মতও এটিই। আবু মুস'আব আস-সুরী বলেন, "জা'ফরী শিয়া –'আল-ইমামিয়্যাহ', হল ইরানে সংখ্যাগরিষ্ঠ, এবং লেবানন, পাকিস্তান, আফগানিস্তান এবং মধ্যপ্রাচ্যে সংখ্যালঘু... এবং অধিকাংশ জিহাদি (জাআ'আহ) এদেরকে গোমরাহ বিদ'আতী বলে মনে করে। যদিও কিছু জিহাদি শি'আদের ঢালাওভাবে কাফির ঘোষণা করেছে। তবে বেশিরভাগ জিহাদিরা শি'আদের মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত আহলুল ক্বিবলা (যারা ক্বা'বার দিকে মুখ করে সালাত আদায় করে) বলে গণ্য করে যারা গোমরাহ হয়েছে এবং বিদ'আতী।"[10]

বরং এমনকি শায়খ আবু মুহাম্মাদ আল-মাকদিসীও এই মতই গ্রহণ করেছেন। তিনি বলেছেন, "এই ব্যাপারে আমার মত হল, আমি মূলত এই ব্যাপারে শাইখুল ইসলাম ইব্*ন তাইমিয়্যাহর মতের অনুসরণ করি যে, শি'আদের সাধারণ জনগণের উপর তাকফির করা হবে না... শিয়াদের জনসাধারণদের মধ্যেও এমনও লোক আছে যারা কিনা সালাত অথবা সিয়াম বাদে আর কিছুর ব্যাপারেই ধারণা রাখে না, এবং আক্বীদার ক্ষেত্রেও বিস্তারিত কোন জ্ঞানই তাদের নেই। যেমন, কুরআন বিকৃত হয়ে গিয়েছে এবং আরো শি'আদের এধরনের যেসব ঈমান ভঙ্গকারী আক্বীদাসমূহ রয়েছে, যেগুলোর উপর ভিত্তি করে আহলুস সুন্নাহ রাফিদা শি'আদের উপর তাকফির করে, এরকম অনেক কিছুর ব্যাপারে সাধারণ শি'আদের অনেকেরই কোন ধারণাই নেই।"[11]

কেন আল-কায়েদায় যোগ দিবেন

যেহেতু ইহুদী-খ্রিস্টানসহ কাফের ও মুরতাদ গোষ্ঠী সবাই ক্রুসেডের সাহায্যকারী আমেরিকার পশ্চাতে অবস্থান নিল - যদিও তারা নিজেদের ব্যাপারে ভাবছে যে তারা ঐক্যবদ্ধ, অথচ তাদের অন্তরসমুহ হচ্ছে বিচ্ছিন্ন।

সুতরাং আমরা প্রত্যেক মুজাহিদকে জিহাদের পতাকাতলে চলে আসতে উৎসাহিত করছি, যা উত্তোলন করেছে তানজিম আল কায়েদা।

এবং যারা তাঁদের উম্মাহর ইজ্জত ও সম্মান রক্ষায় দ্বীনের ও আত্মসম্মানবোধের জিম্মাদারি আদায়ে সত্যবাদিতার প্রমাণ দিয়েছেন। সুতরাং তাঁরা অনন্য পুরুষ হয়ে তাঁদের আকিদা ও শরীয়তের পথে অগ্রসর হয়েছে।

এবং বন্দি ও নিহতদের মাঝে রয়েছে তাঁদের অনেক মহান মহান নেতা। তাঁদের আত্মত্যাগ ও কুরবানির কাফেলা একের পর এক চলছে। আল্লাহ তাআলার কাছে দুয়া করি আল্লাহ যেন তাঁদের কবুল করে নেন।

শায়খ আবুল লাইস আল লিব্বি রহঃ

COURTESY FAHIMA JAHAN

SK MUHIB GURABA
ADMIN · MAY,18

আইসিস ও আল কায়েদার মধ্যে মানহাজগত পার্থক্য | পর্ব-১ |
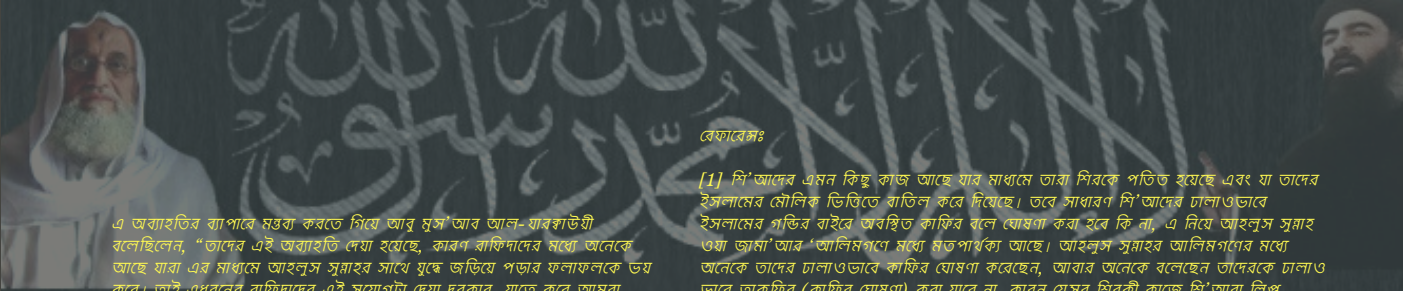
এবং শায়খ আল-মাকদিসীর এ বক্তব্য সত্ত্বেও, এবক্তব্যের প্রত্যুত্তর দেয়ার সময় শায়খ আল-যারক্বাউয়ী তাকে বলেন নি যে, “আপনি পথভ্রষ্ট হয়ে গিয়েছেন। কারণ, শি’আদের সাধারণ জনগনকে আপনি কাফির ঘোষণা করেন না।” বরং তিনি তাকে বলেছেন, “হে মহান শায়খ! আপনি জেনে রাখুন, আমি নিজের ব্যাপারে সন্দেহপোষণ করতে পারি, কিন্তু দ্বীনের ব্যাপারে আপনার প্রতি সন্দেহকারীদের মধ্য হতে আমি নই… শেষ করার আগে আমি বলতে চাই, শায়খ মাকদিসী (আল্লাহ তাকে হিফাযাত করুক) হচ্ছেন তাদের অন্তর্ভুক্ত, যাদের মর্যাদা এবং প্রচেষ্টার প্রতি সবার খেয়াল রাখা উচিৎ। এবং তিনি তাদের অন্তর্ভুক্ত, যাদের ব্যাপারে শুধুমাত্র সু ধারনাই রাখা যায়। এবং যারা অজুহাত পাবার এবং ভুলের ক্ষেত্রে ক্ষমা পাবার সর্বাধিক যোগ্য। এবং আমি মনে করি না যে, বর্তমানে এমন কোন মুওয়াহহিদ (তাওহিদের অনুসরণকারী) আছে, যে কিনা শায়খের দ্বারা উপকৃত হয় নি, যে শায়খের কাছে কৃতজ্ঞ না। সুতরাং যদি কোন ব্যাপারে তার ভুল হয়ে থাকে তবে তার অর্থ এই না যে, তার অবস্থান এবং জ্ঞানকে অপমান করতে হবে, এবং তার অতীত অবদান এবং ত্যাগকে ভুলে যেতে হবে।”[12]

এবং শি’আদের ব্যাপারে শায়খ আল মাকদিসী এরকম অবস্থান গ্রহন করা সত্ত্বেও আইসিস চেষ্টা করেছিল শায়খকে নিজেদের দলে টানার, এবং তখন তারা বলে নি শায়খ পথভ্রষ্ট হয়ে গেছেন। তুর্কি বিন’আলি তার প্রাক্তন শিক্ষক শায়খ আবু মুহাম্মাদ আল-মাকদিসীকে উদ্দেশ্য করে বলেছিল – “বস্তুত আমীরুল মু’মিনীন আবু বকর আল-বাগদাদী, আল্লাহ তাকে হিফাযাত করুক, আপনাকে জানিয়েছিলেন যে, তিনি আপনাকে তার কাছে নিয়ে আসতে পারেন, কিন্তু আপনি সেটাতে সক্ষম হন নি, যদিও সে সময় আপনি একাধিকবার গাযা ও খুরাসানে যাওয়ার চেষ্টা চালিয়েছিলেন।”[13]

অবাক করা বিষয় হচ্ছে যে, যাদের মানহাজই ভুল (আইসিসের দাবি অনুযায়ী), একদিকে আইসিস তাদেরকে নিজেদের দলে আনার চেষ্টা করছে, কিন্তু (অপরদিকে) সিরিয়ার কোন দলে যদি কোন ধূমপায়ী থাকে তখন সেটার কারনে তারা সে দলের সমালোচনায় উঠে পড়ে লাগছে!

আর ঢালাওভাবে সব রাফিদাকে হামলার নিশানা না বানানো যদি গোমরাহি হয়, তাহলে আবু মুস’আব আল-যারক্বাউয়ী গোমরাহদের অন্তর্ভুক্ত। কারন তিনি রাফিদার কিছু অংশকে হামলার লক্ষ্য বানানো থেকে বিরত থেকেছিলেন। এ ব্যাপারে ১৫ই শাবান, ১৪২৬ হিজরি, সোমবার (১৯/০৯/২০০৫) তানযীম আল-ক্বা’ইদাহ্* ফী বিলাদ আর-রাফিদাইনের পক্ষ থেকে একটি বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছিল, যার শিরোনাম ছিল (দুই নদের দেশের আল-ক্বা’ইদার পক্ষ থেকে সংগঠনে অবস্থানের ব্যাপারে শায়খ আবু মুস’আবের বক্তব্যের প্রেক্ষিতে কিছু সংশয়ের নিরসন -“CLARIFICATION FROM AL QAIDA IN THE LAND OF THE TWO RIVERS REGARDING THE STANCE OF THE ORGANIZATION AFTER THE STATEMENT OF THE SHEIKH ABU MUS’AB”]। এ বক্তব্যে বলা হয়েছিল, “সংগঠনের কাছে এই ব্যাপারটি স্পষ্ট যে (রাফিদাদের অন্তর্ভুক্ত) কিছু গোষ্ঠি আছে, যারা সুন্নীদের গণহত্যায় অংশগ্রহণ করে নি, এবং আরো কিছু আছে যারা দখলদার বাহিনীকে কোন সহায়তা দেয় নি, এবং তাদের দখলদারদের অপরাধের বিরোধিতা করেছে। যেমন সাদরী, খালিসী, হাসানী এবং আরো অন্যান্যরা। তাই সংগঠন সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, এ দলগুলোর নেতা এবং সাধারণদের উপর সংগঠন কোনপ্রকার হামলা চালাবে না, যতক্ষণ এ দলগুলো (সুন্নীদের উপর) আক্রমণের কোন পদক্ষেপ নেয়া থেকে বিরত থাকবে।”

এ অব্যাহতির ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে আবু মুস’আব আল-যারক্বাউয়ী বলেছিলেন, “তাদের এই অব্যাহতি দেয়া হয়েছে, কারণ রাফিদাদের মধ্যে অনেকে আছে যারা এর মাধ্যমে আহলুস সুন্নাহর সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার ফলাফলকে ভয় করে। তাই এধরনের রাফিদাদের এই সুযোগটা দেয়া দরকার, যাতে করে আমরা তাদের বলতে পারি, “তোমরা যদি নিরাপত্তা চাও তবে আমাদের পথ হতে সরে দাড়াও, এবং আমরিকাকে সাহায্য করা বন্ধ কর, এবং আমাদের ও ক্রুসেডারদের যুদ্ধে কোন বাধা সৃষ্টি করো না।”[14]

এ অব্যাহতির ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে আবু মুস’আব আল-যারক্বাউয়ী বলেছিলেন, “তাদের এই অব্যাহতি দেয়া হয়েছে, কারণ রাফিদাদের মধ্যে অনেকে আছে যারা এর মাধ্যমে আহলুস সুন্নাহর সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার ফলাফলকে ভয় করে। তাই এধরনের রাফিদাদের এই সুযোগটা দেয়া দরকার, যাতে করে আমরা তাদের বলতে পারি, “তোমরা যদি নিরাপত্তা চাও তবে আমাদের পথ হতে সরে দাড়াও, এবং আমরিকাকে সাহায্য করা বন্ধ কর, এবং আমাদের ও ক্রুসেডারদের যুদ্ধে কোন বাধা সৃষ্টি করো না।”[14]

শায়খ আইমান আয্-যাওয়াহিরী (উসামার আল-ক্বা’ইদার সময়ে) সায়্যিদ ইমামের যুক্তিখন্ডন এবং শায়খ আবু মুস’আব আল-যারক্বাউয়ীর কথার অর্থকে স্পষ্ট করতে বলেন, “অতঃপর বইটিতে শি’আ এবং শি’আদের হত্যার ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে। আমি একটি ব্যাপার স্পষ্ট করতে চাই, তা হল যে তেল’আফারের ঘটনার পর, যেখানে শি’আ মিলিশিয়ারা মুসলিমদের সম্মানের উপর চরম যুলুম চালিয়েছিল, আমাদের শহীদ ভাই আবু মুস’আব আয-যারক্বাউয়ী, আল্লাহ তার উপর রহম করুক, একটি বার্তা প্রকাশ করেন, যেখানে তিনি ইরাকে সকল শি’আদের বিরুদ্ধে সর্বাত্বক যুদ্ধের ঘোষণা দেন। এ বার্তার ব্যাপারে মিডিয়ার খুব আগ্রহ ছিল। এর দুইদিন পর তানযীম আল-ক্বা’ইদা ফী বিলাদ আর-রাফিদাঈন একটি বার্তা প্রকাশ করে, যেটাতে তেল আফারের ভয়ঙ্কর ঘটনার প্রেক্ষিতে যে বার্তা প্রকাশ করা হয়েছিল সেটির অস্পষ্ট অংশগুলো স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হয়। এবং সেখানে স্পষ্ট করা হয় যে আল-ক্বায়িদা ফী বিলাদ আর-রাফিদাঈন শি’আদের জনসাধারণদের হামলার লক্ষ্যবস্তু বানাবে না, বরং বদর ব্রিগেডের মতো ভাড়াটে মিলিশিয়া গুলোর উপর হামলা চালাবে। তবে মিডিয়া এ বার্তাটি এড়িয়ে যায়।[15]

অন্যদিকে যদি দাওয়াহ না বরং শি’আদের সাথে সর্বাত্বকভাবে যুদ্ধ করাই একমাত্র সঠিক অবস্থান হয়, তাহলে দাউলাতুল ইসলামিয়্যাহ ফিল ইরাকের আমির, আবু উমার আল বাগদাদিও গোমরাহ। কারণ, তিনি রাফিদাদের প্রতি বলেছিলেন, “ তাওবার দরজা এখনো তোমাদের জন্য খোলা, এবং এরকম ভেব না যে, আমরা তামকীন পেলে/কতৃত্ব অর্জন করলে তোমাদের সকলকে হত্যা করে ফেলবো বা তোমাদের সমূলে ধ্বংস করে ফেলবো; কারণ শরীয়াহ নিয়মের অনুসরণ ছাড়া বাছবিচারহীন হত্যা আল্লাহর দ্বীনে হারাম করা হয়েছে। তোমাদের সাথে আমরা সেভাবেই বোঝাপড়া করবো, যেভাবে শরীয়াহ আমাদের ও তোমাদের মতো যারা আছে তাদের প্রতি আচরণের নির্দেশ দেয়, আর তা হল সত্যের আহবান, সঠিক পথের দিকনির্দেশনা দান, সন্দেহ দূরীকরণ এবং এসকল ক্ষেত্রে কোমলতার পন্থা অবলম্বন। আর যে তা প্রত্যাখান করবে, সে জেনে রাখুক, বিচার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আল্লাহর জন্যই।“[16]

তাহলে এসবগুলো বিবৃতির দ্বারা বোঝা যায় যে,

– উসামার আল-ক্বা’ইদাও গোমরাহ বা পথভ্রষ্ট ছিল। কারণ, উসামার সময়েও বার বার শি’আদের ব্যাপারে ওই একই অবস্থানের কথা বলা হয়েছে, যা আইমানের আল-ক্বা’ইদার সময় বলা হচ্ছে।

– অধিকাংশ জিহাদী জামা’আই বিভ্রান্ত

– আবু উমার আল-বাগদাদিও একইরকমভাবে গোমরাহ ছিল

– আবু বাকর আল বাগদাদির রাষ্ট্র এ ধরণের বিভ্রান্ত লোকদের নিজেদের সাথে ভেড়াতে চাচ্ছে, কিন্তু (অপরদিকে) অন্য দলগুলো একই কাজ করলে তারা সেটা মানতে রাজি না!

– শাইখ আল-যারক্বাউয়ীর কাছে গোমরাহির সংজ্ঞা আর যারা দাবী করে যে তারা তার পথে আছে, তাদের মধ্যকার “বিভ্রান্তির” সংজ্ঞা এবং মানদন্ড একই না!

রেফারেন্সঃ

[1] শি’আদের এমন কিছু কাজ আছে যার মাধ্যমে তারা শিরকে পতিত হয়েছে এবং যা তাদের ইসলামের মৌলিক ভিত্তিতে বাতিল করে দিয়েছে। তবে সাধারণ শি’আদের ঢালাওভাবে ইসলামের গন্ডির বাইরে অবস্থিত কাফির বলে ঘোষণা করা হবে কি না, এ নিয়ে আহলুস সুন্নাহ ওয়া জামা’আর ‘আলিমগণে মধ্যে মতপার্থক্য আছে। আহলুস সুন্নাহর আলিমগণের মধ্যে অনেকে তাদের ঢালাওভাবে কাফির ঘোষণা করেছেন, আবার অনেকে বলেছেন তাদেরকে ঢালাও ভাবে তাকফির (কাফির ঘোষণা) করা যাবে না, কারন যেসব শিরকী কাজে শি’আরা লিপ্ত সেগুলো শিরক হবার ব্যাপারে তারা অজ্ঞ। এ কারনে যতোক্ষন এ কাজগুলো শিরক ও কুফর হবার ব্যাপারটি তাদের কাছে পরিষ্কার করা হবে না, ততোক্ষণ তাদের অজ্ঞতার কারনে তাদেরকে কাফির বলা যাবে না। এখানে আদনানি’ শায়খ আইমান আয্-যাওয়াহিরীর বিরোধিতা করছে, কারন শায়খ আইমান আয্-যাওয়াহিরী ঢালাওভাবে সকল শি’আর উপর তাকফির করছেন না। আদনানির দাবি হল, শি’আদের ব্যাপারে শুধুমাত্র একটি অবস্থান আছে আর তা হল শি’আরা কাফির। এবং এটাই স্পষ্টভাবে বলতে হবে। এবং আদনানির মতে তাদের সাথে শুধু এক ধরনের আচরণই করা বৈধ, আর তা হল লড়াই করা এবং তাদের দাওয়াহ দেয়া যাবে না। আদনানির বক্তব্য হল, এটি এমন একটি বিষয় যাতে উসামার সময় আল-ক্বা’ইদার যে অবস্থান ছিল তা থেকে আজকের আল-ক্বা’ইদা বিচ্যুত হয়েছে।

[2] الجهاد الإسلامي المصري বা الجهاد الإسلامي। ডঃ আইমান আয্-যাওয়াহিরীর নেতৃত্বাধীন মিশরীয় জিহাদি সংগঠন, যা আল-ক্বা’ইদার সাথে একীভূত হয়।

[3] আল আনসার ম্যাগাযিন, সংখ্যা ৯১, পৃষ্ঠা ১৮, তারিখঃ বৃহস্পতিবার, ৬ এপ্রিল

[4] অর্থাৎ যখন শায়খ উসামার নেতৃত্বাধীন সংগঠন আল-ক্বা’ইদা ও শায়খ আইমানের নেতৃত্বাধীন সংগঠন “আল-জিহাদ” ১৯৯৮ সালে একত্রিত হল, এবং এ একীভূত সংগঠনের নাম দেওয়া হল “তানযীম ক্বা’ইদাতুল জিহাদ”। [দেখুন সেপ্টেম্বর ২০০৬ এ “আস-সাহাব” মিডিয়া কর্তৃক প্রকাশিত “ম্যানহাটন রেইড” শীর্ষক ভিডিওর প্রথম পর্ব]

[5] “শায়খ আইমান আয্-যাওয়াহিরীর সকল প্রবন্ধ, রিসালাহ, চিঠি ও বক্তব্যের সংকলন”, পৃষ্ঠা ৪৭১ “

[6] ডঃ আইমান আয্-যাওয়াহিরীর পক্ষ থেকে আবু মুস’আব আল-যারক্বাউয়ীর প্রতি চিঠি, পৃষ্ঠা ১৩

[7] শায়খ আতিয়াতুল্লাহ আল লিবি ছিলেন আফগানিস্তানে আল-ক্বা’ইদার সকল কর্মকান্ডের দায়িত্বশীল। দেখুন শায়খ আতিয়াতুল্লাহ আল-লিবীর সকল বক্তব্য, বিবৃতি ও লেখার সংকলন, পৃষ্ঠা ৫০

[8] আতিয়াতুল্লাহ আল-লিবীর পক্ষ থেকে আবু মুস’আব আল-যারক্বাউয়ীর প্রতি চিঠি, পৃষ্ঠা ৮

[9] আজউয়িবাসুল হিসবাহ (আল-হিসবাহ ফোরামে প্রশ্নসমূহের উত্তর), পৃষ্ঠা ৩০১

[10] দাওয়াতুল মুক্বাওয়ামা আল ইসলামিয়্যাহ আল ‘আলামিয়্যা, পৃষ্ঠা ৭৯২

[11] শায়খ আবু মুহাম্মাদ আল-মাক্বদিসি- আল জাযিরার সাথে সাক্ষাৎকার ২০০৫, পৃষ্ঠা ১২/১৩

[12] শায়খ আবু মুস’আব আল যারক্বাউয়ীর সকল বক্তব্য ও বিবৃতির সংকলন, পৃষ্ঠা ৩৩১

[13] “আমার প্রাক্তন শায়খ, এ হল আমার ও আপনার মাঝে সম্পর্কচ্ছেদ”, পৃষ্ঠা ৮

[14] আবু মুস’আব আল-যারক্বাউয়ীর সাথে আবুল ইয়ামান আল-বাগদাদির কথোপকথন, পৃষ্ঠা ১৮

[15] তাবরিয়াত উম্মাতিল ক্বালাম ওয়া সাইফ মিন মানক্বাশাহ তুহমাত আল খাওর ওয়াদদ’আফ, শায়খ আইমান আয্-যাওয়াহিরী, পৃষ্ঠা ১৬৪। ইংরেজীতে Exoneration, পৃষ্ঠা ২১৭

[16] দাউলাতুল ইসলামিয়্যাহ ফিল ইরাকের নেতৃবৃন্দের সকল বক্তব্যের পূর্ণাঙ্গ সংকলন, পৃষ্ঠা ৩০

♣♣বিপদাআপদ! তাতো পরীক্ষা

♦♦আপনি যদি মনে করেন যে, জিহাদের পথে পা বাড়ালেই আমাকে জেল-যুলুমের স্বীকার হতে হবে, আমাকে রিমান্ডে নেওয়া হবে, আমার মৃত্যু হতে পারে বা আমাকে পঙ্গু করে ফেলা হতে পারে; হ্যা এগুলো হতে পারে এটা ঠিক। এই মুসিবতগুলো মেনে নেওয়ার মত মানসিকতা নিয়েই আপনাকে জিহাদের ময়দানে আসতে হবে। এই মুসিবতগুলোর মাধ্যমে আপনাকে আল্লাহ তা'আলা পরীক্ষা করবেন। আর এই পরীক্ষা শুধু আপনাকে আমাকে করা হবে এমনটি নয়, যুগে যুগে সকল নাবী-রসূল ও সালফে সলেহীনদেরকেও পরীক্ষা করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ

وَلَنَبلُوَنَّكُم بِشَيءٍ مِنَ الخَوفِ وَالجوعِ وَنَقصٍ مِنَ الأَموٰلِ وَالأَنفُسِ وَالثَّمَرٰتِ ۗ وَبَشِّرِ الصّٰبِرينَ★

অর্থঃ আমি অবশ্যই তোমাদের পরীক্ষা করবো, ভয়-ভীতি, ক্ষুধা-অনাহার, তোমাদের জান-মাল ও ফসলাদির ক্ষতি সাধন করে। তুমি ধৈর্যশীলদের সুসংবাদ দান কর।
(সূরা বাকারাহ ২ :ঃ ১৫৫)

أَحَسِبَ النّاسُ أَن يُترَكوا أَن يَقولوا ءامَنّا وَهُم لا يُفتَنونَ ★

অর্থ: মানুষ কি মনে করে যে, আমরা ঈমান এনেছি এটুকু বলার কারণেই তাদের ছেড়ে দেওয়া হবে, তাদের পরীক্ষা করা হবে না। (সূরা আনকাবুত ২৯ :ঃ ২)

أَم حَسِبتُم أَن تَدخُلُوا الجَنَّةَ وَلَمّا يَأتِكُم مَثَلُ الَّذينَ خَلَوا مِن قَبلِكُم ۖ مَسَّتهُمُ البَأساءُ وَالضَّرّاءُ★
وَزُلزِلوا حَتّىٰ يَقولَ الرَّسولُ وَالَّذينَ ءامَنوا مَعَهُ مَتىٰ نَصرُ اللَّهِ ۗ أَلا إِنَّ نَصرَ اللَّهِ قَريبٌ

**অর্থঃ তোমরা কি মনে করে নিয়েছো যে, তোমরা জান্নাতে চলে যাবে? পূর্ববর্তী নবীদের অনুসারীদের মতো কিছুই তোমাদের ওপর এখনো নাযিল হয়নি, তাদের ওপর (বহু । ধরণের) বিপর্যয় ও সংকট এসেছে, কঠোর নির্যাতনে তারা নির্যাতিত হয়েছে, নিপীড়নে তারা শিহরিত হয়ে ওঠেছে এমন কি স্বয়ং আল্লাহর নবী ও তার সঙ্গী সাথীরা (অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে এক পর্যায়ে) এই বলে (আর্তনাদ করে) উঠেছে, কখন আসবে আল্লাহর সাহায্য? সতর্ক হও, নিশ্চয় আল্লাহর সাহায্য নিকটবর্তী। (সূরা বাকারাহ ২ :ঃ ২১৪)

♦♦উপরোক্ত আয়াতগুলো থেকে বোঝা যাচ্ছে, পরীক্ষা অবশ্যই হবে। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ যার কল্যাণ চান , যাকে ভালবাসেন তাকে বিপদে ফেলেন, পরীক্ষায় ফেলেন এবং অতি দ্রুত পরীক্ষায় ফেলেন। আর এ পরীক্ষার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা বান্দার গুনাহ ক্ষমা করে থাকেন। অবশেষে বান্দাহ তার রবের সাথে এমনভাবে মিলিত হবে যে, তার কোন গুনাহই অবশিষ্ট থাকবে না।

FAHIMA JAHAN
ADMIN
MAY,18

রসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :ঃ
♠হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,
আল্লাহ যখন তার কোন বান্দার ব্যাপারে কল্যাণ ইচ্ছা পোষণ করেন।
তখন দুনিয়ায় তার প্রতি খুব শীর্ঘ বালা-মুসিবতে নাযিল করেন। অন্যদিকে তিনি যখন স্বীয় বান্দার জন্যে অকল্যাণের ইচ্ছা পোষণ করেন, তখন তাকে গুনাহর মধ্যে ছেড়ে দেন। শেষ পর্যন্ত কিয়ামতের দিন তাকে পাকড়াও করবেন।

♦♦রসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি
ওয়া সাল্লাম আরও বলেন :ঃ (কোন কাজে) কষ্ট ক্লেশ বেশী হলে সওয়াবও বেশী হয়। আল্লাহ যখন কোন জাতিতে ভালবাসেন, তখন তাকে কঠিন বিপদে নিক্ষেপ করেন। যে ব্যক্তি এ বিপদ থেকে সন্তুষ্ট চিত্তে উত্তীর্ণ হবে, সে অবশ্যই আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি এতে অসন্তুষ্ট হবে, তার জন্য থাকবে আল্লাহর অসন্তুষ্টি ।
(তিরমিযী, ইমাম তিরমিযী বলেছেন :ঃ এটি হাসান হাদীস, রিয়াদুস সালেহীন, ধৈর্যশীলতা (সবর) অনুচ্ছেদ।)

অপর এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ
সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :ঃ

♦♦হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ যে ব্যক্তির কল্যাণ চান, তাকে বিপদে (পরীক্ষায়) ফেলেন।
* সহীহ বুখারী, রিয়াদুস সালেহীন , ধৈর্যশীলতা (সবর) অনুচ্ছেদ।

রসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন :ঃ

♦♦অর্থঃ হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ঈমানদার নর-নারীর জান-মাল ও সন্তানাদির ওপর বিপদাপদ আসতেই থাকে। শেষ পর্যন্ত সে আল্লাহর সমীপে উপস্থিত হয় এমন অবস্থায় যে, তার আর কোন গুনাহই থাকে না।
(# তিরমিযী, ঈমাম তিরমিযী হাদীসটি বর্ণনা প্রসঙ্গে একে হাসান ও সহীহ রূপে অভিহি করেছেন, রিয়াদুস। সালেহীন, ধৈর্যশীলতা (সবর) অনুচ্ছেদ , হাঃ ৪৯।)

উপরোক্ত কুরআনের আয়াত ও হাদীস থেকে এটা স্পষ্ট যে, একজন মুমিনকে তার ঈমান। আনুযায়ী পরীক্ষা করা হবে। আপনার রব আপনাকে যাচাই করবেন। আসলে আপনি তার সাথে কৃত ওয়াদায় সত্যবাদী নাকি মিথ্যাবাদী। এবং এর মাধ্যমেই আপনাকে পুরস্কৃত করা হবে।

জান্নাতি হুরয়াইন
Admin ·

May 27 ,18

জিহাদ সম্পর্কিত কোরআন এর আয়াত

- জিহাদ করার সুস্পষ্ট আদেশ ও না করার পরিনতি-২:১৫৪, ২:১৯০-১৯৪, ২:২১৬, ২:২৪৪, ৩:১৪২, ১৯৫, ৪:৭১-৭৬, ৪:৭৭-৭৮, ৪:৯৫, ৪:১০০, ৮:১২-১৬, ৮:৩৯-৪০, ৯:১৯-২০, ৯:২৯, ৯:৩৮-৪২, ৯:৪৪-৪৯, ৯:৭৩, ৯:৮১-৮৯, ৯:৯৩, ৯:৯৫-৯৬, ৯:১১১, ৯:১২৩, ২২:৩৯, ২৫:৫২, ৪৭:৪-৮, ৪৭:২০-২১, ৪৭:৩১-৩৬, ৪৮:১৬-১৭, ৬১:৪, , ৬১:১০-১৪, ৬৬:৯
- জিহাদকারী সৈনিকদের সাহার্যকারী আল্লাহ্ স্বয়ং-৩:১৩, ৩:১১১, ৪:৪৫, ৮:৫-১০, ৮:১১-১৯, ৯:২৫-২৬, ২৪:৫৫, ২৯:৬৯, ৩৩:৯-১০, ৪০:৫১, ৪৮:৪-৭, ৬৭:২০,
- জিহাদ কার বিরুদ্ধে কেন এবং কার জন্য-২:২২১৬, ২:২১৮, ৯:২৯, ২৬:৬৯, ২৯:৬
- জিহাদকারীদের সাথে নামাজিদের তুলনা-৯:১৯-২১
- জিহাদ কালীন সর্তকতা ও করনীয়-৪:৮০-৮৪, ৯:৩-৬
- জিহাদ ঘোষনার জন্য নির্জাতিত মানুষের প্রার্থনা-২:২৪৬, ৩:১৯৫, ৪৭:২০
- জিহাদ থেকে অনুপস্থিত থাকার জন্য নানা রকম বাহানা-৯:৪২-৪৯, ৯:৮৬-৯৩, ৪৮:১১
- জিহাদ থেকে পার্থিব উন্নতি প্রধান্য পেলে তার পরিনতি-৯:৩৮-৪২
- জিহাদ থেকে বিরত থাকার হকদার কে-৯:৯১-৯২, ৪৮:১৬-১৭
- জিহাদে অনিচ্ছুক তিন জনের অনুতাপ ও ক্ষমা লাভ-৯:১১৮
- জিহাদে অনিচ্ছুক মানুষ পশুর অধম-১০০:১-৬
- জিহাদে অনিচ্ছুকদের পরিচয় ও পরিণতি-৯:৩৯-৪২, ৯:৯০-৯৩, ৯:৯৪-৯৬
- জিহাদে অবিশ্বাস কারীরা আল্লাহর সাহার্য পাবে না-৪৮:২২-২৩
- জিহাদে অর্থ সাহার্য করা ও না করার ফলালফল-২:২৪৫, ৮:৬০, ৯:২০-২২, ৯:৪১, ৪৭:৩৮, ৫৭:১০, ৫৭:১১-১২, ৬১:১০-১২, ৬৪:১৭
- জিহাদে আল্লাহ্ মুজাহিদদের কিভাবে সাহার্য করেন-৩:১২৬-১২৭, ৩:১৫০-১৫৫, ৮:৪২-৪৫, ২৭:১৬-২০, ৩৩:৯
- জিহাদে ইমানদার ও মুনাফিকদের পার্থক্য নির্নয় হয়-৩:১৫৬-১৬৮, ৩:১৭৩-১৭৫, ৮:৪৭, ৩৩:১০-১৫
- জিহাদে ইমানদারগণ বিজয়ি হলে মুনাফিকরা কি বলে-৮:৪৯
- জিহাদে কখন মুজাহিদদের পরাজয় হয়-৩:১৫২-১৫৩, ৩:১৬৫, ৮:১১
- জিহাদে বন্ধিদের সাথে ব্যবহার বিধি-৮:৬৭, ৮:৭০-৭১, ৯:৫-৬, ৪৭:৪
- জিহাদে বিজয় সংখ্যাধিক্যের উপর নির্ভর করে না-২:২৪৯-২৫১, ৮:৪৬-৪৮, ৮:৫৯-৬০, ৮:৬৫-৬৬, ৯:২৫-২৬
- জিহাদে ভিত হয়ে সন্ধি প্রার্থনা করা নিষিদ্ধ-৪৭:৩৫
- জিহাদে গনিমতের মালের বন্টন বিধি-৮:১, ৮:৪১, ৮:৬৯, ৪৮:১৫, ৪৮:২০-২১, ৫৯:৬-৮
- জিহাদে মৃত্যুর ভয় অবাঞ্চিত-২:২৪৩
- জিহাদে যোগদান করতে দেয়া হয়নি কাদেরকে-৯:৪৩-৪৭
- জিহাদে জন্য পোশাক ও অস্ত্র নির্মান করার আদেশ-১৬:৮১, ২১:৮০, ৩৪:১০-১১, ৫৭:২৫
- জিহাদের ময়দান থেকে পলায়ন কারীর পরিনাম-৪:১০৪, ৮:১৫-১৬, ৮:৪৫-৪৭, ৮:৬০-৬২,
- জিহাদের সময় কাফের ও মুনাফিকদের সম্পর্কে বিশেষ বিধি-৪:৮৯-৯১,
- জিহাদের সময় ধৈর্য ধারন করা আবশ্যক-৩:১৪৬-১৪৮, ৩:১৯১-১৯৫, ৪:৯৫-৯৬, ৯:১৯-২০
- জিহাদের সৈনীকদের শ্রেষ্টত্ব মর্যাদা ও পুরস্কার-৩:১৪৬-১৪৮, ৩:১৯১-১৯৫, ৪:৯৪-৯৬, ৯:১৯-২০, ৬১:৪

Sk Muhib Guraba
Admin · May 26,18

মুসলিম উম্মার আলেম ও বিজ্ঞ ব্যক্তিদের দৃষ্টিতে ‘আইএসআইএস বা আইএস’এর আসল চেহারা

:
বর্তমান সময়ে ইরাক ও সিরিয়ায় যে নতুন একটি মুজাহিদ গ্র“প আত্মপ্রকাশ করেছে, তার কার্যকলাপ নিয়ে মুসলিম বিশ্বে এক ধ্র“ম্যজাল সৃষ্টি হয়েছে। মুসলিম যুবক ও দ্বীনদার আবেগী লোকেরা এ নিয়ে চরম বিভ্রান্তিতে ভোগছে। কেউ এই গ্র“পকে কাফের-মুশরিকদের বিরুদ্ধে একমাত্র যুদ্ধকারী দল হিসাবে আখ্যা দিচ্ছে। আবার অন্যরা অন্য রকম মন্তব্য করছে। বিশেষ করে যখন তারা সিরিয়ার বিশাল এলাকা দখল করে নিয়েছে এবং ইরাকে তারা বেশ কিছু অঞ্চল নিজেদের করতলগত করে নিয়েছে। মুসলিম উম্মার এই জটিল পরিস্থিতে তাদেরকে সমথর্ন কিংবা বর্জন করার আগে তাদের আসল পরিচয় ও আদর্শ সম্পর্কে জানা এখন সময়ের দাবীতে পরিণত হয়েছে। খেলাফত কায়েমের মূল ভিত্তি ও উপকরণ তৈরী হওয়ার আগেই তারা যেই খেলাফতের ঘোষণা দিয়েছে, তার আরবী নাম আরব মিডিয়ায় الدولة الإسلامية في العراق والشام বা الخلافة الإسلايمة বলে ব্যাপক প্রচার হচ্ছে। সংক্ষেপে একে বলা হয়, داعش ‘দায়েশ’। ইংরেজী বার্তা সংস্থাগুলোতে একে Islamic State of Iraq and syria ev ISIS, ISIL, IS হিসাবে দেখানো হচ্ছে। বাংলা মিডিয়াতে এটিকে আইএসআইএল, আইএসআইএস, আইএস বলে প্রচার করা হয়। ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য যেসব মৌলিক ভিত্তি ও উপকরণের প্রয়োজন তার ১% বাস্তবায়ন না করেই এই সংগঠনটি ইসলামী খেলাফতের ঘোষণা দিয়েছে এবং কল্পিত আবু বকর আলবাগদাদী নামের একজনকে তাদের খলীফা নির্বাচন করেছে। মুসলিম বিশ্বের বিজ্ঞ আলেম ও চিন্তাবিদগণ তাদের এই কার্যকলাপকে গ্রহণ করতে সম্পূর্ণ নারাজ। শুধু তাই নয়, তারা এদের সাথে যোগদান না করতে এবং কোন প্রকার সাহায্য-সহযোগিতা না করার আহবান জানিয়েছেন। যেসব কারণে তারা এই সংগঠনের কার্যকলাপের কড়া প্রতিবাদ করেছেন, তা থেকে কয়েকটি কারণ নিম্নে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলোঃ ১) ‘তাকফীর’ তথা মুসলিমদেরকে কাফের বলা। এই সংগঠনের লোকেরা তাদের আদর্শের বিরোধীতাকারী যে কোন মুসলিমকে কাফের মনে করে থাকে। জন মাকীনের সাথে সিরিয়ার উত্তরাঞ্চলের মুজাহিদ গ্র“প ‘আসেফাতুস শিমাল’এর কমান্ডারের একটি ছবি প্রকাশ হওয়ার কারণেই তারা এই গ্র“পকে কাফের আখ্যা দিয়েছে। অথচ কাফের হওয়ার ব্যাপারে এই সাক্ষাৎকার ব্যতীত তারা অন্য কোন দলীল পেশ করতে পারেনি। এ কথা সুস্পষ্ট যে নবী সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়া সাল্লাম অনেক কাফেরের সাথে মিলিত হয়েছেন এবং তাদের সাক্ষৎ করেছেন। কাফেরদের সাথে সাক্ষাৎ বা লেনদেন করলেই কোন মুসলিমকে কাফের বলা চরম মূর্খতা ছাড়া অন্য কিছু নয়। সুতরাং কোন মুসিলম কোন কাফেরের সাথে মিলিত হলেই তাকে কাফের ফতোয়া দেয়া মারাত্মক অপরাধ। ২) এই সংগঠনের লোকেরা সিরিয়ার الجيش الحر ‘ফ্রিডম ফাইটার’এর সকল যোদ্ধাকে একবাক্যে কাফের মনে করে। শুধু তাই নয়; তারা সিরিয়ার সকল অধিবাসীকেই কবর পূজারী আখ্যা দিয়ে তাদের উপর কুফুরীর ফতোয়া জারী করেছে। ৩) সিরিয়ায় যুদ্ধরত যেসব গ্র“প তাদের আদর্শের সাথে ভিন্নমত পোষণ করে, তারা তাদের রক্তকে হালাল মনে করে। তাদের এই আকীদাহএর ভিত্তিতে তারা সিরিয়ায় যুদ্ধরত একাধিক মুজাহিদকে হত্যা করেছে। ৪) তারা নিজেদের দলকে الدولة الإسلامية في العراق والشام অর্থাৎ ইরাক ও সিরয়ায় ইসলামী খেলাফত বা الخلافة الإسلامية ‘ইসলামী খেলাফত’ নাম দিলেও তাদের অধিকৃত কোন অঞ্চলে তারা স্বাধীন ইসলামী আদালত প্রতিষ্ঠার ঘোর বিরোধী।

এই সংগঠন সম্পর্কে মুসিলম উম্মার আলেমদের মতামতঃ

SK MUHIB GURABA
ADMIN · MAY
26,18

১)শাইখ আব্দুল আযীয আল-তুরাইফী বলেনঃ এরা হচ্ছে খাওয়ারেজ।

২) শাইখ মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রাহমান আলতুরাইফী বলেনঃ এরা যেহেতু তাদের এলাকায় ইসলামী কোর্ট প্রতিষ্ঠা করাকে সমর্থন করেনা, তাই তাদের দলে যোগদান করা নাজায়েয। সুতরাং যারা সিরিয়ায় জিহাদ করতে চায় তারা যেন এই দল বাদ দিয়ে অন্যান্য দলে যোগদান করে।

৩) শাইখ সুলায়মান আল উলওয়ান বলেনঃ এদের দলনেতা আবু বকর আলবাগদাদী আহলুল হাল্ল ওয়াল আক্দ (উম্মতের আলেম ও বিজ্ঞ ব্যক্তিদের) দ্বারা নির্বাচিত নয়। তার নেতা স্বয়ন আয়মান যাওয়াহী তার প্রতি সন্তুষ্ট নয়। সুতরাং কিভাবে সে অন্যদের নিকট বাইআতের দাবী করতে পারে? সুতরাং সে মুসলিম উম্মার খলীফা নয়।

৪) শাইখ ইউসুফ আল আহমাদ বলেনঃ বাগদাদীর জন্য শরঈ খেলাফত দাবী করা বৈধ নয়। আল্লাহর শরীয়ত কায়েম না করার কারণে এবং তা থেকে বিমুখ হওয়ার কারণে তার দলে যোগ দেয়া জায়েয নয়।

৫) শাইখ আব্দুল্লাহ আস্ সা’দ বলেনঃ এই দল অনেক শরীয়ত বিরোধী কাজে লিপ্ত হয়েছে। (১) পারস্পরিক বিরোধ নিষ্পত্তি করার জন্য তারা তাদের দখলকৃত এলাকায় ইসলামী আদালত প্রতিষ্ঠা করাকে সমর্থন করেনা। (২) তারা অন্যায়ভাবে মানুষকে কাফের বলে এবং তাদের জান-মালকে হালাল মনে করে। (৩) এদের মধ্যে মূর্খতার আলামত সুস্পষ্ট। শাইখ আরো বলেনঃ তাই আমি এই দলে যোগদানকারীদেরকে দল ত্যাগ করে ফিরে আসার আহবান জানাচ্ছি এবং এই দলের নেতাদেরকে আল্লাহর নিকট তাওবা করে হকের দিকে ফিরে আসার আহবান জানাচ্ছি।

৬) আবু বাসীর আত্ তারতুসী বলেনঃ আইএস আইএস একটি গোমরাহ দল। এরা সিরিয়ায় যুদ্ধরত মুজাহিদদেরকে অকাতরে হত্যা করে। মুজাহিদদের মধ্যে ফিতনা ও বিভ্রান্তি সৃষ্টিতে এরা খুবই পারদর্শী। তিনি আরো বলেনঃ যেসব একনিষ্ঠ দ্বীনি ভাই তাদের সাথে যোগ দিয়েছেন, আমরা তাদেরকে এদের দল ছেড়ে চলে আসার দাবী জানাচ্ছি।

৭) শাইখ আদনান আল আরউর বলেনঃ এরা হাদীছের ভাষ্য মোতাবেক খারেজী অথবা বাশ্শার আল আসাদের তৈরী গুপ্তচর। এই সংগঠনের লোকেরা মোট তিন প্রকারঃ (১) এদের মধ্যে রয়েছে এমন কিছু লোক যারা মুসলমানদের জান-মালের উপর আক্রমণ করে। তারা খারেজদের মত আকীদাহ পোষণ করে। (২) এদের মধ্যে রয়েছে ইসলামের শত্র“দের পক্ষের দালাল ও গুপ্তচর। এদের কর্মতৎপরতা ইহুদী-খৃষ্টান এবং ইসলামের দুশমনদের আন্তর্জাতিক গোয়েন্দা সংস্থাসমূহ দ্বারা পরিচালিত। (৩) আরেক শ্রেণীর লোক এদেরকে সঠিক মনে করে ও ভুল বুঝে জিহাদী মনোভাব নিয়েই এদের সাথে যোগ দিয়েছে। (চলবে)

৮) শাইখ আব্দুল আযীয আলফাওযান বলেনঃ এই দল হচ্ছে পাপিষ্ঠ খারেজী দল। ইরাক, আফগানিস্থান ও সিরিয়াতে এরা বহু রক্তপাত ঘটিয়েছে।

৯) মুহাম্মাদ আস সা’দী বলেনঃ সিরিয়ায় যুদ্ধরত মুজাহিদদেরকে খতম করার জন্যই আইএস আইএসএর উতপত্তি হয়েছে।

১০) ডঃ আব্দুল করীম আল বাক্কার বলেনঃ সিরিয়া হতে আগত বহু তালিবুল ইলম (ছাত্র) ও আলেমদের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে। তাদের কাছে আইএস আইএসএর অপকর্ম ছাড়া অন্য কিছু শুনিনি। বাশ্শার আল আসাদের প্রশাসন এবং তারা এক ও অভিন্ন। তারা এবং বাশ্শার আল আসাদ একই অপরাধীর দুই চেহারা।

১১) শাইখ মুহাম্মাদ আল-মুনাজ্জিদ এই খারেজী দল সম্পর্কে বলেনঃ এরা মুসলিমদেরকে কাফের বলে এবং মুসলিমদের রক্তকে হালাল মনে করে। সতরাং যেসব মুসলিম এদের সাথে যোগদান করেছে, তাদের উচিত এদের দল ত্যাগ করা।

১২) সিরিয়ার আলেমগণ বলেনঃ এই সংগঠনটি অন্যায়ভাবে মানুষকে হত্যা করছে এবং মানুষের সম্পদের উপর আক্রমণ করছে। এদের জিহাদ ইসলামী জিহাদ নয়; বরং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টির শামিল। সিরিয়ার আলেমদের ফতোয়া হচ্ছে এই দলে যোগ দেয়া এবং তাদের সাথে যোগ দিয়ে যুদ্ধ করা হারাম। কেননা তাদের দল ও জিহাদ অস্পষ্ট ও অন্ধকারাচ্ছন্ন। তাদের নেতা অপরিচিত, তাদের অর্থের উৎস অজ্ঞাত এবং তাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য অস্পষ্ট।

১৩) সিরিয়ার বিভিন্ন ইসলামী সংগঠনের বক্তব্য হচ্ছে, এই আইএসআইএস নামক দলটি প্রথম যেদিন তার নাম ঘোষণা করেছে, সেদিন থেকেই এই দলের কার্যকলাপ সিরিয়ার নাগরিকদের উপর বহু মসীবতের কারণ হয়ে দাড়িয়েছে। তাদের কার্যকলাপ শুধু বাশশারের যুলুম হতে স্বাধীন এলাকাগুলোর মধ্যেই সীমিত, মানুষকে কাফের বলাতে বাড়াবাড়ি করা এবং যুদ্ধরত মুজাহিদ গ্র“পের কমান্ডারদেরকে খেয়ানতের অপবাদ দেয়া। তারা সিরিয়ার মুজাহিদ গ্র“পগুলোকে কাফের ফতোয়া দিয়েছে এবং এই অযুহাতে মুসলিমদের জান-মালকে হালাল মনে করছে যে, পথভ্রষ্ট ও দলাদলিতে লিপ্ত ফির্কাগুলোর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করা জায়েয। তারা বাশ্শার আল আসাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও সংগ্রাম করতে জনগণকে বাধাগ্রস্ত করছে এবং তাদের মনে ভয়-ভীতির সঞ্চার করেছে।

তাদেরকে যখন মুজাহিদগণ আল্লাহর শরীয়ত বাস্তবায়ন করার জন্য স্বাধীন অঞ্চলগুলোতে নিরপেক্ষ ইসলামী আদালত প্রতিষ্ঠা করার আহবান জানালো, তখন তারা টালবাহানা করেছে এবং তা প্রতিষ্ঠা করতে অস্বীকার করেছে। প্রায় প্রতিদিনই খবর আসছে যে, তারা কোন না কোন মুজাহিদকে বন্দি করছে অথবা হত্যা করছে। তাদের কাজগুলো প্রথম যুগের খারেজীদের কাজের মতই। তাদের কাজগুলো ঐসব খারেজীদের কর্মকান্ডের মতই, যাদেরকে হত্যা করতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আদেশ দিয়েছেন। ভিন্ন মতের লোকদেরকে কাফের বলার ক্ষেত্রে, মুসলিমদেরকে হত্যা করার ক্ষেত্রে এবং অহংকার ও তাকাব্বরী করে হক প্রত্যাখ্যান করার ব্যাপারে তাদের মধ্যে খারেজীদের বৈশিষ্টসমূহের সমাহার ঘটেছে। এই কারণে তাদের এবং খারেজীদের হুকুম একই। গাদ্দারী করা, খেয়ানত করা, চুক্তিভঙ্গ করা এবং আমানত নষ্ট করার ব্যাপারে তারা খারেজীদের সীমাকেও ছাড়িয়ে গেছে।

SK MUHIB GURABA
ADMIN · MAY 26,18

১৪) সৌদি আরবে বিখ্যাত সালাফী আলেম আল্লামা ড: সালেহ আল সুহাইমী হাফিযাহুল্লাহ তাদের সম্পর্কে বলেনঃ এটি হচ্ছে একটি খারেজী জামাআত। তারা কয়েকদিন আগে আমার খালাতো ভাইয়ের ছেলেকে হত্যা করেছে। কারণ সে তাদের দলের বিরোধী অন্য একটি দল তথা জাবহাতুন নসুরার সদস্য ছিল। তবে উভয় দলই ভুল পথে অগ্রসর হচ্ছে। তাদের নাম জাবহা হোক অথবা দায়েশ হোক। কিন্তু দায়েশ জাবহার চেয়ে অধিক ভয়াবহ ও ক্ষতিকর। কারণ তারা মুমিনদের উপর নিয়ন্ত্রণ লাভ করতে পরলে আত্মীয়তার সম্পর্ক এবং কোন প্রকার অঙ্গীকার বা চুক্তির পরোয়া করেনা। তারা যে বাতিলপন্থী, তা প্রমাণিত হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, কয়েকদিন আগে তারা তাদের খলীফার হাতে বাইআত করার জন্য মুসলিমদের কাছে জোর দাবী জানিয়েছে। তাদের সাথে যারা যোগ দিয়েছে, তাদেরকে তারা সর্বপ্রথম যে কাজটি করার আদেশ দিয়েছে তা হচ্ছে নিজ দেশের আমীরের বা বাদশাহর হাতে কৃত বাইআতকে বর্জন করা। আপনারা বাইআত প্রত্যাখ্যান ও ভঙ্গ করার হুকুম অবশ্যই অবগত আছেন। আমাদের প্রত্যেকের স্কন্দে এই দেশের অলীউল আমরের (শাসকের) বাইআত রয়েছে। আপনাদের প্রত্যেকের স্কন্দে রয়েছে এই দেশের শাসকের বাইআত। বাইআত ভঙ্গ করা খেয়ানত ও গাদ্দারী। প্রত্যেক গাদ্দারের (বাইআত ও অঙ্গীকার ভঙ্গকারীর) জন্য কিয়ামতের দিন একটি করে পতাকা স্থাপন করা হবে। তাতে লেখা থাকবেঃ এটি উমুকের বাইআত ভঙ্গকারীর পতাকা। যে ব্যক্তি বাইআত ভঙ্গ করবে, সে কিয়ামতের দিন ভয়াবহ বিপদের সম্মুখিন হবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ شبرا فَمَاتَ إلا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً "যে ব্যক্তি আমীরের আনুগত্য থেকে বের হয়ে গেল এবং মুসলিমদের জামাআত থেকে এক বিঘত পরিমাণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে মৃত্যু বরণ করল, সে জাহেলীয়াতের (কুফরীর) উপর মৃত্যু বরণ করল"। (সহীহ মুসলিম, হাদীছ নং- ৪৮৯২) فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قِيدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الإِسْلاَمِ مِنْ عُنُقِهِ "যে ব্যক্তি মুসলিমদের জামাআত থেকে এক বিঘত পরিমাণ বিচ্ছিন্ন হলো, সে তার গর্দান থেকে ইসলামের রশি খুলে ফেলল"। (তিরমিযী) এরা বাইআত ভঙ্গ করেছে। হক থেকে তারা বহু দূরে। তারা আলেমদেরকে কাফের বলে এবং আমাদের শাসকদেরকেও কাফের বলে। তাদের অবস্থা দেখে মনে হয়, মানুষকে কাফের বলা ছাড়া তাদের আর কোন কাজ নেই। এটিই তারা জানে এবং এটিকেই তারা তাদের দ্বীন মনে করে থাকে। পর্দার অন্তরাল থেকে কতিপয় মূর্খ লোক তাদেরকে ফতোয়া দিচ্ছে। এই ফতোয়াগুলোই তাদেরকে ধোঁকায় ফেলেছে। এই মুফতিরা দুই প্রকার। এক প্রকার মুফতী তাদের সাথেই রয়েছে। তারা এই মুফতীদেরকে মাশায়েখ হিসাবে গ্রহণ করেছে, তারা তাদের কাছ থেকেই ফতোয়া নেয়। তারা আল্লাহর কিতাবের দিকে ফিরে আসেনা এবং উলামায়ে রাব্বানীদের থেকে ফতোয়া নেয়না। এই আলেমরা ঐ দলের সদস্যদের মতই। আরেক শ্রেণীর আলেম আমাদের দেশে বসেই এদেরকে সমর্থন করে ফতোয়া দিচ্ছে, তাদেরকে সমর্থন করছে এবং যুবকদেরকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দিচ্ছে। এরা বিনা উদ্দেশ্যে এসব ফতোয়ার মাধ্যমে মুসলিম যুবকদেরকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করছে। তারা অন্ধকারচ্ছন্ন ও অস্পষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে যুদ্ধ করে, স্বীয় গোত্র ও দলের আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধ করে এবং অন্ধকারচ্ছন্ন ঝান্ডার অধীনে যুদ্ধ করে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ ليس مِنَّا مَنْ قاتلَ تَحْتَ رَايَةٍ عِمِّيَّةٍ يُقَاتِلُ لِلْعَصَبِيَّةِ أويدعو إلى العصبية "যে ব্যক্তি অস্পষ্ট ও অপরিচিত দলের পতাকাতলে যোগদান করে যুদ্ধ করে, স্বীয় গোত্রকে সাহায্য করার জন্য যুদ্ধ করে এবং গোত্রের সাহায্য ও স্বীয় মতবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধ করতে মানুষকে আহবান করে, সে আমার উম্মতের অন্তর্ভূক্ত নয়"। (সহীহ মুসলিম, হাদীছ নং- ৪৮৯২) এরা মূর্খ, জাহেল এবং এদের বয়স অল্প ও জ্ঞান খুবই সামান্য। এদের থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে সতর্ক করেছেন। তিনি বলেছেনঃ আমি যদি এদের যুগ পেতাম, তাহলে আমি তাদেরকে আদ জাতির ন্যায় হত্যা করতাম। তারা যাকে হত্যা করবে, সে হবে সর্বোত্তম শহীদ। তাদের মধ্যে যারা নিহত হবে, তারা হবে আকাশের নীচে সর্বাধিক নিকৃষ্ট নিহত ব্যক্তি। তিনি আরো বলেছেন, তারা হবে জাহান্নামের কুকুর। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই লোকদের ব্যাপারে বলেনঃ يَأْتِي فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ حُدَثَاءُ الأَسْنَانِ، سُفَهَاءُ الأَحْلاَمِ، يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ، يَمْرُقُونَ مِنَ الإِسْلاَمِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، لاَ يُجَاوِزُ إِيمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ، فَأَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، فَإِنَّ قَتْلَهُمْ أَجْرٌ لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (بخارى:৩৬১১) "আখেরী যামানায় এমন একদল লোক আসবে, যাদের বয়স হবে অল্প এবং জ্ঞান হবে খুবই সামান্য। তারা মানুষের সর্বোত্তম বুলি আওড়াবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা ইসলাম থেকে এমন দ্রুতগতিতে বের হয়ে যাবে, যেমনভাবে তীর ধনুক থেকে বের হয়ে যায়। তাদের ঈমান তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবেনা। তাদেরকে যেখানেই পাবে সেখানেই হত্যা করবে। যে ব্যক্তি তাদেরকে হত্যা করবে, সে কিয়ামতের দিন এ হত্যাকান্ডের জন্য পুরস্কার লাভ করবে"। তিনি আরো বলেনঃ يَخْرُجُ نَاسٌ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ وَيَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ، ثُمَّ لاَ يَعُودُونَ فِيهِ حَتَّى يَعُودَ السَّهْمُ إِلَى فُوقِهِ "পূর্ব দিক থেকে একদল লোক বের হবে। তারা কুরআন পড়বে, কিন্তু কুরআন তাদের কণ্ঠনালীর নীচে প্রবেশ করবেনা। তীর যেমন ধনুক থেকে বের হয়ে যায়, তারা তেমনি দ্বীন থেকে বের হয়ে যাবে। অতঃপর ধনুকের রশির নিকট নিক্ষিপ্ত তীর ফেরত না আসা পর্যন্ত তারা দ্বীনের মধ্যে ফিরে আসবেনা। অর্থাৎ তারা দ্বীন থেকে সম্পূর্ণরূপে বের হয়ে যাবে, তাতে আর ফেরত আসবেনা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে জাহান্নামের কুকুর বলেছেন। তারা প্রত্যেক যুগেই বের হবে। তারা প্রত্যেক যুগেই বের হতে থাকবে। এমনকি তাদের দল থেকেই দাজ্জাল বের হবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো সংবাদ দিয়েছেন যে, তোমরা তাদের নামাযের তুলনায় তোমাদের নামাযকে নগণ্য মনে করবে, তাদের এবাদতের তুলনায় তোমাদের এবাদতকে খুব সামান্য মনে করবে এবং তারা কুরআন পড়বে, কিন্তু কুরআন তাদের কণ্ঠনালীর নীচে যাবেনা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের আরো অনেক স্বভাব ও বৈশিষ্ট উল্লেখ করেছেন। তারাই ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা উছমান ও আলী (রাঃ)কে হত্যা করেছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো সংবাদ দিয়েছেন যে, তারা অমুসলিমদেরকে বাদ দিয়ে মুসলিমদেরকেই হত্যা করবে। তাদের পূর্ব পুরুষরা উছমান বিন আফফান ও আলী (রাঃ)কে হত্যা করেছে। তারা যখন উছমান (রাঃ)এর দেহকে তাঁর মাথা হতে বিচ্ছিন্ন করল তখন তাদের মধ্য হতে একজন অভিশপ্ত নিকৃষ্টি লোক উছমান (রাঃ)এর পবিত্র মাথার খুলির উপর পা রেখে বলেছেঃ والله ما عرفت يوما من أيام الله ولا يوما من أيام الجهاد أفضل من هذا اليوم "আল্লাহর কসম! আল্লাহ তাআলার সম্মানিত দিনসমূহের মধ্য হতে এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের দিনসমূহের মধ্য হতে আমার নিকট আজকের দিনের চেয়ে অধিক ফযীলতময় অন্য কোন দিন আছে বলে আমার জানা নেই"। (নাউযুবিল্লাহ) আলী (রাঃ)এর হত্যাকারী আব্দুর রাহমান বিন মুলজিম বলেছিলঃ আলী (রাঃ)কে হত্যা করার জন্য আমি এই বর্শাটিতে নয়টি মাথা স্থাপন করেছি। তার মধ্য হতে তিনটি মাথা স্থাপন করেছি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য। আলীকে ঘৃণার সংকেত হিসাবে আমি এই নয়টি মাথা স্থাপন করেছি। এই জন্যই তার সাথী ইমরান বিন হাত্তান আলী (রাঃ)কে হত্যা করার কারণে তার প্রশংসা করে বলেছিলঃ يا ضربة من تقيٍّ ما أراد بها * * * إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا إني لأذكره يوماً فأحسبُه * * * أوفى البرية عند الله إنسانا "ওহে এমন একটি আঘাত, যা করা হয়েছে আল্লাহর একজন মুত্তাকী বান্দার পক্ষ হতে। এর মাধ্যমে আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টি ছাড়া সে অন্য কিছু কামনা করেনি। আমি এই দিনটিকে একটি ফযীলতময় দিন হিসাবে স্মরণ করি, যাতে আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণকারী বান্দাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি এই আঘাতটি করেছে। এই অভিশপ্তের জবাবে পূর্ব যুগের একজন সৎ লোক বলেছেনঃ يا ضَرْبَةً مِنْ شَقِيٍّ مَا أَرَادَ بِهَا * * * إلاَّ لِيَبْلُغَ مِنْ ذِي الْعَرْشِ خُسْرَانَا إِنِّي لأَذْكُرُهُ يَوْماً فَأَحْسَبُهُ * * * أَشْقَى الْبَرِيَّةِ عِنْدَ اللهِ إِنْسانا এটি আঘাতটি ছিল একজন হতভাগা লোকের পক্ষ হতে। সে এর মাধ্যমে আরশের মালিকের নিকট ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া ব্যতীত আর কিছু কামনা করেনি। আমি মনে করি, এর মাধ্যমে সে কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট সর্বাধিক হতভাগ্য ও নিকৃষ্ট বলে বিবেচিত হবে। এই পথভ্রষ্ট ও গোমরাহ লোকদের অন্যতম আলামত হচ্ছে লুকিয়ে থাকা এবং জনমানবের সামনে এসে তারা তাদের কথা প্রচার করেনা। আমি আপনাদের কাছে প্রশ্ন রাখছি যে, আমাদের দ্বীন কি সুস্পষ্ট? না অস্পষ্ট? আমাদের দ্বীন সুস্পষ্ট। এখানে গোপনীয় কিছু নেই। আমাদের কাছে এমন কিছু নেই, যা গোপন রাখতে হবে। এই সুফিয়ান (রঃ) বলেছেনঃ إِذَا رَأَيْتَ قَوْمًا يَتَنَاجَوْنَ فِي دِينِهِمْ دُونَ الْعَامَّةِ فَاعْلَمْ أَنَّهُمْ عَلَى تَأْسِيسِ ضَلالَةٍ তুমি যখন দেখবে যে, একটি দল তাদের দ্বীনি বিষয়ে সাধারণ লোকদেরকে বাদ দিয়ে গোপনে শলাপরামর্শ করছে, তখন তুমি মনে করবে যে, তারা কোন একটি গোমরাহীর পথ উন্মুক্ত করছে। এই কথা সুফিয়ান ব্যতীত আরো অন্যান্য আলেম থেকেও বর্ণিত হয়েছে। আমি কয়েকদিন আগে মসজিদে নববী থেকে তাদের খলীফার দাবীদারের এবং তার হাতে মিথ্যুক দাজ্জালদের বাইআত করার প্রতিবাদ করেছি। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, ইসলামের ইতিহাসে এমন কোন খলীফা কিংবা শাসকের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবেনা, যিনি লুকিয়ে থেকে এবং জনসাধারণের আড়ালে থেকে রাজ্য পরিচালনা করেছেন। (চলবে) ইন্টারনেটে শাইখের বক্তৃতার লিংকঃ https://www.youtube.com/watch?v=kyH4ArJZZaw

১৬) আই এস আইএস-এর কার্যকলাপ সম্পর্কে সৌদি আরবের ৪৮জন আলেমের বিবৃতিঃ মুসলিমদের সাথে পরামর্শ না করেই কোন একটি গ্র"প কর্তৃক নিজেকে একমাত্র শরীয়ত সম্মত দল বলে ঘোষণা দেয়া এবং অন্যান্য দল ও উপদলগুলোকে সেই দলে আসতে বাধ্য করা ও অন্যান্য দল-উপদলের লোকদেরকে খারেজী হিসাবে নির্ধারণ করে তাদের জান-মালের উপর আক্রমণ করা মারাত্মক যুলুম এবং অন্যায়ভাবে ক্ষমতা ছিনিয়ে নেওয়ার শামিল। এটিই মুসলিমদের দলাদলি ও পারস্পরিক যুদ্ধ-বিগ্রহের মূল কারণ। যারা এখন আল্লাহর শরীয়তের সামনে নত হতে অস্বীকার করছে, সাফাবী শিয়া ও বতেনীদের নিকট থেকে সিরিয়ার সম্পূর্ণ অঞ্চল মুক্ত করার পর তারা সিরিয়াতে ইসলামী শরীয়ত বাস্তবায়ন করবে- এ কথা কিভাবে বিশ্বাস করা যেতে পারে? সুতরাং যেই সীমা লংঘন ও বাড়াবাড়ি সিরিয়ার জিহাদকে বাধাগ্রস্ত করছে, তা থেকে আমরা সকলকে সতর্ক করছি এবং আমরা জোর দিয়ে সকল আলেম, দাঈ, বিবেকবান এবং যুদ্ধরত সকল গ্র"পের কমান্ডারদেরকে এই দায়েশের মুকাবেলা করার আহবান জানাচ্ছি। উপসংহারঃ উপরের সবগুলো পর্বের আলোচনা থেকে প্রমাণিত হলো যে, বিজ্ঞ আলোমদের মতে আইএস খারেজীদের একটি দল অথবা খারেজীদের মতই একটি দল। তারা গোমরাহ, সীমা লংঘনকারী, যালেম, পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী এবং লুটতরাজকারী। তারা আল্লাহর শরীয়ত মানতে ও বাস্তবায়ন করতে অস্বীকার করে। প্রকৃত পক্ষেই যারা আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই ও তাদেরকে হত্যা করাই হচ্ছে এদের মূল উদ্দেশ্য। এই জন্যই তাদের সাথে যোগদান করা জায়েয নয়, তাদের কাতারে শামিল হয়ে যুদ্ধ করাও নাজায়েয। যারা তাদের সাথে যোগ দিয়েছে, তাদের ফিরে আসা ওয়াজিব। এই ফির্কার নিকট বাইআত করা হারাম। সিরিয়ায় আলেমগণ এদেরকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। শুধু তাই নয়; তারা তাদেরকে বিদ্রোহী, যালেম ও সিরিয়ায় জিহাদের পথে সবচেয়ে বড় বাধা বলে আখ্যায়িত করেছেন এবং সকলকে সাধ্যানুযায়ী তাদেরকে প্রতিরোধ করার আহবান জানিয়েছেন।

আশা করি সবার ভালই লেগেছে।উম্মাহ র জন্য এই
সামান্য প্রচেস্টা //
কারণ হক্ক কথা এখন সহজে কেউ বলে না///

সাথেই থাকুন

THE GREAT

AL EMARAH

AL EMARAH আল ইমারাহ